কর্ম্ম ও ভাগ্যপরীক্ষা

(নাটক)

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ অধিকারী প্রণীত

ঘেটেলি।

"মানভূম।"

মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রকাশক—ভূপতিকান্ত চট্টোপাধ্যায়
গ্রাম—পাথুরে, পোঃ—কাশমার,
জেলা—হাজারিবাগ,
ভায়া—ঝালদা।

প্রিন্টার শ্রীশশধর ঘোষ
তারা প্রেস।
৫৬নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা।

করুণাময় বিভুর কৃপায় আজ আমি একখানি অতি অকিঞ্চিৎকর নাটক, সাহিত্যসেবী মহাত্মাগণকে উপহার দিবার মানসে, তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি আমি যে সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে এতদিন ব্যাপৃত ছিলাম, সেই সকল বিষয় অর্থাৎ মনুষ্যজীবনে কর্ম্ম ও ভাগ্যের কতটা প্রাধাণ্যতা আছে এবং প্রকৃত পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, সুখ-দুঃখ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, শ্রাদ্ধতর্পণের আবশ্যকতা, প্রেত প্রেতত্বমুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্ব নিরূপণ আমাদ্বারা অসম্ভব জানিয়াও কেবল আবাল্য সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষানিচয়ের গতিরোধ করিতে না পারিয়াই এই দুষ্কর কার্য্যে ব্রতি হইয়াছি পুরাণশ্রেষ্ঠ মৎস্য পুরাণাদির সাহায্যে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহাই জনসাধারণের গোচরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে পুরাণ প্রসিদ্ধ কাশীরাজ দুহিতা অম্বার উপাখ্যান ও জন্মান্তরীণ বিবরণ লইয়া "কর্ম্ম ও ভাগ্যপরীক্ষা" নামক পৌরাণিক নাটক লিখিত হইল সহৃদয় পাঠক পাঠিকা, আমার এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখানুভব করিলেও শ্রম সফল মনে করিব

পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপায় ১৩২৪ সালে আমার এই গ্রন্থখানি লেখা শেষ হয় তদনন্তর আমি এই গ্রন্থখানি কুণ্ডলা কৃপাসিন্ধু চতুষ্পাঠির অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ, শাস্ত্র, স্মৃতি, বেদান্ত-তীর্থরত্ন তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে দেখাই। তিনি কৃপা সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিয়া, গ্রন্থখানি প্রকাশের অনুমোদন করেন, কিন্তু আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই।

আমার অকৃত্রিম সুহৃদ মহাত্মা প্রহলাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবেণীমাধব গোস্বামী মহাশয়গণ লিখিবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে পরামর্শ দিয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন, এই কয়জনের নিকটও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি

আমি স্থানান্তরে থাকায় নিজে প্রুফ সংশোধন করিতে পারিলাম না, এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন স্থানে ভুল থাকাও অসম্ভব নহে যদি ভুল থাকে, তবে এবারের মত শুদ্ধিপত্র দিয়া, আশাকরি দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। সহৃদয় পাঠক সে জন্য ক্ষমা করিবেন। ইতি—

সন ১৩ ২ সাল
ঘেটেলি গ্রাম
(মানভূম)

বিনীত

গ্রন্থকার।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
ষড়বিংশতি	ষড়ত্রিংশতি	২	৫
আধিষ্ঠান	অধিষ্ঠান	৭	১৪
বিধি	বিবিধ	২০	২
তাজি	আজি	২১	২
পতিরূপ	পতিরূপে	২১	১৯
মোরে	মো'র	২৫	৮
যদ্যাপি	যদ্যপি	২৬	১৯
আছ	আছে	৩৯	৪
ছেলে	ছিলে	৪৩	৬
আগমন	আনয়ন	৪৬	১
উপেক্ষা	অপেক্ষা	৪৭	১৩
সুতহিংভুক	সুতহিবুক	৪৮	৩
বিষয়	বিষয়ের	৫০	১২
ধর্ম্ম-বিরোধী	ধর্ম্ম-বিরোধ	৫৬	১৬
চিতাহিত	হিতাহিত	৬২	১৪
দিগাম্বর	দিগম্বর	৭৪	১২
পদত্যাগ	পত্রত্যাগ	৭৬	১
হাসির	হাচিয়া	৭৯	৬
লইয়া	লইল	৮০	৭

শুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
য়	পরাজয়	৮৯	৫
	পাবে	৮৯	৯
ব	ভজিব	৯২	১৯
	শ্রেষ্ঠ	৯৫	৫
রণ প্রজাকেও	প্রজা সাধারণকেও	৯৭	২৪
	বৎস	১০৭	৭৲
য়	অক্ষয়	১০৮	৭
।	মনে	১০৮	১১
র	তাঁদের	১১৬	০
বন	করছেন	১২৬	৬
	অস্থা	১২৩	২১
পর্য্যন্ত	দোষ এ পর্য্যন্ত	১২৬	৩
	দৃষ্ট	১৩৪	৩
দুই	নিজেও	১৪৬	৪
রন না	করবেন	১৪৯' ঁহ	২০
	দুঃখ	১৫৪	২১
তলাশ্রিত	পদতলশ্রিত	১৬২	১

নাট্যোল্লিখিত স্ত্রী পুরুষগণ।

পুরুষ

নারায়ণ
নারদ
কাল।
কর্ম্ম
ভাগ্য
শ্রৌতমুনি
জ্ঞান (শ্রৌতমুনির শিষ্য)
পরশুরাম
অকৃতব্রণ (পরশুরামের শিষ্য)
হোত্রবাহন (সৃঞ্জয় দেশের রাজর্ষি)
কাশীরাজ।
ভীষ্ম
বিচিত্রবীর্য্য (হস্তিনাপুর রাজা)
শাল্ব
মন্ত্রী (বিচিত্রবীর্য্যের)
সচিব (শাল্বরাজের)
বিদূষক (শাল্বরাজের)
বয়স্য (কাশীরাজের)
মন্ত্রী (কাশীরাজের)
আচার্য্য (কাশীরাজের)

স্ত্রী

মায়া
অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা — কাশীরাজের কন্যা
পদ্মাবতী।, মাধবী, রম্ভা। — সখীগণ
কাশীশ্বরী
পরিচারিকা (কাশীশ্বরীর)
সত্যবতী (বিচিত্রবীর্য্যের মাতা)
মালতী (সত্যবতীর দাসী)
মালিনী

ফলাবে ব্রাহ্মণ, নাগরিকদ্বয়, দারোয়ান দূতগণ, সভ্যগণ,
মাঝী, ডোম ইত্যাদি

কর্ম্ম ও ভাগ্য পরীক্ষা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য শূন্যপথ।

(গান করিতে করিতে দেববালকগণের প্রবেশ।)

তাল কাওয়ালী

(মোর) প্রণমী তোমারে গজানন
হইয়ে সদয়, হও হে উদয় পুরাও মে দেব [illegible]
হও অধিষ্ঠান পার্ব্বতী নন্দন [illegible] বলি নিবেদন,
[illegible] তারণ
তুমি সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধি দিতে পার, সিদ্ধি দাতা কর [illegible]
হও মধ্যে দর, পর বাধাপেয় মুষিক বাহনে কর গমন।
[illegible]তিত সন্তানে তার নিজগুণে, (তুমি) হও হে পতিত পাবন,
জাতির পতি, ওহে গণপতি (তুমি) সর্ব্ব বিঘ্ন কর বিনাশন

গীত

তাল কাওয়ালী

মাগো বীণাপাণী, হরি মনমোহিনী, বৈকুণ্ঠবাসিনী করুণাবিতর
আমি জ্ঞানহীন, অভাজনদীন, স্বগুণে র রেক কৃপানেত্রে হের
তুমি দয়াময়ী ত্রিগুণধারিণী, ত্রিলোকবাসীর জ্ঞানপ্রদায়িনী,
আদি মা প্রকৃতি বেদপ্রসবিনী বাকশক্তিরূপিনী তুমি সকলের।
ষড়রাগ ষড়বিংশতি রাগিনী, তব আজ্ঞাধীন জানি মা জননী,
(জিনি) শ্বেত শতদল নির্ম্মলবরণী, ভ্রান্তি বিনাশিনী ভ্রান্তি কর দূর
তুমি গো মা যার হৃদয়েতে উর, অজ্ঞান তিমির দূরে যায় তার,
রবির উদয়ে যেন অন্ধকার, যায় পলাইয়া দূরেতে সত্বর।
তোমার মহিমা করিব কীর্ত্তন, কর মা সাহায্য এই নিবেদন
তব কৃপা ভিন্ন কভু কোন জন, হইতে না পারে যশের মন্দির

(কর্ম্মের প্রবেশ)

কর্ম্ম। জগৎ আরাধ্য আমি কর্ম্ম নাম ধরি,
ব্রহ্মাণ্ডেতে ভাগ্য দান করি সকলেরে
আত্মপর নাহি মোর, যে যে রূপে ভজে
মোরে সে সেরূপে ভুঞ্জে সুখ দুঃখ; পক্ষপাতী
নাহি করি আমি আমার সাহায্য গুণে—
বিবিধ বিধানে, সৃজন করেন ধাতা না পান
আয়াস, পালন করেন বিষ্ণু বিশ্ব চরাচর
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ করি জরা ব্যাধি জয়,
লভিয়াছে অমরত্ব প্রতাপে আমার
বলি আদি দৈত্যগণ, ইন্দ্রত্ব লভিয়াছিল—

জিনি দেবগণে তারক, ত্রিপুর, ময়
ইত্যাদি দানবে, ত্রিভুবনে একছত্র আধিপত্য
দিয়াছিনু আমি। নিকষানন্দন করি
আমারে আশ্রয় হয়েছিল লঙ্কা অধিপতি।
করি জয় এ তিন ভুবন হয়েছিল অমর
বিশেষ পরমা প্রকৃতি আদ্যা উগ্রচণ্ডা
রূপে, অহর্নিশি থাকি ধরি রক্ষিত—
নগরদ্বার। পূর্ণশশী হইত উদিত সেথ
প্রতি রজনীতে; বহিত সতত মৃদু মলয়
পবন মম বলে রাবণ হয়েছিল রক্ষকুল
শিরোমণি; সুরেন্দ্র স্বকরে মালা গাঁথিত
তাহার, অচলা কমলা ছিলা। সেই
নৈকষেয়, পুষ্পক বাহনে সদা করিত গমন।
তাহার ঐশ্বর্য্য ভোগ কে পারে বর্ণিতে
কিন্তু তবু নাহি বুঝে জ্ঞানান্ধ মানব,
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাহি করি নির্ব্বাচন,
অকর্ত্তব্যে রত সবে, ভোগে ব গৌরবে।
যাই জানাই সকলে, জ্ঞানালোক করি
প্রজ্বলিত, অন্তর হইতে ঘুচাইব মানবের
মোহ অন্ধকার কেবা হয় ভাগ্য মম, কি
সম্ভব হয় মোর ভাগ্যের সহিতে?
জানাই সকলে, এ মরতভূমে দেখাইয়ে
দিই পুনঃ আমার প্রতাপ

[প্রস্থান।

(ভাগ্যের প্রবেশ)।

ভাগ্য লোকে যে প্রাক্তন, অদৃষ্ট, কপাল, নিয়তি, বিধিলিপি, ব্যাসের কলম প্রভৃতি ব'লে থাকে, তৎসমুদয়ই আমি। তবে প্রকৃত পক্ষে সরল কথায় আমার নাম ভাগ্য মা মহামায়ার কৃপায় আমি বিবিধরূপ ধারণ করি কখন স্ত্রী, কখন পুরুষ, কখন বালক, কখন বালিকা আমিই রোগ, আমিই আরোগ্য, আমিই ঔষধ, আমিই বৈদ্য, আমিই বিপদ এবং আমিই সকলের সম্পদ স্বরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই আমার অধিকার। আমিই সকলের দৈব স্বরূপ, ত্রিভুবনে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেউ নাই কারণ ব্রহ্মা অবধি কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেই আমার চক্রে ঘূর্ণায়মান। আমিই সকলের কর্ত্তা, আমি যার ললাটে যেরূপ লেখা থাকি, তার তাই ভোগ হ'য়ে থাকে, কিছুতেই তার অন্যথা হয় না। আমি যার প্রতি যখন সানুকূল থাকি, ব্রহ্মাণ্ড বিমুখ থাক্‌লেও তার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না, দিন দিন ইষ্টই হ'য়ে থাকে সে সামান্য চেষ্টায় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে, বিবিধ বিষয় সম্ভোগ দ্বারা সুখ শান্তি লাভ করে আবার যার প্রতি আমি প্রতিকূল থাকি, কিছুতেই সে সুখ শান্তি পায় না, দিবানিশি অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, পদে পদে তাদের বিপদই সংঘটিত হয়ে থাকে, তাদের শান্তির আকর বিদ্যমান থাকা সত্বেও স্বচ্ছন্দে তাহা ভোগ কর্‌তে পারে না। যাক, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান যখন আমার অধীন তখন এ কথা কাকে ব'লে ধন্য হব তবে চিরদিন আমার অখ্যাতি ভিন্ন সুখ্যাতি হয় না যাদের প্রতি আমি প্রতিকূল থাকি, তারা নয়

আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারে, কেন না আমার প্রতিকূলতার জন্যই তারা যন্ত্রণা ভোগ করে, কিন্তু যাদের প্রতি আমি সানুকূল থাকি, তারাও ও আমার নাম উল্লেখ করে না ? আমার অনুকূলতার জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েও কর্ম্মশ্রেষ্ঠ বলে কর্ম্মের প্রশংসা করে ; আমার বোধ হয় কর্ম্মের জন্যই আমি জগতে একজন নগণ্য হ'য়ে পড়লেম কর্ম্মই আমার সুখ্যাতি পথের কণ্টক-স্বরূপ। কর্ম্ম না থাক্‌লে নিশ্চয় আমার সুখ্যাতি হতো ; সুখ্যাতির জন্য যখন অনেকেই প্রাণপণ করে থাকে, তখন আমি, একবার চেষ্টা করে দেখি ; ত্রিভুবন মধ্যে আজ কর্ম্মই থাক্‌বে, নয় আমিই থাকবো ; যাই তার অনুসন্ধান করি।

[প্রস্থানোদ্যত]

(কর্ম্মের প্রবেশ)

কর্ম্ম কোথায় কার অনুসন্ধানে যেতে চাচ্ছ, ভাগ্য !

ভাগ্য। এস এস কর্ম্ম, তোমারই উদ্দেশ্যে যেতে চেয়েছিনু ;
তব সনে মম আছে প্রয়োজন, কহ
শুনি সত্যভাবে দেব কি মানব, সব
অনুকূলে ভুঞ্জে সুখ, তবে কেন
উপেক্ষি আমারে, কর্ম্মশ্রেষ্ঠ ব'লে
প্রশংসে তোমায় কি কি গুণে শ্রেষ্ঠ হও তুমি আমা হ'তে ?

কর্ম্ম উচিত যে কথা, কেন না কহিবে সবে ?
শত শতগুণে শ্রেষ্ঠ আমি তোমা হ'তে ;
তুমি স্বশক্তিতে না পার করিতে কিছু,

মোর বলে হও বলবান। মোর
মুখাপেক্ষি হয়ে থ'ক নিরন্তর, এই
হেতু শ্রেষ্ঠ মোরে কয় সকলেতে

ভাগ্য কি? কি কহিলে কর্ম্ম! কি কহিলে
নির্লজ্জের মত? তব শক্তি লয়ে আমি
কবে থাকি শক্তির বিকাশ? এস, দেখি
কত শক্তি তব, আজি পরীক্ষা করিয়া।

(কাঁপিতে কাঁপিতে কটিদেশে উত্তরীয় বন্ধন)

কর্ম্ম। একি! একি ভাগ্য, হীনমতি মানবের
ন্যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে কেন ক্রোধান্বিত আজি?
নিতান্ত কি ছন্নমতি হ'য়েছে তোমার?
নাহি চেন মোরে, কেবা হই আমি তব,
আত্মবিচ্ছেদ কেন চাহ ঘটাতে ইচ্ছায়,
তুমি মম আত্মজ স্বরূপ

ভাগ্য। সাবধানে কথা কও কর্ম্ম নহি
হীনবীর্য্য আমি, বারবার বাক্যবাণ
কে পারে সহিতে? যায় যাবে, প্রাণ মানের
নিকটে প্রাণ, কোন্ তুচ্ছ হয়

(কর্ম্মের হস্তস্থিত লাঠী লইয়া প্রহার উদ্যত)

(ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ)

নারা তিষ্ঠ! তিষ্ঠ ভাগ্য, সম্বর আক্রোশ;
পরিহর দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বযুদ্ধে কিবা প্রয়োজন?
দ্বন্দ্ব করে যেই জন মূঢ় বলি তারে

যদি ঘ'টে থাকে বিশিষ্ট কারণ, বিচার
প্রার্থনা কর মধ্যস্থ মানিয়া, অবশ্য হবে
দোঁহার সংশয় মোচন বিচারেতে
জিনে যেই ধন্য বলি তারে

ভাগ্য। (সচকিতে বালকের প্রতি)
কে তুমি বালক, কোথাকারে করিছ
গমন ?

নারা। আমি হই ঋষির কুমার,
গুরুগৃহে যাইতেছি অধ্যয়ন হেতু।
দ্বন্দ্ব শুনি দোঁহাকার, আইলাম হেথা

কর্ম্ম। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য। এ হেন
নবীন বালকে এতদুর প্রবীণতা সম্ভবে
কি কভু ? মোর মনে লয়, ত্রিলোকপালক,
ধরি বালকের বেশ, আবির্ভাব হয়েছেন
মোদের সাক্ষাতে, দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু তিনি
ভিন্ন এত দয়া কাহার সম্ভবে কিঙ্করের
অপরাধ ক্ষম দয়াময়। (ভাগ্যের প্রতি)
ভাগ্য। শুনিলে ত বাক্য বালকের।
নির্ব্বাচন কর হ মধ্যস্থ, কেবা শ্রেষ্ঠ কে
নিকৃষ্ট জানিবে যত্তপি।

ভাগ্য। *রমাপতি বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর একমাত্র
সুবিচারপতি, চল তবে তাঁহার সমীপে
শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে।

কর্ম্ম। যেতে কেন হবে শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে,
সর্ব্বময় তিনি, সর্ব্বত্রেতে বিদ্যমান আছেন
সতত, মূঢ়জন না পায় দেখিতে
ব্রহ্মাণ্ডেতে যাহা কিছু হয় দরশন
একমাত্র তাঁহার বিভূতি, কেবল স্বরূপ
বিভিন্ন অনিল, অনল, আর ব্যোম
ক্ষিতি জল, রবি শশী আদি কবি,
গ্রহ তারা মালা, প্রধান বিভূতি তাঁর ;
মানবাদি জীব কলেবরে, পরমাত্মারূপে
বাস করেন সতত। এস, দোঁহে একত্র
হইয়া ডাকি তাঁরে সাধিষ্ঠান হেতু

নারা। আমার বিশ্বাস, বৈকুণ্ঠবিহারী রমানাথ, তোমাদের বিচারের ভার গ্রহণ করবেন না ; কেন না, তাঁর নিকটে উত্তম অধম বা শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট এক, সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি। অতএব তোমরা তাঁহার প্রধান বিভূতি, মহাত্মা কালের নিকটে বিচার প্রার্থনা কর। তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বশক্তিমান এবং বহুদর্শী, প্রাচীন ও সুবিজ্ঞ, তাঁর নিকটেও স্বার্থপরতা নাই, তিনি কখন পক্ষপাত করেন না।

(অন্তর্ধান)

কর্ম্ম। বালক এবং বৃদ্ধের বাক্য রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ভাগ্য, তোমার কি অভিপ্রায় ?

ভাগ্য বালকের বাক্যে আমারও অমত নাই। এস, ডাকি তবে কাল মহাত্মানে

কর্ম্ম। (জানু পাতিয়া)

জয় মহাকাল জয় করাল বদন।
অনাদি অনন্ত দেব দেব ত্রিলোচন
মৃত্যুঞ্জয় শক্তিপতি বিশ্বের ঈশ্বর।
ঘোর কলেবর পরিধান দিগম্বর।
স্বগুণে সদয় হয়ে সাধিষ্ঠান হও
কৃপা করি দূর কর মোদের সংশয়।

ভাগ্য। (জানু পাতিয়া)

জয় জয় মহাকাল, স্থিতি তব সর্ব্বকাল, গতি তব সর্ব্ব চরাচরে,
সব তত্ত্ব আছ জ্ঞাত, কিবা আছে অবিদিত, দেখিতেছ নয়ন গোচরে।
কৃপা করি দেখা দেহ, মিটাও মোদের সন্দেহ এ মিনতি করি গো তোমারে,
আমি ভাগ্য উনি কর্ম্ম, উভয়ের জান মর্ম্ম, কেবা শ্রেষ্ঠ তোমার বিচারে

(কালের আবির্ভাব)

কর্ম্ম ও ভাগ্য উভয়ে

প্রণমি তোমারে প্রভো চিদানন্দময় প্রণমি মোরা তোমার চরণে,
কহ কহ প্রভু কৃপা করি, মোদের মধ্যে কেবা শ্রেষ্ঠ হতে পারে

কাল। একি! ব্যাপার খানা কি কর্ম্ম! হয়েছে কি? তোমাদের দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বলবার উদ্দেশ্য কি? ভেঙ্গে বল।

কর্ম্ম। প্রভো! আপনার কি অগোচর যে, তাই আমাকে ব্যক্ত করে জানাতে হবে। তবে যদি আমাদের মুখেই প্রকাশ করা আপনার একান্ত আবশ্যক হয়, ভাগ্যের প্রমুখাৎ শ্রবণ করুন।

কাল। ভাগ্য, তোমার কি বক্তব্য আছে প্রকাশ কর।

ভাগ্য। বল্‌বো কি প্রভো! কর্ম্ম আমার সঙ্গে সর্ব্বদা মুখে বিদ্রূপ

করে; আর আমার প্রসন্নতার জন্য যাদের সুখ হয়, অমনি তাদের কাছে গিয়ে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ব'লে আত্ম প্রশংসা করায় কিন্তু হাঁ প্রভো আমি যাদের প্রতি প্রতিকূল থাকি, তারা কি কর্ম্ম করেনা? নিরন্তর খেটে খেটে সারা হয়, তবু ক্ষণকালের জন্যও সুখ পায় না যে, অতএব প্রভো! আমি কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হব না কেন?

কাল ওঃ, ব্যবহার দোষ এই দোষ ক্রমে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হলো। তবে দুঃখের মধ্যে এই যে, ব্যবহারের দোষে সকলে যন্ত্রনা পাচ্ছে, আর আমাদের উপরে দোষারোপ কচ্ছে। কখন আমাকে, কখন চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গণকে, আর কখনও বা কামাদি রিপুগণের প্রতিও অনেকে দোষারোপ করে; কিন্তু আমি যদি সকলের নিগ্রহ ভোগের কারণ হতাম, কালের দোষেই যদি সকলে নিগ্রহ ভোগ করতো তাহ'লে শীত গ্রীষ্ম কালের ন্যায় এক সঙ্গে সকলে সমান নিগ্রহভোগ করেনা কেন? ভোগী রোগী পুত্রবান, পুত্রহীন, ধনী দরিদ্র, বিদ্বান, মুর্খ, আয়ুষ্মান, আয়ুহীন, বাচাল, মূক ইত্যাদি এককালে অনেকের বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হবার কারন কি? প্রকৃত পক্ষে, আমি কোন কালেই সকল সময়ে দোষী থাকি না। কেবল বিদুর বাক্য মহাত্মেই কার্য্য বিশেষে কোন কোন সময়ে দোষী; তাত আমাতে চিরকালই নিহিত আছে। আর চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় এবং কামাদি রিপুগণকেই বা কেমনে দোষী বলা যাবে? তবে ব্যবহার করতে না জান্লেত অমৃতেও গরল হয়। নতুবা করুণাময় ঈশ্বর যখন যাবতীয় সৎকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ ধর্ম্ম অর্থ কামও মোক্ষ এই চতর্ব্বর্গ ফলই নির্দ্দিষ্ট করেছেন এবং সুরাসুরও

ঐ চতুর্ব্বর্গ ফল কামনা করেন; আর ঐ চতুর্ব্বর্গ ফল মধ্যে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ফল, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় ও কামাদি রিপুগণের সাহায্যেই আত্মার ভোগ হয়, তখন চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় ও কামাদি রিপুগণেও দোষী বলা চলে না। পণ্ডিতগণ বলেন, অবিনাশী পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত দেহে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর হস্ত পদ পায়ু উপস্থ ও বাক্য এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ এই পঞ্চবিধ বিষয় এবং উৎসর্গ আনন্দ আদান গমন ও আলাপন এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম। রূপ রসাদি বিষয় চক্ষু আদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহক, আর পঞ্চবিধ কর্ম্ম পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া; তা ছাড়া জ্ঞান এবং কর্ম্ম এই উভয় গুণান্বিত আর একটী শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে তাহার নাম মন। মন উভয় গুণান্বিত, সুতরাং দেহ রাজ্যের রাজা-স্বরূপ। এই ষড়বিংশ তত্ত্ব বিশিষ্ট দেহই শ্রেষ্ঠ দেহ। এই দেহ মধ্যেই কাম ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ষড়রিপু বিদ্যমান আছে। কর্ম্ম ব্যতীত জীবের জীবন রক্ষা এবং কর্ত্তব্য রক্ষা হয় না। আবার কর্ম্মের দ্বারা স্বার্থ ও পরমার্থ লাভ হয়। এই ষড়রিপুগণ দেহ রাজ্যের মন রাজাকে কার্য্য সাধনে সচেষ্ট রাখে, ও সাহায্য করে। কাম অর্থাৎ কামনা সিদ্ধির অভিপ্রায়ে সকলে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; ক্রোধী কার্য্য রক্ষা করে, লোভ, কার্য্যের লালসা, মোহ, কার্য্যের মমতা জন্মাইয়া থাকে। মদ, দ্বারা কার্য্যের গৌরব জন্মাইয়া থাকে, এবং মাৎসর্য্য, অন্যের কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে কার্য্য সাধনে মন্ত্রনা দেয়। হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়-গণ কার্য্য সুসম্পন্ন করে। চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে

চিত্ত রূপ রসাদি বিষয় গ্রহণ ও জ্ঞানলাভ করে পরিতৃপ্ত হয়। এই ত চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় এবং কামাদি রিপুগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম তবে কামাদি রিপুগণ, বিবেক মন্ত্রী বিহীন মনকে শান্তিলাভ কর্‌তে দেয় না, মোক্ষপথে বিঘ্ন ঘটায়, তাই রিপু নামে অভিহিত হয় যাক, এখন এই যে কর্ম্ম এবং ভাগ্য পরস্পরই পরস্পরের শ্রেষ্ঠ ধারণা করেছে, একি অদ্ভুত ব্যাপার নয়? ত্রিসংসারে শ্রেষ্ঠ বল্‌তে একমাত্র ভগবৎ বাক্য ব বেদের বিধান, সরল কথায় যার নাম নিয়ম, সেই নিয়মই শ্রেষ্ঠ নিয়ম ভিন্ন সংসারে শ্রেষ্ঠ বল্‌তে আর কিছুই নাই। অন্য পরে কা কথা, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরও সেই নিয়ম সূত্রে বাঁধা, একমাত্র নিয়মের সাহায্যেই যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। কর্ম্ম যে অতুল ঐশ্বর্য্য দান করে এবং ভাগ্যই যে সবের ছুল্ল' ভোগ করায়, তাকি তাদের নিজের শক্তিতে? তা নয় করুণাময় ঈশ্বরের নিয়মের সাহায্যে। করুণাময় ঈশ্বর নিয়ম করে দিয়েছেন যে, সৌভাগ্যের সহিত কর্ম্ম যোগযুক্ত থাকলে বর্ত্তমানে আয়ুরারোগ্য, বিত্ত যশ, বংশবৃদ্ধি, শরীর সম্ভোগ ইত্যাদি কামনা সিদ্ধি হয়, আর কারণ শ্রদ্ধা, নিয়ম ও আয়ায অর্থাৎ সময় সাপেক্ষ কর্ম্মের সাহায্যে ভাবী জীবনে ঐ সকল লাভের সম্ভাবনা থাকে। তবে কর্ম্ম ভাগ্যের কারণ স্বরূপ এবং ভাগ্য, ভোগের কারণ স্বরূপ, এ কথা নিশ্চয় কিন্তু তথাপি এ কথা এদের নিকটে প্রকাশ করা হবে না; কৌশল করে বিদায় করি

কর্ম্ম। প্রভো! নীরবে রইলেন যে, কৃপানেত্রপাত কি হবে না? এই পদানত ভৃত্যের বক্তব্যের মীমাংসা ক'রে কি দেবেন না?

কাল — কৈ না, নীরবে থাকবো কেন? তোমাদের উভয়ের মধ্যে কাহার প্রাধান্য হতে পারে, মনে মনে তাই সমালোচনা ক'রে দেখ্‌ছিলাম আচ্ছা দেখি তোমাদের মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে অবশ্য একজনই শ্রেষ্ঠ হবে, কিন্তু এই কথাটা কেবল আমার মুখেই শুন্‌তে চাও, না জগতে সকলকেই জানাতে চাও!

কর্ম্ম — প্রভো আপনার কি অবিদিত আছে যে, তাই আমাকে প্রকাশ ক'রে জানাতে হবে, ত্রিভুবন মধ্যে যখন আপনার কিছুই অবিদিত নাই, তখন কি এই, কর্ম্মের মনোগত ভাব জান্‌তে পারেন নি? অবশ্যই পেরেছেন তবে কেবল ছলনা কর্‌ছেন মাত্র। আর ছলনা কেন প্রভো! আমাদের উদ্দেশ্য তাই, সকলের নিকট যোগ্যতা প্রকাশ করা আমাদের উভয়ের যোগ্যতা এবং ভাগ্য এবং ভোগের সহিত আমার যে কি সম্বন্ধ তা যেন সকলে জান্‌তে পারে যারা আমাদিগের যোগ্যতা এবং আমার সহিত ভাগ্য এবং ভোগের সম্বন্ধ জান্‌তে পারবে, তারা স্ব স্ব পরিণামও জান্‌তে পারবে; অনেকের মৌখিক ও আন্তরিক ভিন্ন ভাব বিদূরিত হবে, কিন্তু প্রভো! আমি এ বিষয়ে সকলকে জানাবার কৌশল ভেবে পাচ্ছিনে আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, কৃপা ক'রে সেই কৌশল আমায় ব'লে দিন।

কাল — সুখী হলেম কর্ম্ম! তোমার মুখে জগতের হিত কামনার কল্পন শ্রবণ ক'রে সুখী হলেম আরও একটা তোমার মহত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে; যখন তুমি হিতাহিত, মানাভিমান, লাভ লোকসান, সমান জ্ঞান ক'রে পরহিত ব্রতে ব্রতী হয়ে নিজেই নিজের যোগ্যতা পরীক্ষা দানে কৃত সঙ্কল্পিত

হয়েছ, তখন আর এর চেয়ে মহত্ত্বের পরিচয় কি হ'তে পারে সাধু, সাধু, মহাত্মন. আমি তোমার যোগ্যতা পরীক্ষার কৌশল স্থির ক'রে দিচ্ছি, একমনে শ্রবণ কর।

গীত

শুন কর্ম্ম মহাশয়
যদি তুমি গো তোর দিতে চাও হে পরিচয়
শ্রীকাশী অঞ্চলের রাজ, বলে বীর্য্যে মহা তেজ,
অম্বা নাম তার অঙ্গজা, তার কর্ম্মে যোগ দিতে হয়
তারই কর্ম্মে যোগ দিয়ে, দাও দেখি হে পরিচয়।

বুঝতে পেরেছ কর্ম্ম। তুমি কাশীরাজ-কন্যা অম্বার প্রতি যোগ দাও তার পরিণামের ফলই তোমার যোগ্যতা পরীক্ষার ফল। অম্বার পরিণামের সঙ্গে সঙ্গেই তোমারও যোগ্যতার ফল প্রকাশ পাবে দেখে শুনে অনেকেই জ্ঞানলাভ করতে পারবে। যাও আর কালবিলম্ব করো না আমিও শীঘ্র সেখানে গমন করবো কাশীরাজের কন্যা তিনটীরই স্বয়ম্বর কাল সমাগত প্রায়

কর্ম্ম যে আজ্ঞে প্রভো। তবে আমি আসি

[কর্ম্মের প্রস্থান]

কাল এস, না, আমিও আর থাকতে পাচ্ছি না (ভাগ্যের প্রতি) ভাগ্য, তুমিও উপস্থিত স্বস্থানে প্রস্থান কর।

[কালের অন্তর্ধান]

ভাগ্য। একি, প্রভু মহাকালের চরণে আমিত কোন অপরাধ করি নাই তবে যে, তিনি আমায় বিশেষ ক'রে কোন কথা না বলেই অন্তর্ধান হলেন, এর কারণ কি? কেবলই কর্ম্মকেই

বল্লেন যে, 'কর্ম্ম, তুমি কাশীরাজ কন্যা অম্বার প্রতি যোগ দাও, তার পরিণামের সঙ্গে সঙ্গেই তোমারও যোগ্যতা প্রকাশ পাবে। অম্বার ইহ পরকালের ঘটনার বিষয় যারা যারা দেখ্‌বে, বা শুন্‌বে, তারা সকলেই কর্ম্মের ক্ষমতা জান্‌তে পার্‌বে।" তবে কি আমাকে কর্ম্মের নিকট পরাস্ত হতে হবে নাকি? দ্বন্দ্ব কোরে পরাস্ত স্বীকার করাও যে বড় লজ্জার বিষয়। যা হোক, এখন আমি করি কি? কোথায় যাই, কি করেই বা স্বীয় মান বজায় রাখি। (ক্ষণকাল চিন্তার পর) হুঁ, তাই করি, মহামায়া অম্বার চরণে নিবেদন করি। তাঁর কাজ তিনিই রক্ষা করবেন।

গীত

দেখা দাও মা কাতরে
ডাকি মা কাতরে, দাও মা দেখা মোরে, কিঙ্করের হও মা পক্ষে
কোথা মা জননী বিশ্ববিমোহিনী
ভয়ার্ত্ত সন্তানে চাও মা চক্ষে,
(তব) কে আছে আমার, ভবমে তোমার
(কেবল) তব গুণ গাথা গাহি মা শৈশবে।
(একদিন) ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈব ঘটনাতে
কর্ম্মেরে দেখি কটাক্ষে,
(অমনি) বেধে যায় দ্বন্দ্ব, জিৎ হতে নারি
নিবেদিয়ে দিনু কাশীশ্বর সমক্ষে
প্রভু মহাকাল, শুনিয়ে সকল, আমারে করি উপেক্ষা,
(দিলেন) কর্ম্মেরে মন্ত্রণা, তাহে গেল জানা,
যেন আছেন তিনি কর্ম্মের সাপক্ষে

(আমি) তোমারি সৃজিত, তোমারি রক্ষিত,
(মোরে) সদা রাখ চক্ষে চক্ষে,
(তাই, কাতরেতে বলি, হয়ে কৃতাঞ্জলি,
দাও পদধূলি, করি মা ভিক্ষে

মা ত্রিগুণ ধারিণী, ত্রিনয়নী, হরবাণী। দেখা দাও মা তুমি যে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সদা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছ, তবে সন্তানের প্রতি স্বরূপে দেখা দিতে বিলম্ব কচ্ছ কেন? একবার স্বরূপেতে উদয় হয়ে এই ভয়কম্পিত ভাগ্যের চিত্তকে সুস্থ কর।

নেপথ্যে মাভৈঃ, মাভৈঃ, মাভৈঃ

ভাগ্য। জয় জয় মহামায়া, মোরে দিতে পদছায়,
বুঝি আবির্ভাব এবে দাসের দলে,
মার পদ পূজিবার, নাই কিছু উপচার,
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ আসন বসন
করুণা করি স্বগুণে, এসে বস মা হৃদপদ্মাসনে,
হৃদয় কপাট করি রেখেছি মোচন,
দাও মা পদধূলি মোরে, যত্নে রাখি শিরোপরে,
সার্থক হউক মোর জনম জীবন

মা, অভয়ে! এস মা! আর যে বিলম্ব সয় না মা। আমি যে বড় ভয় পেয়েছি মা। মাগো ভয় হারিণী ত্রিতাপ নাশিনী ত্রিনয়নী! কৃপা কর মা! কৃপা ক'রে এসে এ ভয়ার্ত্ত জনের ভয় অপনোদন কর

(মায়ার আবির্ভাব)

মায়া। কি ভয়, কি ভয় বৎস! ভয় কি কারণ!
এই মহামায়া অভয়া সহায় যার, তার ভয় কিবা ?

ভাগ্য মা, অভয়ে! ভয়ের কারণ শোন মা! কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কি আমি শ্রেষ্ঠ, জান্‌বার জন্য আমরা উভয়ে প্রভু মহাকালের নিকটে এসেছিলাম, প্রভু মহাকাল, আমাদের উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ ক'রে আমাকে কোন কথাই বল্লেন না, কেবল কর্ম্মকেই বল্লেন যে, কর্ম্ম, তুমি কাশীরাজ কন্যা অম্বার প্রতি যোগ দাও কিছুদিন পরে তোমাদের উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে তাহা তোমরা কেন, ত্রিভুবন মধ্যে সকলেই, জান্‌তে পার্‌বে। মা হররাণী! তাই আমার বড় ভয় হ'য়েছে মা! কি জানি মা! প্রভু মহাকালের কৃপায় কর্ম্ম যদি আমার গতি রোধ ক'রে ফেলে, তা হলে যে মহামায়া অভয়ার নামে কলঙ্ক রটনা হবে! তাই আমার বড় ভয় হ'য়েছে।

মায়া। বৎস! এটা তোমার ভুল ধারণা ত্রিভুবন মধ্যে এমন বলবান কে আছে যে, তোমার গতিরোধ কর্‌তে সক্ষম হবে? আচ্ছা, বৎস! ভেবে দেখ দেখি? সৃষ্টির প্রথম দিন অবধি আজ পর্য্যন্ত কেউ কি তোমার গতিরোধ কর্‌তে পেরেছে? তুমি যখন যাকে যা ভোগ করিয়েছ, তাকে তাই ভোগ কর্‌তে হ'য়েছে, কেউ তার অন্যথা কর্‌তে পারে না। অন্যের কথা দূরে থাক্, স্বয়ং ভগবানকেও তোমার বাধ্য হতে হয়। ত্রেতা যুগে অযোধ্যার রাজা দশরথের ঘরে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে ছিলেন, বোধ হয় সে কথা তোমার স্মরণ নাই। সেই সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীরামচন্দ্রকেও, তুমি কৈকেয়ীকে উপলক্ষ ক'রে রাজ্যাভিষেকের সময় বনে দিয়ে

চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস যন্ত্রণা ভোগ করিয়েছ আবার সেই রঘুকুল ধুরন্ধর শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় পত্নী জনকনন্দনী লক্ষ্মীরূপিনী সীতাদেবীকে যে পলকের জন্য নয়ন অন্তরাল করতেন না, সীতা নয়ন অন্তরাল হ'লে পলকে প্রলয় জ্ঞান করতেন, নয়ন অন্তরাল ভয়ে যিনি অন্তঃপুরবাসিনী সীতাদেবীকে সঙ্গে লয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করেছিলেন, কিছুদিন পরে সেই সীতাকে তুমি জন্মের মত নির্ব্বাসিতা ক'রেছিলে তা হ'লেই বুঝে দেখি বৎস! তোমার গতিরোধ করা সকলের সাধ্য কি অসাধ্য।

ভাগ্য হাঁ মা! তবে কি আমার কোন চিন্তা নাই!

মায়া। কোন চিন্তা নাই, বৎস! তোমার আবার চিন্তা কি? তুমি নিশ্চিন্ত কালাতিপাত কর তোমার ভোগ রক্ষায় যেখানে যা করতে হয় আমিই যখন তা অলক্ষ্যভাবে ক'রে থাকি, তখন এ স্থলেও তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই তবে আমি এখন আসি বৎস

ভাগ্য। মা অভয়ে! এ অকৃতি সন্তানের যদি নয়নান্তরাল হ'তে চান, তবে কৃপা ক'রে বলে যান, কতদিন পরে পুনরায় আপনার সাক্ষাৎলাভ করবো আবার কতদিন পরে পুনরায় আপনি আমার সম্মুখে উদয় হবেন? কতদিন পরে নয়ন ভরে আবার এই চরণযুগল দর্শন করবো! এবং মনের আবেগে বদনভরে মা মা ব'লে ডাকবো

মায়া। বৎস! সে কথা এখন নিশ্চয় ক'রে বলতে পাচ্ছিনা। তবে মহাকাল যখন কাশীরাজ কন্যা অম্বাকে দিয়েই তোমার ও কর্ম্মের যোগ্যতার তারতম্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তখন

বোধ হয়, অম্বার দেহান্তকাল মধ্যেই, পুনরায় আমার সাক্ষাৎ পাবে। উপস্থিত আমিও অলক্ষ্যভাবে কাশীরাজ কন্যা অম্বার নিকটেই গমন করবো, এবং সেইটি আমার কর্ত্তব্য। তুমি নিশ্চিন্তে থাক।

[মায়ার অন্তর্ধান

ভাগ্য জয় মাতা বিশ্বেশ্বরী।

[প্রস্থান

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কাশীধাম পুষ্পোদ্যান

(সখিগণ সহ গান করিতে করিতে অম্বা,
অম্বিকা ও অম্বালিকার প্রবেশ) ।

গীত

কিবা বসন্তে সুশোভা উপবন
বিধি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে করিছে সুবাস বিতরণ
নব নব লতা, নব নব পাতা, কিবা সে বাহার মনোরম,
মলয়ানিলে হেলে দুলে যেন করিছে মোদের আবাহন
ফুলের সৌরভে ম ত্তি অলিকুল গুন্ গুন্ রবে অনুক্ষণ,
(পশি) কুসুমে কুসুমে, ত্যজি পরিশ্রমে করিতেছে মধু আ হরণ
শিখী শাখে বসি কোকিল কে কিলা কুহু কুহু ডাকে সর্ব্বক্ষণ,
মদনে বিহ্বল হয়ে শিখিকুল, প্রিয়ামুখ সদা করে চুম্বন
চিরবিরহিণী, মোরা গো সজনী মনাগুণে সদা পুড়ে গো মন,
না পারি কহিতে, মরি মরমেতে দেখে যেমন বোবা স্বপন

অম্বালিকা। একি, একি সখি, একি বিড়ম্বনা,
হেরে উপবন শোভা ত্যজি, অকস্মাৎ কেন প্রাণ
হায় হইল চঞ্চল এ কি সময়ের দোষ ?
হায় সখি, এতদিন মনের আনন্দে ছিনু বালিকা
বয়সে, এবে কালসম আইল যৌবনকাল।
স্বামীহীনা অসহায়া জেনে, নিরন্তর পঞ্চশর
হানিছে অনঙ্গ, কে রক্ষিবে মোরে ?

৩য় সখি ভ্রমপূর্ণ বাণী কেন কহ রাজবালা !
বাল্যবৃদ্ধ আদি অন্ত মধ্য প্রৌঢ় যুব, সকল
সময়ে দোষ গুণ বিদ্যমান। দোষ গুণ ব্যতীত
কি আছয়ে সময় ? একা কেন যৌবনের
নিন্দ বিধুমুখী। তুল ফুল সযতনে, গাঁথ
চিকনিয়া পরাইতে অভাগারে তাঁহার প্রসাদে
সকল বিবাদে হয়ে থাকে পরিত্রাণ

অম্বিকা। সখি, পতিবিনা রমণীর শোভা নাহি হয়
নাহি থাকে সুখ শান্তি প্রাণে। চিরদিন এ উদ্যান
আছে ত সজনী, কিন্তু থাকে কিলো এত শোভা
ঋতুরাজ সমাগম বিনা ? হের সখি কি শোভা
ধরেছে আজি এই উপবন, পতিরূপ পেয়ে ঋতুরাজে
এইরূপ পতি ধনেধনী যারা আছেলো সজনী,
এ জগতে, তারা সবে ভাগ্যবতী, মোরা অভাগিনী।
হায় সখি ! কেন জন্মি মানবী হইয়া। হইলে
তীর্য্যকযোনী মনের আনন্দে ভ্রমিতাম যথা তথা
বঁধু সঙ্গে করি।

২য় সখি কেন কহ রাজবালা, অনুচিত বাণী!
মানব অপেক্ষা সুখী আছে কোন্ জীব!
দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যেন, জীবশ্রেষ্ঠ নর,
নরশ্রেষ্ঠ নরপাল, তুমি তাহার ঝিয়ারি,
কিসের অভাব তব. ধৈর্য্যধর, কিছুকাল
সেব ভবানীরে, অবশ্য পুরিবে আশা
তাঁহার কৃপায়

অম্বা সখি. কিবা শোভ, মনোলোভা বসন্তে উদ্যান. দেখ, কত ফুটেছে কুসুম নানাজাতি। ঐ দেখ, জাথি জুথি সেফালিকা মল্লিকা টগর ফুটিয়াছে নাগেশ্বর, চম্পক পারুল বেলা ও গন্ধরাজ জুঁই করিছে সুবাস দান, গোলাপ চামেলি মলয় অনিল সনে বাড়াইতে প্রেমরাগ ঐ দেখ, মধুকরগণ, ফুলের সৌরভে মাতি গুন্ গুন্ স্বরে কিবা ধরিয়াছে তান নিরন্তর ভ্রমিতেছে মধু পান করি, পশি কুসুমে কুসুমে, নাহি দেয় বাধা কেহ ঐ শোন, কুহু কুহু তানে, ডাকিছে কোকিল বিরহিনীর কানে যেন ঢালিছে অনল, থাকিয়া থাকিয় বল সই, পতিহীনা অবলা হইয়া কেমনে ধৈরয ধরি নবীন বয়সে. বিশেষতঃ পাপীয়ার তানে,, জর জর কলেবর হ'য়েছে আমার বঁধুয়া বিহনে হায়, সখি পতিহীনা রমণীর বৃথা সে জীবন দুঃখে দুঃখে সদা জীবন কাটায় মদন দহন, না যায় সহন মনের বেদন কি কব হায়? জনক মোদের মদেতে বিভোর রাজমদে মাতি

দিন কাটায় যৌবনা তনয়া না দেখে চাহিয়া
ক০০ন্দের দো০ষ কবলো কা০য়।

১ম সখী হে রাজকুমারি ত্যজ দুঃখ অন্তর হইতে
তুলিয়া বিবিধ ফুল মাখায়ে চন্দন, অর্পণ করহ
সদা অ০গার ০ায় তাঁহার প্রসাদে কেন না
হইবে তব পূর্ণ মনোরথ অবশ্য লভিবে
মনোমত পতিধনে

অম্বা সখি, যা কহিলে সত্য বলে মানি ; কিন্তু
সকলের ভাগ্যে অভী০ষ্ট ক্লপালাভ বড়ই কঠিন।
প০ষাণ তনয়া তিনি, নইলে এত আর
হয় কি লো তাঁর সেবিকার ? দেখ সখি, গত
কয়দিন করি নাই কবরী বন্ধন, নাহি করি অঙ্গরাগ
কোন, অনিদ্রায় অনাহারে কাঁদিতে কাঁদিতে দিন যায়।

১ম সখি। হে রাজবালিকে আর কেন তোল দুঃখের কাহিনী।
হইয়ে তরুণী, হায়, কেনা জানে বিরহের জ্বালা ?

অম্বা ইচ্ছায় কি তুলি সখি, দুঃখের কাহিনী ?
ফুল ধনু করে ধরি মীনধ্বজ রথি আকর্ণ আকর্ষি
গুণে, নিরন্তর পঞ্চশরে বিঁধিছে অ০মারে।
তাই তুলি সখি, দুঃখের কাহিনী

১ম সখী। চল, চল রাজবালা ফুল তুলে গৃহে যাই। চল, বেলা
অনেক হ'য়েছে।

(উপবনের প্রান্তভাগে শাল্বরাজের প্রবেশ)

শাল্ব। একি অপরূপ রূপরাশি! হেন রূপ এ

জীবনে হেরি নাই কভু শশী, শশী কাননে
উদয় আজি আঁধার নাশিতে আহা, মরি, মরি
যাই, হেরি গিয়ে আঁখি ভরি রূপের মাধুরী
(কিছুদূর অগ্রসর হইয়া)
দেবী কি মানবী, না পারি চিনিতে ছলিতে
আমায় পাঠাল কি কোন দেব স্বর্গের অপ্সরী?
যাইহোক থাকি কিছুকাল, কেবা হন করি
নিরূপণ

অম্বা। (পুষ্পচয়ন করতঃ ইতস্ততঃ চাহিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে)
হের সখি, চম্পকের মূলে নবীন যুবক
এক আছেন দাঁড়ায়ে চাহি আমাদের পানে
কিবা উত্তপ্ত কাঞ্চন সম কান্তি মনোহর হেরিয়া
জুড়ায় আঁখি

১ম সখি। আহা, মরি মরি! কিবা রূপের মাধুরী! উপবন
হতেছে উজ্জ্বল হেন মনে লয়, দ্বিতীয় আদিত্য
চম্পকের মূলে যেন হতেছে উদয় সুকুমারি!
হবে বুঝি আপনি মন্মথ; অন্বেষণ করিছেন
আপন কান্তারে উপবনে বনে মানবেতে হেন রূপ
না সম্ভবে কভু

অম্বা প্রিয় সখি হেরি ঐ পুরুষ রতনে, কেন
আজি আত্মহারা হইলাম আমি অনঙ্গ অনলে
ভস্মীভূত কলেবর হইল আমার। দুর দুর
কাঁপে হিয়া, অচল চরণ, বাক্য নাহি, স্ফুরে
মুখে জড়িত রসনা। যে যাতনা সই সই!

না পারি কহিতে। কে যেন আমারে সখি,
লয়ে যেতে চায় আকর্ষণ করি ঐ নাগর
সমীপে। আর জন অতি সঙ্গোপনে কহিতেছে
মোরে, হে রাজবালিকে, কুল মান লজ্জা ভয়ে
দিয়ে জলাঞ্জলি ভজগে উঁহারে যদি যুড়াইবে
জ্বালা আর জন কহিতেছে মোরে, তাঁরে
করিবারে চিরতরে আত্ম সমর্পন সখি। আঁখি
মোরে না মানে পলক, এক দৃষ্টে রয়েছে চাহিয়া
একি জ্বালা ঘটিল আমার; (কিছুক্ষণ মৌনে থাকিয়া)
সহচরি! ত্বরা করি যাও ঐ নাগর সমীপে
জেনে এস পরিচয় মধুর সম্ভাষে না কহিও
দুরক্ষর বাণী।

১ম সখি। (শাম্বের নিকটে গমন করিয়া) কে আপনি
মহাশয়। কোথায় নিবাস কি হেতু ব এ উদ্যানে
করেছ প্রবেশ এ উদ্যানে রাজার নন্দিনী করে
কুসুম চয়ন, পুরুষ কখন হেথা পশিতে না পায়

শাম্ব সুন্দরী! শোভদেশপতি আমি শাম্ব নাম
ধরি; এসেছিনু মৃগয়া করিতে; রজনীতে পথভ্রমে
বনে বনে ফিরি, দৈবযোগে উপস্থিত প্রভাতে
হেথায় যদি হয়ে থাকে অপরাধ, ক্ষমা কর
মোরে। জ্ঞাত নহি আমি আজ্ঞা দেহ যাই স্থানান্তরে

১ম সখি। যাবে কোথ মহাশয়. অপরাধী হয়ে। করিয়াছ
অপরাধ সঙ্গোপনে পশি এ উদ্যানে অসাধ্য তোমার
কিছু নাহিক জগতে; হয় অনুমান চোর শিরোমণি তুমি

ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ; দৈবযোগে পড়িয়াছ ধরা পাবে শাস্তি
সমুচিত, নাহি পরিত্রাণ চল নৃপবালা স্থানে,
তিনি দিলে মুক্তি যাবে চলি ; নয় বন্দী করি
চিরতরে রাখিবেন তিনি নিগড় বন্ধনে, যাহা ইচ্ছা তাঁর ।

শাল্ব লঘু পাপে গুরুদণ্ড কেন, সুবদনী .
কহ শুনি উদ্যানেশ্বরী হন কাহার তনয়া ;
তুমিই বা কে হও তাঁহার

১ম সখি । কাশীশ্বর বালা হন, উদ্যানেশ্বরী ;
আমি সহচরী তাঁর

শাল্ব । সুখী হনু, বিধুমুখী শুনি পরিচয়
আশাকার পাব অব্যাহতি

১ম সখি চল, মহাশয় বিলম্ব না সহে এস,
করে কড়ি দিয়া করিব বন্ধন, পরে নৃপসুতার
অনুমতি ক্রমে বেড়ি দিব পদে ।

শাল্ব । সহচরি কি সাহসে চাহ করে কড়ি দিতে
মোর [illegible] ত নহ ধনী, পুরুষে গড়িল বিধি
বলিষ্ঠ করি ; স্বভাবতঃ রমণী দুর্ব্বলা । তবে
চাহ যদি করিবারে অভীষ্ট পূরণ, আহ্বান করহ
তব প্রভু তনয়াবে তিনি এসে চাহেন যদ্যাপি
পরাইতে কড়ি, অবশ্য পরিব, বেড়ি লব পদে ইচ্ছায়
থাকিব আবদ্ধ হইয়া তাঁর সহচর হয়ে ।

১ম সখি কি কহিলে, মহাশয় কোন কার্য্য হেতু
আহ্বানিব তাঁরে ? কর আগে পরাজয় মোরে
পরে করিবে বড়াই করিতেছ বলের গৌরব,

কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, কৌশলের কাছে বল
কোন্ তুচ্ছ হয়। দেখ যন্ত্র বলে কত কার্য্য হয়
সুসাধন ? বলে কি করিতে পারে। যেতে হয়
চল, নয় হারাইবে জ্ঞান, করি তদি যন্ত্রের প্রয়োগ

শাল্ব কার্য্য নাহি ধনি যন্ত্র প্রয়োগেতে চল,
যাই তঁ হাব সমীপে।

১ম সখি এস, সুড় সুড়িয়ে পিছনে পিছনে চলে
এস (অম্বার নিকটে গিয়া) সুকুমারি। সৌভ
দেশেশ্বর এই পুরুষ প্রবর, এসেছেন মৃগয়া করিতে

অম্বা সখি। চোরের কথায় কোথা কে করে
প্রত্যয়

১ম সখি। পরীক্ষায় পরিচয় পেয়েছি, নিশ্চিত;
নাহিক সংশয়।

শাল্ব রাজকুমারী! তব সহচরি, বন্দি করি
আনিয়াছে মোরে, বিনা অপরাধে, কর সুবিচার
তার

অম্বা কি করিলে প্রিয় সখি। দূরে থেকে নয়ন কটাক্ষে
যে পারে করিতে সর্ব্বস্ব হরণ, তারে কেন আনিলে
নিকটে ? বুঝিলাম আজি হারাবে জীবন। যাও,
রাখ লয়ে কারাগারে রুদ্ধদ্বার করি, বন্দি সযতনে,
রেখো নিরন্তর যুগল প্রহরী। থেকো সাবধানে,
কোনরূপে চোর যেন পলাতে না পায়

১ম সখি। এস, এস মহাশয়! এস মোর সাথে।

(বলিতে বলিতে স্থানান্তরে গমন।

শাল্ব। চন্দ্রাননি. হেরি তব রূপের মাধুরী, নাহি
পারি নয়ন ফিরাতে, ভুলেছে নয়ন মন ওরূপ
নিরখি তৃষিত হয়েছে প্রাণ, বাড়িয়াছে আশা ;
কর অধরামৃত দানে আশ সম্পূর্ণ, এই ভিক্ষা
মাগি

(করে ধরিতে উদ্যত)

অম্বা (কিঞ্চিত পশ্চাৎপদ হইয়া) একি, একি রাজন্!
একি ব্যবহার. বিরলে পাইয়ে নারী ইচ্ছিলে
বরিতে? কি বলিবে লোকে, তব শুনিলে
এ বাণী! রুষ্ট হবে গুরুজন, কলঙ্ক রটিবে।
যাও, যাও ত্বরান্বিতে হেথা হতে, চিত্ত স্থির
করি। কিন্তু মনে রেখো ভুলোনা এ অনুরাগ
এই নিবেদন। কিছুদিন পরে সেবিব রাতুল
পদ সেবিকা হইয়া; সাক্ষী দিনমণি,
আর কি কহিবে দাসী।

শাল্ব একি ধনি! কমলিনী পাশে সুধা পান আশে
করিয়ে গমন, কমল কণ্টকে ছিন্ন হ'ল মর্ম্মস্থল!

অম্বা যাও, যাও রাজন্ হেথা হ'তে ত্বরিত গমনে
হইতেছে মম মনে ভয়ের উদয়

শাল্ব মনে রেখো' 'বিধুমুখি', ভুলো'ন' আমারে যাই
আমি মন বাঁধা দিয়ে তব কাছে

[শাল্বের প্রস্থান

অম্বা সখি, শুনেছিনু গুরুজন মুখে, লজ্জা হয়
রমণীর অঙ্গ আভরণ; তাই বিদাইনু প্রাণনাথে

যাও যাও করি। চলি গেলা প্রাণেশ্বর, লয়ে এ
অবলার প্রা° [redacted] ধানে। কাতরা অস্থির হইল
মোর তাঁহার বিহনে, ধৈরজ ধরিতে নারি কেমনে
যাইব গৃহে শূন্য দেহ লয়ে?

(কিছুক্ষণ মৌনে থাকিয়া)

হায় সখি! আর কিলো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া প্রাণে মিলাইয়ে দিবে বিধি
সে মনোচোরেরে?

১ম সখি। ধৈর্য্যধর রাজবালা! গৃহে যাই চল। কিছুদিন
পরে অবশ্য মিলাবে বিধি আছয়ে যুকতি

অম্বিকা। (অম্বার নিকটে আসিয়া) চল দিদি! গৃহে
ফিরি যাই ত্বরান্বিতে, অধিক হইল বেলা,
না নিবেন জগৎমাতা অসময়ে পূজা; না
পূজিলে সময়েতে

অম্বা। চল, যাই ভগি। (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া)
আয় অম্বালিকা!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশীরাজপুর—রাজসভা

রাজা, মন্ত্রী [redacted] বয়স্য।

রাজা। সচিব অভ্যাগত যোগী ঋষি মুনি তপস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অন্ধ খঞ্জ দীন দুঃখী অনাথ সকলের প্রত্যহ সন্তোষের সহিত সৎকার করা হয় তো সকলের ত সম্মান রক্ষা হয় একটু মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করে দেখ্‌বে; কোন বিষয়ের যেন অভাব না হয়, এবং কোনরূপ বিঘ্ন ব বিশৃঙ্খল না ঘটে। রাজা বা গৃহস্থের পক্ষে অতিথি সৎকারই প্রধান ধর্ম্ম গৃহাশ্রমীর পক্ষে অতিথি সৎকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, এবং গৃহাশ্রমীরই অতিথি সৎকার সম্ভবে। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, "গৃহাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মন্ত্রী রাজন্ আপনি অতিথি সৎকারে কল্পতরু হয়ে যখন অতিথি সৎকারের ভার আমাকে অর্পণ করেছেন, আর আপনার অভাব কিছুই নাই, এবং রাজা বা গৃহস্থের পক্ষে অতিথি সৎকার যে অবশ্য কর্ত্তব্য সে বিষয় আমিও জ্ঞাত আছি, তখন অতিথি সৎকারে বিঘ্ন বা বিশৃঙ্খলা ঘটবার কারণ কি? আমি প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে অপরাহ্নে নিয়মমত ঠিক সাতটার সময় অতিথিশালায় গমন করে থাকি এবং অভ্যাগত যোগী ঋষি মুনি তপস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি যাঁদের সম্মান হওয়া আবশ্যক, আমি স্বয়ং তাঁদের সেইরূপই সম্মানিত করে থাকি, এবং যতক্ষণ না

সকলের পান আহার সমাপন হয়, ততক্ষণ আমি সেইখানে কেবল দণ্ডায়মান থেকে সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করি, আপনার সে বিষয় কোন সংশয় নাই

বয়স্য (স্বগত) বেশ পর্য্যবেক্ষণ কচ্ছো বাবা। খুব পর্য্যবেক্ষণ কচ্ছো এরি নাম পর্য্যবেক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ কর আর নাই কর, অতিথি সৎকার হচ্ছে অতিথিসৎকার আর অতিথি-সৎকার আরে বাবা, শুধু অতিথি সৎকার হলেই হয় না। অতিথি সৎকারেরও কারণ আছে, এ গরীব ব্রাহ্মণের কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না, নতুবা দু-এক কথা বল্‌তাম আর মহারাজও সেইরূপ। শুধু এ মহারাজ কেন, প্রায় রাজা মাত্রেই এঁরা পূর্ব্বকর্ম্ম ফলে নরপাল হয়েছেন, কিন্তু নরপালের কর্ম্ম জানেন না নরপালগণ স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ ক'রে ন্যায়ানুসারে তার প্রতিবিধান করেন না কেবল মন্ত্রির চোখেই দর্শন আর মন্ত্রীর কথাই শ্রবণ করেন একমাত্র মন্ত্রির কথাই তাঁদের বিশ্বাস বাবা! মন্ত্রি হইলেই হয় না, মন্ত্রির মত মন্ত্রি হওয়া চাই জ্ঞানহীন মন্ত্রি যে শত্রু স্বরূপ। তারা রাজা ও প্রজার ইহ পরকাল নষ্ট করে। রাজমন্ত্রী বলি কাকে যাদের মন্ত্রণায় রাজা এবং প্রজা সাধারণের ইহ পরকালের ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল দিন দিন বর্দ্ধিত হ'তে থাকে, তার নাম বিচক্ষণ রাজমন্ত্রি। আর এ সকল কি রাজমন্ত্রির যোগ্য। এদের না আছে বুদ্ধিবল, না আছে বিদ্যাবল, থাক্‌বার মধ্যে আছে কেবল পেটমোটা। তাতো থাকবারই কথা। কারণ বিনা ফিকিরে ব'সে ব'সে যখন দেশ শুদ্ধ ধন লুটে পেটে পুরছেন, তখন এঁদের পেট মোটা হবে

না তো হবে কার? বাবা উচিত কথা বল্লে বন্ধু বিগড়ায়, তাইতে একটু ভয় করি, কেননা মন্ত্রীই হচ্ছেন রাজাদের কর্ত্তা; মন্ত্রির অনুগ্রহ ব্যতীত রাজার অনুগ্রহ হয় না। রাজার অনুগ্রহ লাভের জন্যই সকলকে মন্ত্রির চাটু কারী করতে হয়। বিশেষে রাজার আক্রোশে পরিত্রাণ আছে, কিন্তু মন্ত্রির আক্রোশে পরিত্রাণ নাই। যার প্রতি মন্ত্রি মহাশয়গণ প্রতিকূল হন, তার জন্মের মত রাজবাড়ীর আশাভরসা মিটে যায়, এমন কি সে রাজ্যে তার বাস করাও কঠিন হইয়া পড়ে। যাক্, তবে কি করি, কোন কথা বল্‌বো কি না? উচিত কথা না বলাও পাপ! যা থাকে কপালে এক কথা বলিই না কেন। (প্রকাশ্যে) বলি, মন্ত্রিমহাশয়! আপনি যেরূপ ভাবে অতিথিসৎকারের বাহ্বাড়ম্বর করছেন, এতে যে দেশশুদ্ধ লোকে মাটী হয়ে যাবে। একটু বিবেচনা ক'রে দেখবেন, সকল কার্য্যই সম্ভব অসম্ভব আছে। অতি অত্যন্ত গর্হিতম্।

মন্ত্রি বেশ বেশ বেশ। বয়স্য ঠাকুরকে যে আজ সরস্বতীর আস্ত বর পুত্রের মত অনুমান হচ্ছে। বলি ঠাকুর মশায়! আজ আপনি কোন ঘাটে চান করেছেন? মা সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল কি? বোধ হয় তাঁর নিকট বর পেয়েছেন। নতুবা হঠাৎ এতদূর সূক্ষ্মদর্শী হবেন কিরূপে? অতিথি সৎকারে দেশ শুদ্ধ মাটী হবে কি বলেন? হা—হা হা (স্বগতঃ) একি বয়স্য ঠাকুরের মনে মনে হঠাৎ আজ এরূপ ভাবের উদয় হ'ল কেন? একি জাতীয় স্বভাব। ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাব ত আমি বিশিষ্টরূপে অবগত আছি। ব্রাহ্মণ জাতিতে জ্ঞাতি এবং স্বজাতি

বাৎসল্য প্রায় নাই অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণ কেবল নিজের উদর পূরণেই ভাল বাসেন, জাতি এবং জ্ঞাতিগণের প্রতিপালন করা দূরে থাক্ পিতৃমাতৃ ভ্রাতৃগণের প্রতিপালন করা ব্যবহারও আধুনিক অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণের উঠে যাচ্ছে আরও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যদি কোনক্রমে কোন ব্রাহ্মণ রাজারাজড়ার প্রিয়-পাত্র হন, অমনি অন্যান্য ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব আত্মসাৎ কর্‌বার প্রার্থনা করেন আমার বোধ হয়, এই বয়স্য ঠাকুরেরও তাই হয়েছে। এই যে আমাদের রাজবাড়ীতে প্রতিদিন হাজার হাজার ব্রাহ্মণ খেতে পর্‌তে পাচ্ছেন, তাই দেখে এঁর সহ্য হচ্ছে না। অসহ্য হয়ে উঠেছে। মহারাজ বাহাদুরের স্নেহরূপ-মদ এই গোঁয়ার গোবিন্দের মাৎসর্য্য রিপুকে প্রবল ক'রেছে। যাই হ'ক, একবার ওঁর মুখেই ওর মনের ভাবটা প্রকাশ করাই না কেন? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুর মশায়! যদি অতিথি সৎকারে দেশশুদ্ধ মাটী হ'য়ে যাচ্ছে, তা হ'লে কি অতিথি সৎকারটা তুলে দেওয়া যাবে? আপনার কি অভিপ্রায় আজ্ঞা করুন, না হয় তাই করা যাবে। আপনার বাক্যই শিরোধার্য্য হবে।

বয়স্য (স্বগত) মন্ত্রী মহাশয় চটেছেন, একটু তোষামোদ ক'রতে হবে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা না। আমি ত তুলে দিতে বল্‌ছি না সবল দুর্ব্বল অতিথি নির্ব্বাচন ক'রে সৎকার ক'রতে বল্‌ছি। এই যে সবল দুর্ব্বল যে কোন ব্যক্তিই প্রতিদিন অতিথিশালায় আগমন ক'রে নিরাপদে ষড়রসপূর্ণ চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ খাদ্য পান

আহার এবং গণ্ডিবন্ধন ক'রছেন ; আবার সময়ে সময়ে বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা প্রভৃতিও পা'চ্ছেন, উপস্থিত তাঁদের খুব সুবিধা হ'চ্ছে, এবং মহারাজ বাহাদুরেরও যশঃ ধর্ম্ম অক্ষয় অব্যয় হ'য়ে র'য়েছে, কিন্তু বাবা . সবল অতিথিগণও তাঁদের বংশধরগণের পরিণাম অবস্থা যে অতি শোচনীয় হ'য়ে উঠ্‌ছে সে বিষয় ভেবে দেখ্‌ছেন কৈ ? উপস্থিত তারা সুমিষ্ট বস্তু পান আহারাদির সুযোগ বা সুবিধার প্রলোভনে প'ড়ে ভবিষ্যতের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, দাসত্ব প্রভৃতি যার যে পেষা আছে তাবা সকলেই পরিত্যাগ ক'রবে রাজবাড়ীতে ভুঁড়ি মেরে মেরে কৃষি বাণিজ্যাদি ত্যাগ ক'রে সকলে কু'ড়ে হবে ; এবং ক্রমে ক্রমে কু'ড়ে অতিথির দল পরিবর্দ্ধিত হবে এ দিকেতে দুর্ব্বল অতিথির সংখ্যাও কম নয় ! এই উভয়বিধ অতিথি একত্রিত হ'য়ে অতিথিময় হ'য়ে প'ড়বে তখন অতিথি সৎকারের ব্যয়ভার বহন করা দাতার পক্ষে গুরু-তর হ'য়ে দাঁড়াবে। কাজেই দাতা অতিথিসৎকারে পরাঙ্মুখ হবেন। দাতা অতিথিসৎকারে পরাঙ্মুখ হইলেই অতিথিগণের পান, আহার জুটবে না। সেই সময় সবল অতিথিগণ দস্যু তস্করের বৃত্তি অবলম্বন ক'রবে, আর দুর্ব্বল অতিথিগণ ক্ষুৎপিপাসায় জীবন বিসর্জ্জন ক'রবে। এই তো বাবা আপনার এই অনিয়মিত অতিথি সৎকারের পরিণাম ফল দাঁড়াবে এর পর যা ক'রতে হয় বাবা বুঝে কর আমি কিন্তু পাপপুণ্য কিছুতেই নাই

(দূরে শঙ্খ ঘণ্টা বাদন শ্রবণে রাজার প্রতি) মহারাজ ! আমি একবার ঠাকুরবাড়ী থেকে আসি।

[বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। যাহা হোক বয়স্য ঠাকুরটী মন্দ নয়, বাচালতা খুব আছে জানুন না জানুন সকল বিষয়ের আলোচনা করেন। এটীও একটী পুরুষের লক্ষণ। হঠাৎ আবার কি মনে ক'রে ঠাকুর বাড়ীতে গেলেন, বোধ হয় প্রসাদের অংশ নেবেন। তা তো জানাই আছে বামুন জেতের পাওনা নিয়েই কথা।

রাজা শুধু বাচালতা কেন মন্ত্রি! এঁর সকল বিষয় সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে এই যে অতিথিসৎকারের পরিণাম ফল ধারণা ক'রেছেন, এটা কি সহজ মাথার কাজ ?

মন্ত্রী। আঃ! এতে আর মাথামুণ্ডু কি আছে মহারাজ! এ ধারণার তাৎপর্য্য কি আছে ? এ তো কেবল কাঙ্গিলের কাঙ্গালামী করা ? আপনি তা কি বুঝতে পারেন নাই ? অবশ্যই বুঝেছেন। তাঁর অভিপ্রায় কৌশলে অতিথিসৎকার বন্ধ করা। স্পষ্টাক্ষরে বন্ধ করবার কথাটা ব'লতে পারছেন না কিন্তু তাঁর বাক্য কৌশলেই ত বুঝতে পারা যাচ্ছে। তিনি যখন বারম্বার ব'লছেন, দুর্ব্বল অতিথি নির্ব্বাচন ক'রে সৎকার করা কর্ত্তব্য তাহ'লেই বুঝুন্ দুর্ব্বল ব'লতে তো অনাথ, অন্ধ, খঞ্জ, জরাগ্রস্ত এবং বৃদ্ধগণই বুঝায়; যদি এই অনাথ অন্ধ, খঞ্জ, জরাগ্রস্ত এবং বৃদ্ধগণকেই সৎকার করা কর্ত্তব্য হয়, তা হ'লে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য সবল অতিথিগণকে তাড়িয়ে দিতে হয়। যদিও ব্রাহ্মণ ভিন্ন ইতর জাতির সবল

অতিথিগণকে তাড়িয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণকে কি ব'লে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে মহারাজ

রাজা কেন ; ব্রাহ্মণগণকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে কেন ? ব্রাহ্মণগণ কি সবল ? ব্রাহ্মণগণ তো সবল নন ব্রাহ্মণগণও যে দুর্ব্বল। মানবগণ তিনটী কারণে দুর্ব্বল হয় অর্থহীন হ'লে বা জরাব্যাধির জন্য শরীর জীর্ণ হ'লে কিম্বা বহুকালের পুরাতন বা প্রাচীন হ'লে, এই ত্রিবিধ দুর্ব্বল। কিন্তু এই ত্রিবিধ দুর্ব্বল মধ্যে পুরাতন জীব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল কেন না ব্রাহ্মণ শরীরে বহু পুরাতন জীব বিদ্যমান আছে এবং সেই জন্যই ব্রাহ্মণগণ সকলের মাননীয় পূজনীয়।

মন্ত্রী ব্রাহ্মণ শরীরেই বহু পুরাতন জীব বিদ্যমান আছে আপনি এমন তার কি প্রমাণ পেয়েছেন ?

রাজা। কেন, প্রমাণ পে'তে হবে কেন ? একদিন আমি প্রসঙ্গক্রমে দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে শুনেছি, জীব তীর্য্যক্‌যোনী পরিত্যাগের পর মনুষ্যত্বলাভ করে, এবং প্রথমে চণ্ডালযোনীতে উৎপন্ন হয়। সহস্র বৎসর চণ্ডালযোনিতে পরিভ্রমণের পর শূদ্রত্ব এবং ত্রিংশৎসহস্র বৎসর শূদ্রযোনিতে পরিভ্রমণের পর বৈশ্যত্ব লাভ করে বৈশ্যত্ব লাভের পর জীব [illegible] লক্ষ অশিতি বৎসর ঐ বৈশ্যকুলেই পরিভ্রমণ করে, পরে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয় ক্ষত্রিয়কুলে জীবের একশত অশিতিলক্ষ বৎসর গত হয়, পরে পতিত ব্রাহ্মণের কুল মিলে। সেই পতিত ব্রাহ্মণের কুলে জীব দ্বিশত ষোড়শ কোটী বৎসর গতায়াত করে, পরে অস্ত্র জীবি ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম হয়। চতুঃষষ্ঠী সহস্র অষ্ট শত কোটী বৎসর জীব ঐ অস্ত্র-

জীবী ব্রাহ্মণের কুলে পরিভ্রমণ করে পরে গায়ত্রীসেবি ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হয়। দুই শত উনষষ্ঠী লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটী বৎসর জীবের গায়ত্রীসেবি ব্রাহ্মণের কুলেই অতিবাহিত হয়, পরে শ্রোত্রিয়কুলে জন্ম হয়।

মন্ত্রী বটে তা হ'তে পারে। এ কথা কিন্তু সর্ব্বসাধারণবিদিত নয়।

রাজা। বিদিত নয় কেমন ক'রে? বিদিত না থাকলে সকলে ব্রাহ্মণের উপাসনা ক'রবে কেন? এই জন্যই তো সকলে ব্রাহ্মণের উপাসনা করে।

(বয়স্যের পুনঃপ্রবেশ)

বয়স্য। মহারাজ! এর পর সভাভঙ্গের অনুমতি হোক। কেন না আসল কাজে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী এমন কি আসল কাজ ঠাকুর?

বয়স্য। কেন উদরের তৃপ্তি সাধন।

মন্ত্রী। হাঃ হাঃ! বটে বটে! মহারাজ! বয়স্য ঠাকুরের আসল কাজ ফাঁকে পড়ে যাচ্ছে, উপস্থিত সভা ভঙ্গ করুন।

রাজা। আচ্ছ, তাই হ'ক

[সকলের প্রস্থান করিতে উদ্যত।

বয়স্য। (স্বগতঃ) শুধু বয়স্য ঠাকুরেরই আসল কাজ নয় বাবা! সকলেরই আসল কাজ বটে। যে যা করে উদরের জন্যই করে। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট '

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কাশীরাজ—অন্তঃপুর

(অম্বার সখী পদ্মাবতী ও রাণীর প্রবেশ)

রাণী। পদ্মা! একবার চণ্ডীমণ্ডপে দেখে আয় দেখি? বাছাদের আমার চণ্ডীপূজা সমাপন করা হ'য়েছে কি না? বেলা যে অধিক হলো। দিন দিন অধিক বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। বালিকা বয়সে প্রতিদিন কি এতক্ষণ ধ'রে উপবাসী থাকা উচিত?

পদ্মা রাণী মা! আমি এই দণ্ডেই মা মঙ্গলচণ্ডীর মণ্ডপ থেকেই আসছি দেখ্‌লাম সখিগণ আমার চীরাসনে সমাসীনা হ'য়ে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে যোগে নিমগ্ন আছেন। আমি ভয়ে তাঁদের কোন কথা বল্‌লাম না, এবং কোনরূপ শব্দ বা সঙ্কেত ক'রলাম না কেবল আস্তে আস্তে সরে এলাম

রাণী। হায়, পদ্মা. বাছারা আমার নবীনা বয়সে প্রবীণার ন্যায় যোগ সাধনে লিপ্তা হ'ল। এ সকল দেখে শুনে কি মা'র প্রাণে সহ্য হয়?

পদ্মা হাঁ রাণী মা! সখিদের কি বিয়ে দেবেন না?

রাণী। বিয়ে দেবনা কেন বাছা, বিয়ে দিতেই হবে? তবে প্রজাপতি উতালা না হ'লে বিয়ে হচ্ছে কি ক'রে। পিতা পুত্র কন্যার প্রজাপতি স্বরূপ। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত না মহারাজের ইচ্ছা হ'চ্ছে, ততদিন তো আর বিয়ে হচ্ছে না আমি কয়েকদিন ধ'রে মেয়েদের বিয়ের কথা মহারাজকে কৌশলে ব'লেছিলাম, কিন্তু মহারাজ সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। বাছাদের বিয়ে না হওয়ায় দিবানিশি আমি যে মনাগুণে দগ্ধ হচ্ছি।

পদ্মা। কেন মা! মহারাজ যদি কৌশলের কথা বুঝতে পারেন নি, কিম্বা রাজা ভোলা, সুতরাং ভুলে গিয়েছেন পুনর্ব্বার আপনি স্পষ্ট ক'রে বলুন না? উচিত কথা স্পষ্ট ক'রে বল্‌বার ক্ষতি কি আছে?

রাণী। অন্যের নিকট উচিত কথা স্পষ্ট ক'রে বল্‌বার যদিও ক্ষতি নাই বাছা, কিন্তু স্বামীর নিকট উচিত কথা স্পষ্ট বলায় ক্ষতি আছে কেন না, রমণিগণ যে অবলা। অবলা নামের কারণ কি? উচিত কথাও স্বামীর নিকট স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌তে পারে না ব'লে অবলা হ'য়েছে রমণিগণ যদি উচিৎ কথার জন্যও স্বামীর নিকট কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করে, তাতেও পাপ জন্মে এবং জনসমাজেও নিন্দনীয়া হয়।

পদ্মা। যাই হ'ক্ মা সখিদের [redacted] আজ আপনি আবার একবার মহারাজকে স্পষ্ট ক'রে বলুন। একটু পূর্ব্বেই সভাভঙ্গের নিশান পড়েছে সভাভঙ্গ হ'য়েছে বোধ হয় মহারাজ এলেন ব'লে।

রাণী। পদ্মা! তুই আবার মা মঙ্গলচণ্ডীর মণ্ডপে যা, সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক্ বাছাদের আমার যেমন ধ্যানভঙ্গ হবে, অমনি ভোজন-শালায় লয়ে আস্‌বি।

পদ্মা। (হাত যোড় করিয়া) যে আজ্ঞে মা! আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

রাণী। (স্বগতঃ) কি করি? মহারাজ তো অবিলম্বেই অন্তঃপুরে আস্‌বেন, এলেই তাঁকে মেয়েদের বিয়ের কথা নিবেদন ক'রব। কিন্তু ভক্তির সহিত নিবেদন করা উচিত না মৌখিক রূঢ়তার সহিত প্রকাশ করা উচিত? এরূপস্থলে রূঢ়ভাব প্রকাশ ক'রলে যেরূপ আশুফল পাওয়া যাবে, আমার বোধ হয় ভক্তিভাব

প্রকাশ ক'রলে সেরূপ আশুফল পাওয়া যাবে না কারণ বিনা ভয়ে প্রেম থাকে না, এবং প্রেম ব্যতীত আশুফল পাওয়া যায় না তাই ক'রব, কৌশলে রূঢ়ভাবই প্রকাশ ক'রব। তবে স্বামীর প্রতি কৌশলে রূঢ়তা প্রকাশ করাও মহাপাপ। পরিণামে পাপ পঙ্কে লিপ্ত হ'তে হবে। সাধ্য কি, কন্যা প্রসূতিদের কন্যার হিতের জন্য সকলই সম্ভবে। অহো কি যন্ত্রণা! কন্যা প্রসূতির কি যন্ত্রণা! কন্যা ভূমিষ্ঠা হবামাত্রই তার বিয়ের জন্য জননীর হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় চিন্তার আবির্ভাব হয়, ক্রমে বর্দ্ধিত হয়ে থাকে। যদি করুণাময়ের কৃপায় কন্যাগণ সুপাত্রে পড়ে এবং জামতার সোহাগিনী হয়, তা হ'লেই তো মঙ্গল, নতুবা কন্যা প্রসূতিকে জন্মের মত মনাগুণে দগ্ধ হ'তে হয়, উপায়ান্তর হয় নাই এখন আমার বাছাদের ভাগ্যে কি আছে তাই ভাবছি (ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া করযোড়ে) মা জগন্মাতা শৈলসুতা! পদাশ্রিতা বালিকাদের প্রতি একবার কৃপা-নেত্রে চাও। বাছাদের আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।

(সহসা এক পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। বাছি! অন্তঃপুরের দ্বারদেশে মহারাজ বাহাদুর উপস্থিত হ'য়েছেন, আপনার কি অনুমতি হয়।

রাণী। আস্‌তে বলগে।

পরি। (স্বগতঃ) একি অন্যান্য দিন, যে রাজমহিষী মহারাজের আগমন বার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই অগ্রসারি হ'য়ে আমাকে পশ্চাতে রেখে দ্রুতপদে দ্বারদেশে গিয়ে মহারাজের সহিত সম্মিলিতা হ'ন,

আজ তা না ক'রে বিষণ্ণ মনে ব'ল্লেন "আস্‌তে বলগে" এর কারণ কি? নিশ্চয় কোন কারণ সংঘটিত হ'য়েছে। যাই হ'ক্‌, রাজরাজড়ার বাড়ীর ভিতরের কারণ আমাদের জান্‌বার প্রয়োজন কি? আমাকে যেরূপ আদেশ কর্‌লেন তাই নিবেদন করিগে যাই

[প্রস্থান।

(রাণীর ধরাসনে উপবেশন ও মহারাজের প্রবেশ।)

রাজা। একি! মহিষী যে আজ অধঃবদনে বিষণ্ণ মনে ধরাসনে উপবেশন ক'রে? হ'য়েছে কি? (নিকটে গিয়া) প্রিয়ে! প্রাণাধিকে! কথা কও? কি হ'য়েছে বল? কবে না, কথা কবে না? যদি না বুঝে কোন অপরাধ ক'রে থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি, স্বগুণে সদয়া হ'য়ে ক্ষমা কর একবার হাসি মুখে কথা কও। তোমার হাসি মুখের কথা না শুনে, আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'চ্ছে। সরলে। সরলা হ'য়ে আর যন্ত্রণা দাও কেন?

রাণী। (দণ্ডায়মান হইয়া) সেকি রাজন্‌। ওকি কথা? আপ্‌নি যে ভূপাল? আপনার আবার কিসের যাতনা? নরলোকে যত প্রকার মদ আছে এই রাজ্যমদই সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর। আপনি সেই রাজ্যমদেই মত্ত, এবং নিরন্তর সেই রাজ্যমদেই [redacted] থেকে আপনার হৃদয়ও বজ্রাপেক্ষ কঠিন সে কঠিন হৃদয় কি রমণীর জন্য বিদীর্ণ হয় মহারাজ? হবে না এক-মাত্র আমারই হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়েছে ও হ'চ্ছে। অহো! বাছাদের আমার দশা দেখে আর কি জীবনধারণ কর্‌তে ইচ্ছা হয়? বাছারা আমার নবীনা বয়সে স্বামী সেবায় বঞ্চিতা

হ'য়ে নিরন্তর মা মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা ক'রছে হায়! এ দেখেও কি আমাকে জীবিত থাকতে হয়? (রোদন)

রাজা। প্রিয়ে! আর না, আর না! উপযুক্ত তিরস্কার হ'য়েছে। আমি অদ্যই সভাস্থলে গিয়ে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করতঃ অতি শীঘ্র কন্যাগণের বিবাহের দিন স্থির ক'রব তুমি উপস্থিত কক্ষ মধ্যে গমন কর। (কিয়দ্দূর গমন করিয়া) আচ্ছা প্রিয়ে আর একটি কথা ক'রে রাখি, কন্যাগণ ইচ্ছাবরী হ'বে—না পাত্র নির্ব্বাচন ক'রে বিয়ে দেওয়া যাবে?

রাণী। রাজেন্দ্র, আমার মতে পাত্র নির্ব্বাচন ক'রে বিয়ে দেওয়া অপেক্ষা কন্যাগণের ইচ্ছাবরী হওয়াই ভাল। কেন না পাত্র নির্ব্বাচন ক'রে বিয়ে দিলে কি জানি কন্যাগণের মনের মত হয় কি না? আর এক কথা, পাত্র নির্ব্বাচন ক'রতে অধিক সময়ের প্রয়োজন কি বলেন আর সময় ক্ষেপণ করা চলে না। শুভস্য শীঘ্রং

রাজা। আমারও ইচ্ছা তাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(রামধন ও কৃষ্ণধন নামক দুইজন ফলারে ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণধন। ঘরে আছ রামধন দাদা।

রামধন। (ঘরের ভিতর হইতে একটু আনন্দের সহিত) এস ভাই। এস ভাই। এস্ এস (ঘর হইতে বাহির হইয়া) বস ভাই, বস (উভয়ে উপবেশন। হাঁ ভাই। আজ কয়েক-দিন থেকে যে তোমাকে দেখি নাই, কোথায় উড়ে যেরে ছেলে ?

কৃষ্ণধন। (একটু দুঃখিত মনে) আর দাদা। ঐ বামপুরে গেছিল্‌ম।

রামধন। কেন ভাই ? কোন ফলার টলারের সংবাদ ছিল না কি ? তুই কিন্তু যোগাড়ই থাকিস্ ভাই, বেশ করিস্

কৃষ্ণধন। ফলারের সংবাদই ছিল দাদা। কিন্তু আমি ঠিক্ রাখ্‌তে পারি নাই, ফলারের পরদিন গিয়ে পৌঁছে ছিলাম।

রামধন। কিসের ফলার ছিল ? দাঁড় ভাই ? তোকে একবার তামাক খাইয়ে দি ; পরে শুন্‌বো (দণ্ডায়মান হইয়া) আজ আবার 'গুড়োক্ তামাক্ আমাদের একেবারই ফুরিয়ে গেছে কত টেক্‌বে ? তাই কা'ল সন্ধ্যা থেকে তোর ভাজ বউএর সঙ্গে আমার কত ঝগড়া। তোর ভাজ বউ বলে কি শুন্‌বি ? বলে ঘরে ব'সে থাক্‌লে কি আর ফলারের সংবাদ মিলে ? হাঁ ভাই। বিনা সংবাদে কোথা যাব বল্ ?

কৃষ্ণধন। আঃ—তা বই কি দাদা। বিনা সংবাদে ছুটে বেড়ালে মান থাকে না।

রামধন। আরও তাব বুদ্ধি শুনবি? বলে কি যদি ফলাব সংবাদ না থা—কে অন্য গ্রামে যাবার বা আস্‌বার ভান ক'রে গ্রামে গ্রামে দু'পাঁচটা ভদ্রলোকেব বাড়ী ঢুকলেও ত দু'এক সের চাল, ডাল, তরকারী টরকারী যোগাড় হয়, এবং পেটের যোগাড ত হবেই হাঁ—ভাই এ সব কি আমাদের বামুন জাতের কাজ? না এতে মান থাকবে?

কৃষ্ণধন তা বই কি দাদা এ সকল নেহাত নীচ প্রকৃতির কাজ— তাতে মান থাকে না লোকে সাম্‌নে বলুক না বলুক, নিশ্চয় গোপনে সকলে নিন্দে ক'রে থাকবে

রামধন। সেই জন্যই ত ভাই আমি ও রূপ ক'তে পারি নাই

(বলিতে বলিতে প্রস্থান ও নেকড়ার মোট লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ভাই, ফলারের প্রতাপে আমার কোন জিনিসের অভাব নাই গোপালপুরে ফলার ক'তে গিয়ে এই কতকগুলো বিড়ি আর দেসেলাই এনেছিলাম (বিড়ি সেবন করিতে করিতে) কোন্ দিকে এসে ছিলে ভায়া? না কোথাও যাচ্ছ?

কৃষ্ণধন যাব আর কোথা দাদা. হীবে মালিনীর মুখে আমাদের ঘরেন শুনে এলো, রাজা নাকি এই মাসেই তিনটী মেয়েরই বিয়ে দিবেন। তাই শুনে মনে মনে কল্লেম যে, একবার দাদার বাড়ীতেই যাই কারণ তিনি অনেক সন্ধান রাখেন, গিয়ে ভাল ক'রে জেনে আসি

রামধন আমি ত ভাই এখন ওসব বিষয় কিছুই শুনি নাই? তা হ'তেও পারে, কেন না বালিকাদের তিনজনারই বয়স বেশী হ'য়েছে।

কৃষ্ণধন। আচ্ছা দাদা! যদি রাজকন্যাদের বিয়ে হয়, তা হ'লে ক'দিন ধ'রে ফলার পেতে পারি?

রামধন; তিনটি কন্যার বিবাহে না একটার?

কৃষ্ণধন এখন একটারই বলুন না শুনি, পরে তিনগুণ ক'রে নিলেই হবে

রামধন। পাঁচটার কম নয়

কৃষ্ণধন কিসে—কিসে?

রামধন। যে দিন পাত্রকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বো সেদিন একটা, যেদিন কন্যার আয়ুবুড়ো ভাত হবে সেদিন একটা বিয়ের রাত্রির পূর্ব্ব দিনে একটা ও পরদিনে একটা আর একটা নিশ্চিত বল্‌তে পাচ্ছি না ভাই! আমার বোধ হয় অষ্টমঙ্গলার দিন কি তার পূর্ব্বেই হ'তে পারে। আঃ! ও সব হিসাব রাখতে তোর বাপ একজন পাকালোক ছিল।

কৃষ্ণধন ওঁর কথা ছেড়ে দেন দাদা, উনি যা ছিলেন তা ছিলেনই। ওঁর উপদেশ মত চলেই ত আমার ফলারের অভাব হয় নাই ৩৬০ দিনে বছর হয়, তার ভিতরে আমি ৩৮০টা ফলার মেরে বসি তিনি আমাকে ব'লে গেছেন ৮০ ক্রোশের ভিতরে ফলার পেলে সহজে ছেড় না বাবা সেই কথাটী আমি কানে পুরে রেখেছি তবে বসুন দাদা! এখন আমি আসি।

রামধন। এস ভাই ফলারের সংবাদ পেলে ছেড়ে যেও না?

কৃষ্ণধন। দুর্গাবল ওকি হয় দাদা! ও সব পেটরোগা লোকের কাজ

[উভয়ের উত্তর দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য ।

কাশীধাম—রাজসভা

(রাজা, মন্ত্রি ও বয়াস্তর প্রবেশ)

রাজ সচিব ! আচার্য্য মহাশয়কে আগমন করবার জন্য লোক পাঠান হ'য়েছে ত ?

মন্ত্রী । নরনাথ ! আচার্য্য মহাশয়কে এই সভাস্থলে আগমন করাবার [redacted] জমাদার রামকিষণসিংকে পাঠান হ'য়েছে, এবং শুভদিন নির্ণয়ের জন্য তাঁর যে সকল প্রাপ্য তৎসমুদয়ই পাঠিয়ে দিয়েছি, বোধ হয় তিনি এলেন ব'লে ।

(রামকিষণসিংএর প্রবেশ ।)

রাম সেলাম পহুঁছে হুজুর মহারাজ !

রাজা রামকিষণসিং ! আচার্য্য মহাশয় কতদূরে আগমন ক'রেছেন ?

রাম হুজুর ! এহিতো সিং-দরোজা সাম্‌নে গাড়ী সে উৎরতে হৈঁ ।

রাজা । (ব্যস্তভাবে কিয়দ্দূর গমন করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে) আচার্য্য মহাশয় ! আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক

মন্ত্রী (রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতঃ) আচার্য্য মহাশয় আগমন করুন, আগমন করুন

আচার্য্য জয়হস্তু নরনাথ !

রাজা । প্রণামামি । (তথাকরণ)

মন্ত্রী (আসন প্রদান করিয়া) উপবেশন করুন

(সকলে আসন পরিগ্রহ করিয়া)

রাজা। মন্ত্রী! আচার্য্য মহাশয়কে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপিত করা হ'য়েছে ত?

মন্ত্রী আজ্ঞে না, আপনার মন্তব্যের সমস্ত বিষয় অবগত করা হয় নাই; যদি অনুমতি হয় নিবেদন করি

রাজা ওঁর নিকট অবক্তব্য কি আছে, সবিশেষ নিবেদন কর

মন্ত্রী যে আজ্ঞে (আচার্য্যের প্রতি) আচার্য্য মহাশয়? পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজপুরুষগণের প্রথানুসারে আমাদের রাজকন্যাগণের স্বয়ম্বর করাই যুক্তিযুক্ত হ'চ্ছে আপনি আচার্য্য, আপনার কি অনুমতি হয়।

আচার্য্য স্বস্তি স্বস্তি মহারাজ? এতে পৌরাণিক প্রথা এতে আর সংশয় কি? আমিও অনুমতি দিচ্ছি। "শুভস্য শীঘ্রং"

মন্ত্রি। গুরুদেব! তবে আর উপেক্ষা করছেন কেন? স্বয়ম্বরের শুভদিন নির্ণয় করুন এই বসন্তকালের প্রথম মাস, অতি প্রশস্ত কাল এই বর্ত্তমান মাসেই শুভদিন নির্ণয় ক'রে শুভ কার্য্যটী সুসম্পন্ন করবার চেষ্টা করুন

গীত

আচার্য্য মহোদয়
কৃপাকরি কর শুভ দিনের নির্ণয়
বার তিথি কবণ যোগ, যাতে হয় সব সুযোগ,
থাকে না যেন কুযোগ, নক্ষত্রাদি সমুদয়।
ফাল্গুন মাস পড়িয়াছে, মাত্র পঞ্চ দিন গেছে,
ষড়বিংশ দিন আছে, এরি মধ্যে যেন [illegible]

আচার্য্য নমঃ সূর্য্যায়! (পঞ্জিকা খুলিয়া একটু বিলম্বে) মহারাজ! পঁচিশা ফাল্গুন সোমবার সিতপক্ষ ত্রয়োদশী উত্তর ফাল্গুনী। নক্ষত্র স্বতহিভুক যোগ, অতি প্রশস্ত দিন ঐ দিনে কন্যা-গণের শুভ স্বয়ম্বর কার্য্য সুসম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য

রাজা যথা আজ্ঞা গুরুদেব! (মন্ত্রির প্রতি) অমাত্য! আচার্য্যের কথা শুন্‌লে ত? পঁচিশে ফাল্গুন শুভ স্বয়ম্বরের দিন স্থির হ'ল! উপস্থিত ভারতবাসী ক্ষত্রিয়রাজগণকে স্বয়ম্বরের ঘোষণা পত্র প্রদান কর। পরে যা যা কর্‌তে হয় ক'রো। দেখ্‌বে কোন বিষয়ের যেন অঙ্গহীন না হয়

মন্ত্রি। যে আজ্ঞে নরনাথ! আমি অদ্যই স্বয়ম্বরের ঘোষণা পত্র দেশবিদেশে প্রেরণ ক'রবো। তদন্তর যা য করা কর্ত্তব্য আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে মন্ত্রণ ক'রে সংগ্রহ কর্ত্তে ত্রুটি ক'রব না

বসন্ত। (স্বগতঃ) এই তো বাবা, এক চা'লেই মাত গরীব ব্রাহ্মণ-গণের আশা ভরসা একেবারে হ্রাস হ'য়ে গেল শুধু ব্রাহ্মণ-গণের কেন? ভট্ট, ফকির, নাপিত, রজক, নর্ত্তক এবং বাদ্যকরগণেরও আশা ভরসা তেরর তিনে গিয়ে দাঁড়ালো! একি বারাণস্যাধিপতির খাড়ার মত কাজ হলো? এ ব্যবস্থা এরূপ বাড়ীর হ'ল না। বড় লোকের বাড়ীর ক্রিয় কলাপের আদর্শ লয়েই ত সর্ব্বসাধারণে ক্রিয়াকলাপ করে বিশেষ যে সে বড় লোকের বাড়ী নয়, জগদ্বিখ্যাত মহারাজ কাশীশ্বরের বাড়ী এরূপ বাড়ীতে যখন তিন তিনটা মেয়ের বিবাহ এক লগ্নেই এক সঙ্গেই হবে, এক খরচে সারবে, তখন কি আর এর পর অন্যান্য সাধারণ বাড়ীতে প্রত্যেক মেয়েছেলের পৃথক্ পৃথক্ লগ্নে বিয়ে-

হবে ? কখনই না কখনই না। এর পর সুবিধা থাকলে প্রায় সকলের বাড়ীতেই এক লগ্নে তিন চারটে ছেলেমেয়ের বিয়ে পৈতা সারবে। শুধু বিয়ে পৈতে কেন নামকরণ অন্নপ্রাশনও অনেকে তিন চারটে ছেলেমেয়ের এক সঙ্গেই সেরে রাখবে। সব মাটী হবে বাবা, সব মাটী হবে। এর পর ক্রিয়া কলাপ সব মাটি হবে। আর কেহ কিছু বল্‌তে পার্‌বে না আহা এ তাবৎ কাল কেমন সুন্দর প্রথা প্রচলিত ছিল বালক বালিকাগণের শুভাকাঙ্খায় সকলে পুংসবন, গর্ভাধান, সিমন্ত-ন্নয়ন, সাধভক্ষণ, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাসন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, দীক্ষা বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের যাবতীয় সংস্কার পৃথক পৃথক কর্‌ছিল এবং প্রত্যোক সংস্কারের জন্যে সাধ্যমত ব্রাহ্মণ ভোজনও হচ্ছিল ; ওদিকে বালক বালিকাগণেরও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল এরপর সংস্কার সকল হ্রাস হয়ে যাবে। ফলে বালকবালিকাগণের সৌভাগ্য হবে না, দুর্ভাগ্য হবে। থাক যা হবার তাই হবে উপস্থিত মন্ত্রী মহাশয়কে আমি এক কথা সতর্ক করে রাখি (প্রকাশ্যে) বলি মন্ত্রী মহাশয় অদ্য ফাল্গুন মাসের পঞ্চম দিন অতীত হলো, আর বিংশতি দিবস মধ্যে [redacted] স্বয়ম্বর কার্য্য সুসম্পন্ন হবেই। এরই মধ্যে বিরাট আয়োজন কর্‌তে হবে আপনি আর নিশ্চিন্ত থাকবেন না, শীঘ্র শীঘ্র আয়োজন করুন। যখন মহারাজ কাশীশ্বরের তিন তিন কন্যার স্বয়ম্বর তখন অনেকানেক ব্রাহ্মণ সমাগম হবে। যদি প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্যবস্তু সংগ্রহ করা না হয়, তবে ঘরের বামুনকে ফক্কা পড়ে থাক্‌তে হবে বাবা ঘরের ভোজে উপবাস থাকা চলে না।

মন্ত্রি ঠাকুর মহাশয়! আপনার সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই

বয়স্ত তা হলেই হলো বাবা, তা হলেই হলো। চিন্তা না থাক্‌লেই হলো

আচার্য্য মহারাজ দিনমান শেষ হয়ে এলো, দিনমণি অস্তাচল চুড়াবলম্বী হয়েছেন এইবার সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় সমাগত হবে যদি অনুমতি হয়, এরপর আমি সন্ধ্যাবন্দনাহেতু পতিতপাবনী শিবসিমন্তিনী ত্রৈলক্যতারিণী জাহ্নবী তটে গমন করি।

রাজা। যে আজ্ঞে, তবে আসুন। প্রণমামি (তথাকরণ)

আচার্য্য জয়স্তু মহারাজ।

[আচার্য্যের প্রস্থান

মন্ত্রি। বারানসীপতে! এইবার সভাভঙ্গের অনুমতি হ'লেই ভাল [redacted] কেননা, আমাকে অনেক বিষয় তত্বাবধান কত্তে হবে।

রাজা আচ্ছা তাই হোক! অদ্যকার মত সভা ভঙ্গ হোক।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

—:০:—

হস্তিনাপুর—রাজসভা

(বিচিত্রবীর্য্য ও অমাত্যের প্রবেশ)

বিচিত্র। মন্ত্রিবর বহুদিন অতীত হলো, দাদা সত্যব্রত তীর্থযাত্রা করেছেন, তাঁর শুভ সংবাদ না পেয়ে, আমার প্রাণ অতিশয় ব্যাকুলিত হ'চ্ছে এতদিন যে তিনি কোথায় অবস্থিতি কর্‌ছেন, জানি না কিরূপে তাঁর শারিরীক ও মানসিক সুসংবাদ অবগত হতে পারি, শীঘ্র তার উপায় নির্দ্ধারণ কর

মন্ত্রি। মহারাজ! তাঁর অমঙ্গলের কোন ভয় নাই। কেননা ভবভয় হারিণী ত্রিলোকতারিণী পতিতপাবনী জাহ্নবী তাঁর জননী যে নাম স্মরণ কর্‌লে জীবের শমনভয় দূরে যায়, তাঁর সন্তানের বিপদের আশঙ্কা করা যে একেবারে অসম্ভব।

বিচিত্র। মন্ত্রি। যা বল্লে তা সকলি সত্য। দাদা সত্যব্রত যে ত্রিলোকতারিণী পতিতপাবনী মাতা জাহ্নবীপ্রসূত, তা আমি জ্ঞাত আছি, এবং তিনি যে পিতৃভক্তিগুণে জরা-ব্যাধি জয় ক'রে অমরত্ব লাভ ক'রেছেন, ইচ্ছা ব্যতীত মৃত্যুও যে তাঁর নিকটে আসবে না, সে কথাও আমার অবিদিত নাই, কিন্তু তথাপি মন্ত্রি চক্রধারীর চক্র বুঝা যায় না, তিনি যে কখন

কোন্ চক্র পরিচালনা করেন, কে জানে? বিশেষে দাদা সত্যব্রত এই রাজ্যের সেনাপতি, কেবল তাঁর বাহুবলেই আমি এই সুবিশাল রাজ্য উপভোগ করছি। নিগগুণ দুষ্ট রাজগণ এই রাজ্যের ছিদ্র অন্বেষণ করছে। কি জানি তাঁর অনুপস্থিতে যদি তারা আক্রমণ করে। তাই বলি মন্ত্রি; যত শীঘ্র হয়, দাদার অন্বেষণে দূত প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য।

মন্ত্রি সে জন্যেও আমাদের চিন্তা নাই মহারাজ. কারণ তিনি যে অন্তর্য্যামী এবং জ্ঞানময় ভূত, ভবিষ্যৎ ■ বর্ত্তমান তাঁর প্রত্যক্ষ রয়েছে আমাদের বিপদ সম্পদ তাঁর অবিদিত থাকবে না; নিশ্চয় তিনি জানতে পারবেন। সেই জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ত মনুষ্য নন, মানবরূপধারী দেবত। আমি একদিন মহামুনি নারদের মুখে শুনেছি, সৃষ্টির প্রারম্ভে ধর্ম্ম-ঔরসে, দক্ষসুতা বসুর গর্ভে আপ, ধ্রুব, সোম, ধব, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস, এই অষ্ট জন দেবতা জন্মগ্রহণ করেন মাতৃনামানুসারে তাঁহারা সকলে বসু আখ্যায় অভিহিত হন সেই অষ্টবসু মধ্যে এই জ্যেষ্ঠ রাজকুমার জনৈক বসু। মুনিশাপে মানবদেহ পরিগ্রহ ক'রে ভূমণ্ডলে বিচরণ করছেন। বিশেষতঃ গত রজনীশেষে আমি যেরূপ স্বপ্ন দর্শন ক'রেছি তাতে বোধ হয় তিনি এলেন বলে

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। রাজেন্দ্র কুরুকুলমণি জ্যেষ্ঠ রাজকুমার
ভ্রমি অবনীমণ্ডলী যত তীর্থস্থল; কুশলেতে
প্রত্যাগত হস্তিনা নগরে। প্রভো!
দিতে সে বারতা মোরে পাঠালেন দ্রুত

বিচিত্র কি আনন্দ বার্ত্তাবহ! শুনি তবমুখে সুধাময় বাণী,
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলাম আজি।
কি আর বলিব, উপস্থিত যাও ত্বরা অন্তঃপুর মাঝে
জানাতে এ শুভবার্ত্তা জননীর স্থানে পরে যেও
কোষাগারে কোষাধ্যক্ষস্থানে লভিবারে পুরস্কার,
যা চাহিবে মিলিবে তথায়?

[দূতের প্রস্থান।

মন্ত্রীবর! চল ত্বরা করি কিছুদূর অগ্রসরি আনিতে অগ্রজে।

মন্ত্রি। যে আজ্ঞে। (প্রস্থানোদ্যত)

(ভীষ্মের প্রবেশ)

বিচিত্র। অগ্রজ! প্রণমি চরণে, কর আশীর্ব্বাদ দাসে।

ভীষ্ম। এস, এস প্রাণাধিক; মঙ্গল করুন, সর্ব্বশক্তিমান;
হও চিরজীবি; সিংহাসনে বসি কহ কুশল বারতা।

মন্ত্রী। প্রণমি চরণে দেব কর আশীর্ব্বাদ!

ভীষ্ম। অমাত্য রাজ্যের কুশল সংবাদ বল। প্রজাগণ কুশলে
আছে ত, দেশে ত কোনরূপ অশান্তির উদয় হয় নাই?
প্রজাগণ ত নিরুদ্বেগে অবস্থান কর্‌ছে, দেশে অন্নকষ্ট
অকালমৃত্যু প্রভৃতি মহাদুঃখ ত সংঘটিত হয় নাই?
রাজকার্য্য ত সুনিয়মে সুসম্পন্ন হয়? দুষ্টগণ দুষ্কার্য্যানুযায়ী
দণ্ড প্রাপ্ত হয় তো, সাধুগণের প্রতি এখনও কোন
অসদ্ব্যবহার করা হয় না তো?

গীত।

বল বল মন্ত্রীবর, রাজ্যের কুশল
জানিতে বাসনা আগে তাহাই কেবল॥

প্রজা হয় পুত্রাধিক প্রজার সুখেতে সুখ
জানাবে বাড়াও কৌতুক, তাদেরই মঙ্গল।
অন্নকষ্ট আদিকরি হয় ন ত হে মহামারী
অন বৃষ্টি হয়েছে কি, হয়েছে সময়ে জল॥

(হরিহরসিং নামক জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। নবেশ্বব তীর্থপর্য্যটন কবি প্রত্যাগত জ্যেষ্ঠরাজ; শুনি সে বাবতা মাতা পাঠালেন মোরে লয়ে যেতে অন্তঃপুরে তাঁরে, কুশল জিজ্ঞাসা হেতু।

ভীষ্ম। ভ্রাতঃ প্রাণাধিক
চল ত্বরা অন্তঃপুবে হেরি গিয়ে জননীব চবণযুগল
নিবেদন করি গিয়ে কুশল বারতা, জননীর সন্নিধানে
কেবল তাঁহারই প্রসাদে নিরাপদে হইয়াছি প্রত্যাগত।

বিচিত্র সচিব, উপস্থিত আমবা অন্তঃপুরে গমন করি, তুমি সত্বর ব্রাহ্মণ-গণে নিমন্ত্রণ দাওগে এবং সুপকারগণকে প্রচুর পরিমাণে ষড়রসপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে বলগে। আর দেবদেবী-গণের পূজা দাওগে

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে নববর.

[সকলের প্রস্থান।

(দু'জন কাশীরাজ দূতেব প্রবেশ।)

১ম দূত। হে সভাস্থ মহোদয়গণ। বলি এরি নাম কি হস্তিনাপুর ?

১ম সভ্য হাঁ, কেন তোমাদেব প্রয়োজন ?

২য় দূত। মহাশয়। প্রয়োজন আছে। পরে বলি। যদি এই হস্তিনা-পুর হয়, তা হ'লে আপনাবা কৃপাকরে একজন ঢুঁড়িদার জানিয়ে দেন, উপযুক্ত মজুরি দেওয়া যাবে

২য় সভ্য। কেন মহাশয়! তোমাদের ঢুলিদারের প্রয়োজন কি?

১ম দূত আর মহাশয়! প্রভুআজ্ঞা শিরোধার্য্য। মহারাজ কাশীশ্বরের তিনটী মেয়ের স্বয়ম্বর হবে। আগামী ২৫শে ফাল্গুন শুভ স্বয়ম্বরের দিন ধার্য্য আছে। ঢোল সোহরৎ দ্বারা সেই সংবাদ আমাদের, দেশবিদেশে প্রকাশ করতে বলেছেন

১ম সভ্য। বেশ বেশ. তোমরা একটু বিশ্রাম কর, আমরা একজন ঢুলিদার ডাকিয়ে দিচ্ছি

(প্রথম সভ্যের প্রস্থান ও ঢুলিদারের প্রবেশ)

২য় সভ্য। ওরে নিতাই ডোম! তুই এঁদের সঙ্গে সঙ্গে এই হস্তিনাপুরের সহরে সহরে ঢোলসোহরৎ করে দেগে যা আশাতীত পুরস্কার পাবি।

ডোম। যে আজ্ঞে হুজুর

১ম দূত। (সভ্যগণের প্রতি) আমরা তবে আসি মহাশয়। স্বয়ম্বরের দিন নিকট হয়ে এসেছে আর কালবিলম্ব করবো ন, আপনারা বসুন।

২য় দূত। (প্রথম দূতের প্রতি) তবে ভাই প্রথমে এইখানেই একটা স্বয়ম্বর ঘোষণাপত্র টাঙ্গিয়ে দেওয়া যাক না কেন? পরে সমস্ত সহরে ঢোলসোহরৎ করে ঐ দিকেই চলে যাওয়া যাবে।

১ম দূত সে কথাও মন্দ নয়। (ঢুলিদারের প্রতি) বাজা রে ঢুলিদার বাজা, বাজা (তথাকরণ)

এই ভারতবাসী ক্ষত্রিয়গণের প্রতি নিবেদন এই যে পঁচিশে ফাল্গুন সোমবার মহারাজ কাশীশ্বরের রূপগুণ-সম্পন্না তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হবেন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—:•:—

হস্তিনাপুর

সত্যবতী

সত্য। তাই বহুক্ষণ হলো বৎস সত্যব্রত তীর্থপর্য্যটন করে প্রত্যাগমন ক'রেছে। তবে এখনও অন্তঃপুরে এলোনা কেন? বাছাকে না দেখে আর যে আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না। ইচ্ছে হ'চ্ছে ছুটে ঐ রাজসভাতে গিয়েই বাছার চাঁদমুখখানি দেখি—

(একজন পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। রাণী মা, আপনি বিষণ্ণমনে, অনিমেষ নয়নে কি চেয়ে আছেন?

সত্য। মালতী! আজ আমার বড় আনন্দের দিন হস্তিনাচাঁদ সত্যব্রত তীর্থ পর্য্যটন করে আজ দ্বাদশ বৎসর পরে হস্তিনায় উদয় হয়েছে তাবে অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন করবার জন্য হরিহরসিংকে পাঠিয়েছি, কিন্তু বিলম্ব দেখে বিষণ্ণমনে পথপানে চেয়ে আছি; বিলম্বের কারণ ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। মালতি তুই যা দেখি বিলম্বের কারণ জেনে আয় বাছা আমার শারীরিক সুস্থ আছে, যতই বিলম্ব হ'চ্ছে আমার মন ততই ব্যাকুলিত হ'চ্ছে আহা! বাছা আমার সুকুমার রাজকুমার হয়ে, পদ-ব্রজে পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে, না জানি কতই যাতনা পেয়েছে এই জন্যই ত আমি রথ আরোহণে তীর্থযাত্রা কর্‌তে বলেছিলাম কিন্তু ছেলে আমার এমনই ধর্ম্মভীরু, ধর্ম্মবিরোধী ভয়ে বল্‌লে না জননী রথাদি যানারোহণে তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধ, পদব্রজেই তীর্থ

পর্য্যটনবিধি এই বলে বুঝিয়ে দিয়ে বাছা আমার পদব্রজেই গমন করেছিল। মালতী, বল্‌তে কি, দ্বাদশ বৎসর আজ আমি অন্ধ হয়ে আছি সত্যব্রত আমার স্বপত্নী পুত্র, কিন্তু বাছা আমাকে গর্ভধারিণী অপেক্ষাও অধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। বোধ হয় গর্ভজাত পুত্রও ততদূর কর্‌বে না। ভাগ্যে যে কি আছে জানি না করুণাময়ের কৃপায় আমি তিনটী রত্ন পেয়েছিলাম, কপালের দোষে একটী হারিয়েছি। বৎস চিত্রাঙ্গদ দিগ্বিজয় কর্‌তে গিয়ে জীবন হারিয়েছে ঠেকে শিখেছি, সেই জন্যই ভয় হয়। এই রত্ন দুটী আছে, করুণাময়ের কৃপায় যদি এই রত্ন দুটীকে রেখে মর্‌তে পারি, ত হলেই মঙ্গল।

মালতী। ষাট্ ষাট্ অমন কথা মুখে আন্‌বেন না রাণী মা! ওসব কথা কি মুখে আন্‌তে আছে বোধ হয় জ্যেষ্ঠ মহারাজ সভায় ব'সে বাক্যালাপ কচ্ছেন। যাই হোক আপনি একটু উপবেশন করুন, আমি রাজসভায় গিয়ে শীগ্‌গীর বিলম্বের কারণ জেনে আস্‌ছি

(মালতীর প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

মালতী। এই যে মা! উভয় ভ্রাতাই অন্তঃপুরে আগমন কর্‌ছেন।

(ভীষ্ম ও বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ)

ভীষ্ম (নেপথ্যে) মা

সত্য। এস চাঁদ এস! কোলের মাণিক, কোলে এস বাপু, কুশলে ছিলে ত? এত বিলম্ব কেন বাপ.

ভীষ্ম (প্রণাম করণ)

সত্য। (মস্তকে হাত দিয়া) বৎস, চিরজীবি হও আশীর্ব্বাদ করি

ধর্ম্মে তোমার অচলা মতি হোক। বাপরে; তোমার কীর্ত্তি চিরকাল অক্ষয় ও অব্যয় হ'য়ে থাক্‌বে।

গীত

মরি মরি কি আনন্দ আজ হস্তিনাপুরে
হস্তিনা গগনের চন্দ্র উদয় হলো যুগান্তরে॥
রাজ্যবাসী প্রজাগণ, আনন্দে সবে মগন,
পুরজন পরিজন সবে প্রফুল্ল অন্তরে

বাপ নয়ন তারা হস্তিনাচাঁদ তুমি আমার ধর্ম্মপুত্র, ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মভীরু তুমি চতুর্ব্বেদ ষড়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ, এবং পৃথিবী পর্য্যটন করে অভিজ্ঞতাও লাভ করে এলে। বাপরে! সেই বলে সেই সাহসে আজ তোমাকে দুইটী অনুরোধ করছি; তুমি আমার সেই অনুরোধ দুইটী রক্ষা কর প্রথম অনুরোধ আমি জীবিত থাক্‌তে আর দীর্ঘকাল স্থানান্তরে থাক্‌তে পারে না আর দ্বিতীয় অনুরোধ পুত্রার্থে দারা গ্রহণ। পুত্রহীন থাক্‌লে যে এ সংসারে কিছুই সুখ থাকে না বাপ! শুধু এ সংসারে কেন, পর সংসারেও সুখের সম্ভাবনা থাকে না পুত্র অপেক্ষা আর ধন নাই পুত্রমুখ দর্শনে সকল দুঃখ দূরে যায় এই সংসারে পুত্রই অমূল্য রত্ন পুত্রের দ্বারায় জীবিতাবস্থায় প্রতিপালিত হয়, এবং জীবনান্তে পুন্নাম নরকে পরিত্রাণ পায় অতএব বৎস পুত্রার্থে দারপরিগ্রহ অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই বলি বাপ! তুমি এর পর পুত্রার্থে দারপরিগ্রহ কর এইটীই আমার শেষ অনুরোধ।

ভীষ্ম জননী, যা বল্‌লেন সকলি সত্য কোন বিশিষ্ট-কারণ না থাক্‌লে পুত্রার্থে ভার্য্যাপরিগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু

কারণগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে নয় কেন না কারণই কার্য্যের মূল স্বরূপ। একমাত্র দারাগ্রহণই যে অবশ্য কর্ত্তব্য তা নয়। বিশিষ্ট কারণ নিবন্ধন যাবতীয় কর্ম্মই অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বাক্য রক্ষা। আপনি কি তা অবিদিত আছেন? আপনি ত জানেন, যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বৃদ্ধ জরাব্যাধিগ্রস্থ এবং বৃত্তিহীন অক্ষম ব্যক্তির দারপরিগ্রহ নিষিদ্ধ তবে সব জেনে শুনে, মায়া-মোহে বিজড়িত অপরিণামদর্শী সাধারণ রমণীর ন্যায় আমাকে ঘোর নরকার্ণবের পথে অগ্রসর হতে অনুমতি করছেন কেন? কেবল অপরিণামদর্শী রমণীগণই যে অজ্ঞানতাবশতঃ অনিত্য মায়ায় মুগ্ধ হয়ে পরস্পরেই স্ব স্ব পুত্র রত্নকে দ্বেষ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি ঘোর নরকার্ণবের পথ ধরিয়ে দেয় কিন্তু জননী, আপনি ত সেরূপ অপরিণাম দর্শী সাধারণ রমণী নন্। আপনি যে রমণীগণের শিরোমণি, সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপিণী। দেব ঋষি-গণের পরমারাধ্যা অগ্নি শ্বাত্তাদি পিতৃগণের মানসী কন্যা কেবল যোগ ভ্রষ্টা হ'য়ে মানবদেহ পরিগ্রহ করেছেন মানব গণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কোন্ তুচ্ছ, আপনি দেবগণেরও কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য জ্ঞাত আছেন। তবে এতক্ষণ বুঝলাম জননী! হয় আমার মন পরীক্ষা, নয় ভবসংসারের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে পূর্ব্ব কথা সব ভুলে গিয়েছেন কিন্তু আমি ত ভুলি নাই, জননী! আমার যে সব মনে আছে সত্য! আমি যে পিতার মনের অশান্তি নিবারণ জন্যে পূর্ব্বেই দারপরিগ্রহ করবো না বলে অঙ্গীকার করেছি, এখন সেই বাক্য রক্ষা করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। বাক্য রক্ষা অপেক্ষা মানবজীবনে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম যে আর কিছুই নাই। বাক্য রক্ষার জন্য

জীবন পরিত্যাগ করাও উচিত অধিক আর কি বল্‌বো জননী। আর এ অকৃতি সন্তানকে দারপরিগ্রহ কর্‌বার জন্য আদেশ কর্‌বেন না এইটাই আমার শেষ নিবেদন।

সত্য। বাপ সত্যব্রত যদি তুমি সত্যসত্যই সেই সত্যব্রত উদযাপনে সঙ্কল্প কর, তাহ'লে এই কৌরবকুলের গতি কি হবে? তুমি যে এই কুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাপ! বাপরে তবে কিরূপে এই মহৎ কুরুকুলে জলপিণ্ড থাকবে? এবং আমারই বা গতি কি হবে? আমার যে নরকেও স্থান হবে না বাপ, ওহো! আমি যে এতদূর অন্যায় করেছি, এতদিন তা বুঝি নাই। নীচ কুলোদ্ভবা রমণীগণও যে এতদূর কর্‌তে পারে না। বাপরে! আমি যে তোমার বিমাতা হবার পূর্ব্বেই বিমাতার কার্য্য সেরে রেখেছি কৌশলে তোমার সরল হৃদয়ে বিষের আগুন জেলে দিয়েছি আমিই তোমার সর্ব্বনাশ করেছি। ধিক, আমাকে ধিক, আমার জীবনে ধিক। কেন আমার শৈশবে মৃত্যু হলো না তাহ'লে মহৎ কৌরবকুলের যে এই দুর্ঘটনা হতো না। বাপরে! হস্তিনাচাঁদ। এখন বল বাবা বল! কি উপায় হবে বল; আমার এবং এই কৌরবকুলের গতি কি হবে বল?

ভীষ্ম। জননী। কেন আপনি আপনাকে ধিক্কার দিচ্ছেন? এবং কি জন্যেই বা প্রাণ পরিত্যাগ কামনা কচ্ছেন? কি হয়েছে কি? কি এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে? আপনিও ত আপনার কর্ত্তব্য রক্ষাই করেছেন। কর্ত্তব্য রক্ষাই যে সনাতন ধর্ম্ম। এবং নিয়ম রক্ষা বা বাক্য রক্ষা এই দুই তুল্য কর্ত্তব্য। নিয়ম রক্ষারই নাম কর্ত্তব্য রক্ষা আপনি নিয়ম করে ছিলেন যে,

যিনি আমার পুত্রকে শ্রেষ্ঠ বলে অঙ্গীকার করবেন আমি তাঁরই অভিপ্রায় পূর্ণ করবো। জননী এত তাই হয়েছে আপনি আপনার কর্ত্তব্য রক্ষা করেছেন। আমিও আমার কর্ত্তব্য রক্ষা করবো এতে অন্য হিতাহিত কি আছে জননী। মাগো! নিশ্চয় জানবেন অন্যে কখন অন্যের হিতাহিত করতে পারে না, সকলেই আপন আপন ভাগ্য ফল ভোগ করে সে জন্য আপনি কোন দুঃখ করবেন না আর এই যে কুরুকুলের বা আমার জলপিণ্ডের বিষয় চিন্তা করছেন, সেটাও আপনার ভুল ধারণ কারণ, ভ্রাতঃ বিচিত্রবীর্য্যের পুত্রগণের দ্বারাই আমার সে অভাব পূর্ণ হবে। ভ্রাতুষ্পুত্রেরা পুত্রত ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের পুত্রগণই আমার পুত্র স্থানীয় হবে আপনার সে বিষয়ও কোন চিন্তা নাই আপনি স্থির হন, ধৈর্য্য ধরুন

সত্য। বাপ তোমার যদি এতদূর সরলতাই না থাকবে, তবে শিবমৌলী নিবাসিনী ত্রিতাপ নাশিনী পতিত পাবনী গঙ্গা তোমাকে গর্ভে ধারণ করবেন কেন তাঁর গর্ভ যে অতি পবিত্র, পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থই তাঁর গর্ভে বিদ্যমান সেই জন্যেই শূলপানি শঙ্কর মস্তকে ধারণ করেন, ধন্য বৎস, তুমি ধন্য এবং তোমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়ে আমিও ধন্যা হয়েছি

(স্বয়ম্বর ঘোষণা পত্র হস্তে করিয়া হরিহর নামক একজন দূতের প্রবেশ)

ভীষ্ম। হাতে কি হরিহর সিং

হরি। হুজুর একঠো চিঠি হৈ দেওয়ানজী হুজুরক পাস ভেজা হৈঁ।

ভীষ্ম মন্ত্রী এখন কোথায়?

হরি। বড় আঙ্গিনামে ব্রাহ্মণ লোককো খিলাতে হেঁ (পত্র দান)।

ভীষ্ম। (পত্র পাঠান্তে) জননী কাশীশ্বরের তিন কন্যা অম্বা অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বয়ম্বরা হবে কাশীশ্বর এই পত্রদ্বারা আমাদের নিমন্ত্রণ দিয়েছেন আগামী কল্য স্বয়ম্বরের দিন (কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া) মা কি করা উচিত? নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে সভাস্থলে উপস্থিত না হওয়া অকর্ত্তব্য যদি অনুমতি করেন আমি স্বয়ম্বর সভাস্থলে গমন করি, এবং কন্যাগণ যদি আমার মনোনীতা হয় তা হ'লে শত্রুপক্ষকে নিশ্চয় ক্ষত্রিয় বিক্রমে পরাভব করতঃ স্বরথে কন্যাগণকে তুলে নিয়ে হস্তিনায় আনবো পরে শুভদিন নির্ণয় করে ভ্রাতঃ বিচিত্রবীর্য্যের করে অর্পণ করিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে

সত্য বাপ! আমি এ বিষয় মতামত দিতে পারবো না, তুমিই স্থিরচিত্তে চিন্তাসহিত বিবেচনা করে দেখ তবে এই এক কথা, তুমি পৃথিবী পর্য্যটন করে দ্বাদশ বৎসর পরে এই মুহূর্ত্তাধিক কাল বাড়ীতে এসেছ, নিশ্চয় এই দ্বাদশ বৎসর কোন কোন দিন অল্পাহারে, এবং কোন কোন দিন অনাহারেই গেছে, পদব্রজে কত শত পর্ব্বত, কন্দর, নদ, নদী অতিক্রম করেছ, নিরন্তর শীতাতপ সহ্য করেছ বৃক্ষের ছায় বৃষ্টির জল মস্তকে পতিত হ'য়েছে বৃক্ষমূলে ধূলিশয্যায় শয়ন করেছ। শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হ'য়েছে বাপ, এ অবস্থায় পৃথিস্থ রাজন্যবর্গের সহিত বিবাদ বাধিয়ে দেওয়া কি উচিত? সেই স্বয়ম্বর সভাস্থলে ত পৃথিবীস্থ রাজেন্দ্রগণই উপস্থিত থাকবেন। তুমি একলা এই দুর্ব্বল শরীরে তাঁদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত

হবে তাই একটু ভয় হচ্ছে। কি বল্‌বো বাবা মন্দ ধারনাই আগে হয়।

ভীষ্ম। মা আপনার সেজন্য কোন চিন্তা নাই আশীর্ব্বাদ করুন, আমি আপনার ঐ চরণ প্রসাদে এবং মাতা শৈলসুতা জাহ্নবীর কৃপায় সংগ্রামকে ভয় করি না স্বয়ম্বর সভাস্থ রাজেন্দ্রগণ কোন্ তুচ্ছ, যদি ত্রিলোকের লোক একত্রিত হ'য়ে আমার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি আমাকে 'পরাভব কত্তে সক্ষম হবে না এখন কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা। আপনি অনুমতি কর্‌লেই হয়

সত্য। তবে আর কি বল্‌বো বাব। অদ্যকার মত হস্তিনাপুরেই অবস্থিতি করে বিশ্রাম কর। কল্য প্রত্যুষে পাঁচ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত গমন করবে এখন যাও বিশ্রাম ভবনে গমন কর আমিও মাতা শৈলসুতার মন্দিরে যাই গিয়ে পূজা করি। [সকলের প্রস্থান

(ঐক্যতান বাদন)

তৃতীয় দৃশ্য।

—:০:—

কাশীধাম মন্ত্রণাগার

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা সচিব! অদ্য কত দূর কি কি কার্য্যের বন্দোবস্ত কর্‌তে পেরেছ? আমি ত সমস্ত দিন একটু সময়ও বিশ্রাম কর্‌তে

অবকাশ পাই নাই। শয্যা থেকে অতি প্রত্যুষে উঠে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করে, প্রথমে দেবদেবীগণের মণ্ডপে গিয়ে তাঁদের পূজা দিয়ে প্রণাম তদন্তর মুনি ঋষিগণের সমাগম হলো, তাঁদের প্রত্যেককে পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিয়ে বরণ করলাম অদ্য আবার অন্তঃপুরে পৃথকভাবে কতিপয় ব্রাহ্মণ ভোজন করান পৌরাণিক বিধি, সুতরাং কতিপয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে সে কার্য্য সম্পন্ন করলাম। তারপর শুনলাম, যে মিত্ররাজগণ আগমন করছেন অভ্যর্থনার জন্য তাড়াতাড়ি তাঁদের নিকটে গেলাম এইরূপে সমস্ত দিনটাই অতিবাহিত হলো রাজসভায় যেতে পারলাম না সমস্ত দিনতে মার সঙ্গে দেখা হয় নাই, ক্রমে রাত্রি দশটা হয়ে এলে এখন দেখ যে যে বিষয়ের অভাব আছে, এই রাত্রিমধ্যেই তৎসমুদায়ের সংগ্রহ করতে হবে, কারণ কল্য আর অবকাশ পাওয়া যাবে না

মন্ত্রী নরবর! আমিও অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে স্বয়ম্বর সভা রচনা কার্য্য শেষ হলো কি না, তাই দেখবার জন্য প্রথমে স্বয়ম্বর সভাস্থলে গমন করেছিলাম। দেখলাম স্বয়ম্বর সভা সুচারুরূপে রচিত হয়েছে তদন্তর অভ্যাগত রাজেন্দ্রগণের বাসগৃহ পর্য্যবেক্ষণ করে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করলাম তারপর নিত্য নৈমিত্তিক অতিথিশালায় গমন করে অতিথি সৎকার দেখলাম চারি ঘণ্টা রাজসভার কর্ম্ম করেছি এবং সূপকারগণের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার জন্য পঞ্চাশ জন সুনিপুণ সূপকারকে নিযুক্ত করেছি, তাদের বেতনও নির্দ্ধারিত করা হয়েছে নর্ত্তক নর্ত্তকীও বাদ্যকরগণের

শ্রেণী বিভাগ ক'রে নৃত্য গীতের সময় নির্ণয় ক'রে দিয়েছি। তা ছাড়া ভট্ট ফকির প্রভৃতির জন্য সপ্তাহকালোপযোগী খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হ'য়েছে, এই ত সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত খেটে আমি এই কয়টী কার্য্যের সুবন্দোবস্ত কর্‌তে পেরেছি। এর পর কোন্ কোন্ বিষয় বাকী আছে আদেশ করুন

রাজা। যা হোক অমাত্য! অনেক কাজ গুছিয়ে রেখেছ। এর পর আর একটী কার্য্য এই রাত্রির মধ্যেই সুবন্দোবস্ত ক'রে শয়ন করবে। চারজন সেনাপতি সশস্ত্রে প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লয়ে রাত চারি ঘটিকার পূর্ব্বেই যেন এই নগরের চতুর্দ্দিকে থানা দিয়ে থাকে, কারণ অনেকানেক বীর পুরুষ ও রাজেন্দ্রগণের সমাগম হবে কি জানি যদি রাজায় রাজায় সংঘর্ষণ হ'য়ে উঠে তবে আমাদের নগর এবং পুর তো রক্ষা করতে হবে

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। তা হ'লে আমি রাজ-সভায় যাই। আপনি শয়ন মন্দিরে গমন করুন

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:•:—

কাশীধাম প্রান্তভাগ

(মালিনীর প্রবেশ ও লুকায়িতা পরে মালির প্রবেশ)

মালী   না আর পাব না আর পাবার সম্ভাবনা নাই কাল বিকাল থেকে সমস্ত রাত্রি গেল, আজও প্রায় এক প্রহরের অধিক বেলা হলো, আমি অবিরাম পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে খুঁজলাম, কোন সন্ধানই ত পেলাম না বোধ হয় কারু সঙ্গে সাট করা ছিল, বেরিয়ে তাকে নিয়ে চলে গেছে। যাক আর পোড়ামুখীর মুখ দেখ্‌বো না। তবে কিন্তু আমার দু'দিক নষ্ট হলো, এরই নাম দু'দিক নষ্ট; যার জন্যে আমি নরাধমদিগের ন্যায়, জন্মদাতা পিতা, গর্ভধারিণী মাতা, চিরবন্ধু সহোদর সহোদরা বা ভ্রাতা ভগ্নিগণকে ত্যাগ ক'রেছিলাম, তাকেও হারালাম, এবং মহাত্মা ব্যক্তিগণ যেখানে বাস কর্‌বার জন্য স্ত্রী পুত্র গৃহ সম্পত্তি ত্যাগ করেন, আমার সেই কাশীধামে বাস করাও ফুরালো, মহারাজ কি আর আমাকে এই কাশীতে থাক্‌তে দেবেন? কখনই না! কখনই না। কারণ চিরকাল তাঁর বাড়ীতে আমি ফুল যোগালাম, আর আজ তাঁর কন্যাগণ স্বয়ম্বরা হবেন; স্বয়ম্বরা হবেন কেন; বোধ হয় এতক্ষণ স্বয়ম্বরা হ'চ্ছেন আজ আর ফুল দিতে পার্‌লাম না। কাশীতে বাসের আশা ফুরালো। ওহো! কি সর্ব্বনাশ হলো! যদি প্রিয়তমাকে পেতাম তা হ'লে কাশীতে না

থাকতে পেলেও বিশেষ কোন ক্ষতি ছিল না তাকে নিয়ে যেখানে যেতাম সেই খানই কাশীর মত হতো উপস্থিত প্রিয়তমাকে পেলেই কাশী যাওয়া হয়। আচ্ছা, আর একবার অনুসন্ধান করে দেখি (কিছুদূর গমন করিয়া) ও কে লুকাচ্ছে? আমার প্রিয়তমার মত বোধ হচ্ছে নয়! হাঁ তাইত বটে হাতের আড়ালে কি আর চাঁদ ঢাকে? ও ভুবনমোহিনীরূপ কি লুকান যায়? প্রিয়ে! ও কি করছ? কি দুঃখে মনগুমানে আড়ালে এসে বসে আছ?

(চিবুক ধরিয়া গীত)

মনগুম নে বসে কেন গৃহে চল না
তোর বিরস বদন সজল নয়ন, প্রাণে সহে না।
মালিনী — আর কথা কইব না, (তোর) ঘরে রইব না,
তোর গৃহেতে আগুন দিয়ে ফিরে চইব।
হেরব না মুখ, পাই যদি দুঃখ,
ভাতের আশা করবো না, করবো না, করবো না॥
মালী — কিসে অপরাধী বলো আমি—
কি দুঃখেতে দুঃখী হয়ে কাঁদলো তুমি
পায়ে ধরি ও সুন্দরী, চরণ ছাড়া করো না,
কাঁদো না, কেঁদো না॥

মালিনী (পদে ঠেলিয়া দিয়া) দূর হ মিনসে। আর তোকে আমার পায়ে ধরতে হবে না, চলে যা, আমি আর তোর ঘর করবো না। যে পতি পত্নীর কথায় না চলে, সে পতির ঘর করতে হয়, না তার মুখ দেখতে হয়, আমি আর তোর মুখ দেখবো না। (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দণ্ডায়মান)

মালী (সম্মুখভাগে ফিরিয়া গিয়া করযোড়ে) পায়ে ঠেল না প্রিয়ে, পায়ে ঠেল না আগে আমার কথা শোন তোমার মত বুদ্ধিমতী রমণীর কি ক্রোধ করা উচিত এরূপ কর্‌লে সংসার চল্‌বে কেমন ক'রে

মালিনী (পুনঃ বিমুখ হইয়া) তোর ছাই সংসারে আগুন লেগে যাক্, যা এরপর মা বাপকে ল'য়েই চালাগে যা। আর আমায় বিরক্ত করিস্‌নে

মালী (পুনঃ সম্মুখভাগে যাইয়া কর ধারণ করতঃ) প্রিয়তমে! সকল সময় মা বাপের কথা উল্লেখ কর কেন, আমি যেদিন থেকে তোমাকে পেয়েছি সেই দিন থেকে মা বাপের নাম পর্য্যন্তও যে করি নাই

মালিনী (মালীর কর হইতে স্বীয় কর ছাড়াইয়া) আর যুগ নাই আর যুগ নাই ছি! ছি! ছি! আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা, তোর যে নরকেও স্থান হবে না। হাতে মুখে ধ'রে দিচ্ছি, তবু বল্‌ছে কি না মা বাপের নাম পর্য্যন্ত করি নাই গলায় দড়ি দিয়ে মর কাল নাইতে যাবার সময় পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছিলি? বুঝি তোর—আরে যাঃ (বিমুখ)

মালী ওঃ স্মরণ হলো আমি নাইতে যাচ্ছিলাম, মা আমার ঘাটে থেকে আ'স্‌ছিল, আমাকে দেখে বল্লে হাঁরে বাপ রাখাল! আমাকে একখানা কাপড় দেনা বাপ, আমার কাপড় জোড়াটা একেবারেই ছিঁড়ে গেছে তোর বাপ কদ্দিন থেকে আর কাজকর্ম্ম কর্ত্তে পারেন নাই, দু'পয়সাও আর রোজগার নাই কিসে কাপড় হবে। আমি অমনি বল্লুম

তা আমি কি জানি, আমার হাতে এখন টাকা পয়সা নাই। মনে মনে কল্লুম আমার মালিনীর জন্য আর একসাজ অলঙ্কার গড়িয়ে না দিয়ে কিছুতেই এক পয়সা অপব্যয় করব না।

মালিনী। (কেন, এ কথাটা কি এমন কথা যে তুই মনে মনে কর্‌লি, প্রকাশ কর্‌লি নে মাকে এত ভয়, যা আগে মাকেই কাপড় কিনে দেগে য, তোর আবার পয়সার অভাব কি?

মালী আমি ত আর খেপী নাই যত দিন আমি অজ্ঞান ছিলাম, ততদিন নয় তাদের কথায় চ'লে ছিলাম এখন তোমার কাছে থেকে অনেকটা জ্ঞান হয়েছে; আপন পর বুঝেছি, আর কিছুতেই ভুলব না।

মালিনী আমার বিশ্বাস হয় না স্বভাব যায় ম'লে, ময়লা যায় ধুলে?

মালী কি বল মালিনী আমি যদি আর মা বাপের কথা শুনি, তখন তুমি যা ইচ্ছে করো

মালিনী যা ইচ্ছে করে কি কর্‌বো, নির্লজ্জের কি লজ্জা থাকে, আমি ঐ এক কথার জন্য কতবার বল্লুম

মালী (উভয়কর্ণ উভয়করে ধারণ করিয়া) এই দেখ আমি গুরুর কান ধরে বল্‌ছি এর পর যদি আমার মা বাপ অনাহারে মারা পড়ে তবু আমি চেয়ে দেখ্‌বো না। আমি বেশ বুঝেছি, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপে লাভ নাই, বরং লোকসান আছে। কাল যদি মাএর সঙ্গে কথা না কইতাম তা হ'লে কি তোমাকে হারাতাম। উপস্থিত রাজবাড়ীর পাওনা কটা কি যেতো; ঠেকে শিখেছি

মালিনী ঠেকে শিখ্‌লে যাদু দেখ। এরপর যদি আমি আবার ঐরূপ

দেখি (বামহস্তে মালীর নাক ধরিয়া) তবে তোর এই নাক কেটে ফেল্‌ব, এবং ঘর থেকে তাড়িয়ে দিব।

মালী দিও দিও একশ'ত হাজার বার দিও, তাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখ কর্‌বো না

মালিনী দেখো, এই কথাই শেষ কথা

মালী এই শেষ কথা। দক্ষিণ করের পঞ্চাঙ্গুলি যোগ করিয়া মালিনীর অধর ওষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া স্বীয় অধরোষ্ঠ স্পর্শ করতঃ চুম্বন-সূচক শব্দ) মালিনী তুমি প্রকৃতই সুধার আধার। আমি এতক্ষণ জীবন্মৃত হয়ে প'ড়ে ছিলাম তুমি আমার যেই নাক মোলে দিলে, অমনি সর্ব্বাঙ্গে সুধা সিঞ্চন হ'ল, মৃতদেহে জীবন পেলাম। সাধে কি আমি তোমার চরণ ছাড়া হ'তে পারি নাই (পুনঃ ঐরূপ চুম্বন)

মালিনী নাগর! আমারও প্রেমের সাগর উথ্‌লে উঠলো, ইচ্ছে হ'চ্ছে প্রাণ খুলে একটা গান গাই

মালী। গাও প্রিয়ে গাও, আমার কাছে ভয় কি

মালিনী। তুমিও সঙ্গে সঙ্গে গাইবে ত?

মালী নিশ্চয় গাইব, না গেয়ে থাক্‌তে পার্‌বো কেন

গীত

ঝুর ঝুর ঝুর অনিল বহে
কোকিল ডালে গায়
ফুলের ভরে দুল্‌ছে শাখী
কত ভ্রমর আসে যায়॥
গাইছে কোকিল পঞ্চম স্বরে
ফুলে কত মধু ঝরে
দীঘির নীরে ফুটিয়ে কমল
স্বামীর সোহাগে গা দে লায়॥

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

—:০:—

কাশীধাম মন্ত্রণাগার।

(বিষণ্ণমনে রাজা উপবেশন, মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (প্রবেশ করিতে করিতে) আমি মনে করলাম আপনি স্বয়ম্বর সভাস্থলে গমন ক'রেছেন আমিও বেরতেছিলাম, এমন সময় হরিহরসিং গিয়ে বল্লে যে মহারাজ বাহাদুর মন্ত্রণাগারে ডাক্‌ছেন।

রাজা। এস, এই চিঠিখানি পাঠ ক'রে দেখ এবই নাম শুভকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন (পত্রদান) আমি স্বয়ম্বর সভাস্থলে কন্যাগণকে ল'য়ে যাবার অনুমতি গ্রহণ জন্যে গুরুদেব ও মুনি ঋষিগণের বাসায় যাচ্ছিলাম, এমন সময় হস্তিনাপুরের দুইজন দূত ছুটে এসে এই চিঠিখানি দিয়ে ব'ল্লে যে, হস্তিনাপতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবব্রত সসৈন্যে এই কাশীনগরীতে আগমন ক'রে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান আহ্নিক করছেন। পরে দেবদেব বিশ্বেশ্বরকে দর্শন ক'রে সত্বর সভাস্থলে উপস্থিত হবেন পত্রের ভাবার্থ কিন্তু অন্যরূপ আমি পত্রখানি পাঠ ক'রে কিছুই স্থির করতে পারি নাই। তাই তোমাকে আহ্বান ক'রেছি।

মন্ত্রী (মনে মনে পত্র পাঠান্তে) তাই ত, এ সময়ে হঠাৎ এরূপভাবে পত্র লেখার তাৎপর্য্য কি? পত্রখানিও অন্যকারই লেখা। (আলোকের দিকে পত্র ধরিয়া এবং ঐদিকে লক্ষ্য করিয়া)

লিখেছেন, মহাশয় আপনি স্বয়ম্বর কার্য্য বন্ধ ক'রে কৃপাপূর্ব্বক কন্যাগণকে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের করে অর্পণ করতঃ আমাকে চীরবন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিবেন অন্যথায় স্বয়ম্বর কার্য্য—সুসম্পন্ন সংশয়। নিবেদন গিতি। মহারাজ কুমার শ্রীদেবব্রত হস্তিনা লোকটা কি? উন্মাদ না বাতুল? আপনি কি জানেন এঁর কেমন প্রকৃতি? এবং মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের কিরূপ ভ্রাতা?

রাজা। শুনেছি তিনি অতি সরলপ্রকৃতি, অমিত বিক্রমশালী, মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

মন্ত্রী। তবে তিনি রাজা হলেন না কেন?

রাজা ওঃ সেই হস্তিনাকূট রহস্য এক কথায় সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব। এই যে পত্র লিখেছেন এঁর পিতার নাম ছিল শান্তনু শান্তনুরাজ একরূপ বিয়ে পাগল ছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে দুই সংসার ক'রেছিলেন, কিন্তু উভয় পত্নীর নিকটেই একরূপ সত্যে বন্দী হ'য়েছিলেন, শুনা যায় তাঁর প্রথম পত্নীর নাম ছিল গঙ্গা। তিনি যখন গঙ্গার পাণিগ্রহণে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তখন গঙ্গা নাকি বলেছিলেন যে, যদি আপনি আমার মতের বিরুদ্ধাচরণ ন করেন, তাহ'লে আপনাকে আমি পতিত্বে বরণ করি; কিন্তু যেদিন আমার মতের বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌বেন, সেইদিন আমি আপনাকে ত্যাগ ক'রে চলে যাব অথচ আপনি আমাকে কোন কথা বল্‌তে পার্‌বেন না। রাজা শান্তনু সেই কথামতেই অঙ্গীকার ক'রে গঙ্গার পাণিগ্রহণ করেন। তারপর পাষাণ তনয়া গঙ্গা আবার কেমন পাষাণী শোন; সে স্বীয় গর্ভসম্ভূত পুত্রগণকে

প্রসব করবামাত্রেই জলে বিসর্জ্জন করতে থাকে, সত্যে বদ্ধ রাজা কোন কথা বলতে পারেন না। এইরূপে ক্রমে সাতটী পুত্রকে জলে বিসর্জ্জন করে গঙ্গা যখন অষ্টম পুত্র এই দেবব্রতকে বিসর্জ্জন ক'রতে যায়, তখন শান্তনু ক্রোড় থেকে এই দেবব্রতকে কেড়ে লন। গঙ্গাও শান্তনুকে ত্যাগ ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান করে। রাজা শান্তনু, তারপর বিচিত্রবীর্য্যের মাতার পাণিগ্রহণ করেন, সে আবার কেমন মজার কথা শুনবে? বিচিত্রবীর্য্যের মাতা মাছের পেট থেকে বেরিয়ে ছিলেন ধীবরগণ এক সময়ে একটা প্রকাণ্ড মাছ ধ'রে কুটতে গিয়ে ঐ কন্যারত্নটাকে লাভ ক'রেছিল, এবং তারাই প্রতিপালনও ক'রেছিল সেই কন্যার অনূঢ়াবস্থায় মহামুনি পরাশরের অংশে শুনেছি ব্যাসদেবের জন্ম হয়েছে তারপর শান্তনু রাজ ঐ কন্যাকে বিয়ে ক'রেছিলেন। ধীবরগণ প্রথমে শান্তনুরাজকে পুত্র থাকা সত্ত্বে কন্যা প্রদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু এই সত্যব্রত ঐ ধীবরগণের নিকটে গিয়ে রাজা হব না এবং বিয়ে করবো না, এই দুটী অঙ্গীকার ক'রে ঐ কন্যাকে এনে পিতার বিবাহ দিয়েছিলেন সেইজন্যে দেবব্রত রাজা হ'তে পারেন নাই

মন্ত্রী। বটে? দুর্গা দুর্গা? এমন অকুল কুলে কি যেও ইচ্ছায় কন্যা সম্প্রদান করে? আপনি শীঘ্র কন্যাগণকে নিয়ে সভাস্থলে গমন করুন আমি ঘোড়ে চিঠির জবাব লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি

রাজা। সে যাই হোক, কিন্তু বল দেখি মন্ত্রী? এ সময় কি মতান্তর প্রকাশ করা উচিৎ? কন্যাগণ স্বয়ম্বরা হবে বলে আমি

রাজেন্দ্রগণকে নিমন্ত্রণ দিয়েছি। তাঁরা সকলে উপস্থিত হ'য়েছেন। শুধু উপস্থিত কেন স্বয়ম্বর সভাস্থলে গিয়ে কন্যাগণের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছেন আর এ সময়ে আমি অন্য মত প্রকাশ করবো—তাকি হ'তে পারে?

মন্ত্রী না—না—তাকি হ'তে পারে। আমি সেই জন্যেই ত বল্‌ছিলাম যে, লোকটা উন্মাদ না বাতুল? আপনি আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না। শীঘ্র শীঘ্র গমন করুন; আর বিলম্ব অনাবশ্যক।

রাজা। পত্রের উত্তর দিয়ে তুমিও শীঘ্র গমন ক'র্‌বে।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

(পত্র লিখন)

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:০:—

(বিশ্বেশ্বরের মন্দির—ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। হর হর বিশ্বেশ্বর, গৌরীপতি শঙ্কর, হর পাপ তাপ দেব দেব দিগাম্বর। প্রভু প্রণমামি। (জানু পাতিয়া প্রণাম করণ ও দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে)

জয় শশীশেখর গৌরীপতি শঙ্কর, নির্গুণ নিরাকার বিশ্বপতি।
জয় ভূতভাবন বিশ্ববিমোহন বিভূতি বিভূষণ পশুপতি
জয় হর দিগাম্বর দেব দেব মহেশ্বর, ত্রিদশঈশ্বর কাশীপতি
জয় করুণা সাগর, সর্ব্বগুণ কর, কিঙ্করে করুণা কর করি এ মিনতি,
জয় জয় আশুতোষ অগতির গতি

প্রভু শূলপাণি আমি উপস্থিত,—কন্যারত্ন লাভ আশে আপনার এই কাশীক্ষেত্রে এসেছি দেখো দেখো দেব। আমার সে আশা যেন পূর্ণ হয়। দেখো কৃপাময়! শুনেছি আপনার কৃপা ব্যতীত আশা পূর্ণ হয় না জগতে আশা পূর্ণ কোত্তে তুমিই একমাত্র কল্পতরু

গীত

জয় জয় হর বিশ্বেশ্বর [illegible] বিভূতি ভূষণং।
জয় ভূতনাথ ভূতনাথ ভবানি মনো রঞ্জনং॥
জয় জয় প্রভু শশীশেখর, অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কে জানে তব মহিমেং
জয় জয় দেব সর্ব্বময় সর্ব্বভূতে তব আশ্রয়
অগতির গতি তুমি পশুপতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণং॥
জয় জয় প্রভু দিগম্বর কম্বু কটীতটে বাঘাম্বর
জটা ত্রিশূলে শোভিত কর, ভকত ভয় ভঞ্জনং
জয় জয় প্রভু আশুতোষ বিশ্বরে কর প্রকাশ।
অন্য কিছু না চাহে মহেশ, দেহিমে ব্রত চরণং॥

(পত্র হস্তে জনৈক দূতের প্রবেশ ও ভীষ্মের হস্তে পত্র প্রদান)

ভীষ্ম (পত্র পাঠান্তে) কি? এতদূর স্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার।
আমার প্রদত্ত লিপিপাঠেও জ্ঞান জন্মায় না? ভাল! ভাল!

(পদত্যাগ) দেখিব, দেখিব আজি কাশীর ঈশ্বরে
দেখিব তার সেনাপতিগণে ;— কত শক্তা করিয়াছে লইব পরীক্ষা
তার যাই, যাই আগে নিকটেতে, যাই সভাস্থল মাঝে
বসিয়াছে যথা নৃপতির দল হেরি গিয়ে সে সবারে
হেরিয়া কার্ম্মুক বায়সবৃন্দ পলায় যেমতি তেমতি ন পলায়
যদি নৃপতিমণ্ডল মোরে হেরি,
সত্যব্রত নাম তবে বৃথা ধরি আমি
মম বিদ্যমানে কন্যাগণে লয়ে যাবে অন্য জন বরি ;
ধিক ধিক তবে বাহু বলে, ধিক এ জীবনে।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

কাশীধাম—বাসাবাটী

(শাল্ব সিংহাসনে সমাসিন)

বয়স্য (নেপথ্যে) তেরে থেটে তাক, তেরে থেটে তাক, তেরে থেটে তাক।

শাল্ব ঠাকুরটী আমাদের আজ কোথা থেকে তাল ধরে আসছে (ঐ দিকে নিরীক্ষণ)

বয়স্য (প্রবেশ করিতে করিতে) মেরেছি, মেরেছি, মহারাজ মেরেছি, আর কোথা যায়, এক, দুই, তিন তেমহলা তেমহলা তেমহলা (নৃত্য)

শাল্ব। তেমহলা কি সখ, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না যে।

বয়স্য তিনটে মহল, তিনটে মহল, তিনটে মহল

শাল্ব। (ঈষৎ হাস্য করতঃ)। উন্মাদ দ্বিজ কার তিন্‌টে মহল?

বয়স্য আর কার হ'তে পারে আপনার, আপনার। কাশীশ্বরের তিন কন্যা আপনার তিন মহিষী হলো।

শাল্ব। হ'ল। পাগল আর কারে বলে। হা, হা, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল

বয়স্য গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল কি বলেন মহারাজ এ জান্‌বেন পাতে পাতে পড়ে গিয়েছে, এর পর আস্তে আস্তে করপদ্মে ল'য়ে চাঁদ বদনে তুলে দিলেই আর কি আমি যেরূপ অনুসন্ধান ল'য়ে এসেছি তা'তে জান্‌বেন নিশ্চয় হ'য়েছে নিশ্চয় হ'য়েছে, অবধারিত হ'য়েছে অবশ্য অবশ্য হ'য়েছে, কোন সংশয় নাই, কোন সংশয় নাই। দিন কাগজ কলম দিন আমি লিখে দিয়ে রাখ্‌ছি

শাল্ব লিখা লিখিতে কাগজ নাই। আপনি এমন কি সন্ধান পেয়েছেন, শ্রীমুখে একবার ব্যক্ত করুন শুনি

বয়স্য সন্ধান। গুপ্ত সন্ধান, গুপ্ত সন্ধান পেয়েছি

শাল্ব গুপ্ত সন্ধান কিরূপ?

বয়স্য গুপ্ত সন্ধান বুঝেন না? (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করতঃ) এখানে কেহ নাই তো আমি অতি প্রত্যূষে উঠে অভ্যাগত মহীপাল বৃন্দের বাসায় বাসায় গিয়ে তাঁদের সকলের সৌন্দর্য্য পরিদর্শন ক'রে আসছি, আপনার ন্যায় শ্রীমন্ত রাজপুরুষ একজনকেও দেখ্‌লাম না যদিও দুই চারজন আপনার সমবয়স্ক আছেন। তারাও সকলে জরাজীর্ণ। বাকী সকলে বৃদ্ধ, নয় কুৎসিত

শাস্ত্র এই আপনার গুপ্ত সন্ধান হ, তা, হা, আমি ইচ্ছা ক'রে আপনাকে পাগল বলে থাকি।

বয়স্য। তা আপনি যা বলেন বলুন ; গুপ্ত সন্ধান মানেই চরম সন্ধান এই ত আমি চরম সন্ধান নিয়ে আস্‌ছি। এরপর আর এমন কি সন্ধান আছে আর এক কথা একবার স্থির চিত্তে ভেবে দেখুন দেখি, কন্যাগণ স্বয়ম্বর সভায় গিয়ে আপনার ন্যায় শ্রীমন্ত রাজপুরুষের মুখচন্দ্র অবলোকন ক'রে কখনও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বা কুৎসিত নরপালগণের গলে বরমালা প্রদান করবেন না, বিশেষে আপনি কন্যাগণের পরিচিত তবে একটু শুযাত্রাতে যাত্রা করা আবশ্যক শিবজ্ঞান খনার বচনে আছে বামেতে শব, শিবা, কুম্ভঃ দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজঃ যাত্রাকালে যঃ দৃষ্টস্তি অসাধ্য সুসাধ্য ভবেৎ সুতরাং এই কয়টি মঙ্গলসূচক পদার্থ সংগ্রহ করে যাত্রা করলে আর কোন সংশয় থাকবে না

শাস্ত্র। কেন দুই একটি পদার্থ সংগ্রহ থাকলে হয় না।

বয়স্য অবশ্য তাও হ'তে পারে, তারও একটা বচন আছে সে বচনটা আমার সম্পূর্ণ স্মরণ হ'চ্ছে না তার ভাবার্থ বুঝিয়ে দিচ্ছি। অভাবে কোন এক পদার্থের দ্বিগুণ ধরে নিতে হয়

শাস্ত্র তা হলে তো সংগ্রহ হয়েই রয়েছে আপনি যে দুইটী পদার্থ বিদ্যমান আছেন, একটু দক্ষিণ ভাগে সরে দাঁড়াইলেই হ'ল আর কি

বয়স্য। আমাকে কোন্ দুটি পদার্থ স্থির ক'রছেন

শাস্ত্র দক্ষিণে যে তিনটির আবশ্যক তন্মধ্যে আদি ও অন্ত।

বয়স্য। কি গরু আর ব্রাহ্মণ। বটে, তাতেই মন্দ কি, দুইটী পদার্থই

একরূপ অবধ্যের মধ্যে বটে সংসারে মৃত্যু ভয় না থাকলে আর ভয় কি? তাই নয় হ'লাম

(দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বারবান হুজুর অশ্বসংযোজিত রথ লয়ে সারথি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

শাল্ব শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি (প্রস্থান)

বসন্ত। (মৃদুস্বরে হাসিব) স্বস্তি, স্বস্তি। একি এ যে অমঙ্গলের লক্ষণ দেখ্‌ছি কেন কিন্তু আমার হঁচি ত অমঙ্গলসূচক নয়, আমার ব্রাহ্মণী কতবার পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, বিশেষ আমার ব্রাহ্মণী ত সামান্যা নন, একরূপ সিদ্ধেশ্বরী, কিন্নরী, মুখে তার অসিতা সরস্বতী বিদ্যমান। আমার মত হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে নাকে দড়ি দিয়ে নিরন্তর টেনে নিয়ে বেড়ান সর্ব্বদাই আমি গলে বস্ত্র দিয়ে দন্তে তৃণ নিয়ে হারমেনে থাকি, সেই জন্যই সাহস করে বলতে পারি কোন সংশয় নাই; কোন সংশয় নাই। যাই আমিও মহারাজের সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ম্বর সভায় গমন করি। একটু পিছিয়ে পড়্‌লে দ্বারবানগণ আর আমাকে কিছুতেই স্বয়ম্বর সভা প্রবেশ কর্‌তে দেবে না, গলে হস্ত দিয়ে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেবে। নিজের মান নিজের হাতেই রাখ্‌তে হয় একবার মান গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। এইরূপে ভুলিয়ে গুছিয়ে এই কলির কটাদিন কাটাতে পার্‌লেই সত্যযুগ আসবে, তখন আর কোন অভাব থাকবে না।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

—:*:*—

ময়দান

(গিরিশ আচার্য্য ও তৎপুত্র রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। বাবা! আর কতক্ষণে স্বয়ম্বর খেতে পাব বাবা।

গিরিশ। স্বয়ম্বর কি খেতে হয় রে হাবা ছেলে? স্বয়ম্বর দেখতে হয়, স্বয়ম্বর দেখ্‌বি এখন আয়

রমেশ তবে কি খেতে পাব বাবা?

গিরিশ লুচি সন্দেশ খাবি, আয় এখন চলে আয়।

রমেশ। লুচি সন্দেশ কেন খেতে দেবে বাবা?

গিরিশ রাজকন্যাগণ স্বয়ম্বরা হবেন তাই দেবে

রমেশ। রাজকন্যাগণ স্বয়ম্বরা কেন হবে বাবা?

গিরিশ বিয়ে হবে রে, বিয়ে হবে। বিয়ে বুঝিস নে?

রমেশ। যদি বিয়ে হবে, তবে সকলে স্বয়ম্বর কেন বল্‌ছে বাবা?

গিরিশ। স্বয়ম্বরের পর বিয়ে হবে, তাই সকলে স্বয়ম্বর বল্‌ছে।

রমেশ। তবে কিরূপে স্বয়ম্বর হয় বাবা?

গিরিশ। আঃ হতবুদ্ধে ছেলে। দাঁড়া তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমাদের কাশীরাজের তিনটি মেয়ে আছে, এই মেয়েদের জন্য মহারাজ নিজে গিয়ে বা লোকপাঠিয়ে কন্যাগণের পাত্র নির্ব্বাচন করেন নাই পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণকে নিমন্ত্রণ দিয়ে আনিয়েছেন, এবং গড়ের মাঠে যে সভা নির্ম্মাণ করিয়েছেন, সেই সভাতে শোভা করে সমস্ত রাজাধিরাজ-

গণ বসে আছেন বাজকন্যাগণ বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা হয়ে সকলে এক একটা ফুলের মালা হাতে করে নিয়ে, সেই সভাস্থলে গমন করেছেন, তারপর সেই হাজার হাজার রাজন্যবর্গের মধ্যে যে কন্যার যাকে পছন্দ হবে, অমনি তিনি তাঁর গলাতে মালা পরিয়ে দেবেন পরে আবার শুভদিন দেখে বিয়ে দেওয়া হবে এ স্বয়ম্বরের প্রথা এইরূপেই হয়েছে। যদি দেখ্‌তে চাস্‌তে শীঘ্রী চল্‌।

রমেশ হাঁ বাবা তবে ফলার কবে বাবা ?

গিরিশ স্বয়ম্বরের পরই ফলার হবে

রমেশ আমি খুব কোঁচে তুলবো বাব . একমোট বেঁধনেব। বরং খাব না, ঘরে গিয়ে খাব।

গিরিশ না রে ন তুল্‌তে নাই, উচ্ছিষ্ট তোলায় দোষ আছে। উচ্ছিষ্ট খেলে পর জন্মে দরিদ্র হয় চল একটু ছুটে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

:*:—

রাজপথ

(বিপিন পাল ও মহেশ্বর দত্ত নামক দুইজন ভদ্রলোকের প্রবেশ)

বিপিন রাজবাড়ীর ক্রিয়া কলাপ প্রায় অধিকাংশই রাজস্ ভ ব দেখা যায়।

মহে রাজস্ বলে রাজস্? আমি ত ভাই অনেক অনেক স্বয়ম্বর দেখেছি কিন্তু এমন অদ্ভুত বীর পুরুষ তো কখনও দেখি নাই, এবং কারু মুখে শুনিও নাই বাপ! লোকটার আস্ফালন এবং সাহস কত, শ্যেন পক্ষিগণ যেমন অসংখ্য কপোত বা ঘুঘু পাখী একত্রিত থাকা সত্ত্বেও তাদের যে কোন একটীকে লক্ষ্য করে আকাশপথে ধাবিত হয়ে গিয়ে তাকে আক্রমণ করে সেইরূপ হাজার হাজার বীরপুরুষ, রাজেন্দ্রগণের মাঝে বীরদাপে প্রবেশ করে, কন্যাগণকে স্বরথে তুলে নিয়ে চলে গেল, অত অত বীরপুরুষ রাজেন্দ্রগণের মধ্যে কেউ কিছু বলতে বা করতে পারলে না।

বিপিন বলতে পারবে কি হে? রাজেন্দ্রগণের কি আর জ্ঞান ছিল? প্রথমে ঐ যে আকাশপথে উঠে বজ্রনাদের ন্যায় তিনবার ধনুষ্টঙ্কার করে ছিল ওতেই ভূপালগণের চৈতন্য লোপ হ'য়েছিল! কারু চৈতন্য ছিল না আমারও বুকটা এখনও ধড়াস্ ধড়াস্ ক'র্‌ছে

মহে। তা বটে ভাই, তা বটে এরূপ অদ্ভুত ধনুষ্টঙ্কার যে কখন শুন যায় না। হঠাৎ এরূপ শব্দ শুনলে লোক মারা পড়ে

বিপিন। তা সত্য ভাই, তা সত্য। স্বয়ম্বর দর্শনে যেতে নাই। হঁ ভাই এই বীর পুরুষের নাম কি বল্লে, আমি ভুলে গেলাম

মহে। সত্যব্রত হে সত্যব্রত। হস্তিনাপতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সত্যব্রত চল একটু শীঘ্রী শীঘ্রী পা তোল অন্ধকার হ'য়ে আসবে এখন

[উভয়ের প্রস্থান

নবম দৃশ্য।

—:*:—

বনপথ

(শাম্বের প্রবেশ)

শাম্ব তস্কর! তস্কর! তস্কর সদৃশ, পশি সভাস্থল মাঝে কন্যাগণে লইয়া হরিয়া কি বলিব ছিনু আমি অতর্কিতভাবে অস্ত্র শস্ত্র ত্যজি, নতুবা সমুচিত দণ্ড পেত হাতে, হাতে দমে যেন দমনিয়া শমন জীব সমুদায়ে, তেমতি দমিতাম আমি তারে এখনও যগুপি দেখা পাই দুরাচারে, দিয়া শাস্তি বান্ধিয়া লইব সভা মাঝে, মুড়াইয়া দিব মাথা সবাকার কাছে, কাড়িয়া লইব রথ সহ কন্যাগণে যাই, দেখি গিয়ে কতদূরে যায় পলাইয়া।

(দ্রুতপদে এক পথ দিয়া প্রস্থান ও অন্যপথ দিয়া প্রবেশ, প্রবেশ করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করতঃ)

ওকে! ওকে যায় শূন্য পথে রথে তস্করের মত।
হবে বুঝি ঐ কুরু-কুলাধম ভীষ্ম কুলাঙ্গার

আর যাবে কোথা, আর কোথ পাইবে নিস্তার।
(উচ্চ কণ্ঠে) তিষ্ঠ ! তিষ্ঠ ! কুরু কুলাধম তিষ্ঠ ঐনথা।
শানিত কৃপাণ ল'য়ে ভেটিতে এসেছি তোমা,
তিষ্ঠ মূঢ়মতি।

(পুনঃ প্রস্থান ও প্রবেশ)

ভীষ্ম (প্রবেশ করিতে করিতে)
ওকে . সৌভদেশপতি শাল্বরাজ
পুনঃ কেন আইলি হেথায় নির্লজ্জ !
নিতান্ত কি মৃত্যু ইচ্ছা হ'য়েছে তোমার ?
ক্ষুদ্র শশক হইয় চাহিয়াছ রোধিবারে মৃগেন্দ্রের গতি,
ভাল ! ভাল ! সাবাসি সাহস তোর, উচ্চকণ্ঠে আমি।
কিন্তু নাহি পরিত্রাণ তব মৃত্যুপতি তোরে
করিছে আহ্বান, ধর্ম্মরাজপুরে
এস পাঠাইয় দিই আমি তাঁর সন্নিধানে

(বলিতে বলিতে প্রবেশ)

শাল্ব। রে তস্করের শিরোমণি কুরুকুলাধম,
কি গুণেতে কয় সবে জিতেন্দ্রিয় তোরে।
ভণ্ডকামুক যে তুই। কামুক নহিলে পর প্রণয়িনী
রমণীরে ল'য়ে যাবি কেন তস্করের মত করিয়া হরণ।
রে ভণ্ড কপটী ! তোর কপট ভণ্ডামি প্রকাশ হইল আজি,
আর না থাকিল ঢাকা পাপ, পুণ্য থাকে কি গোপনে ?
সত্বর প্রকাশ হয় দেশ দেশান্তরে।
ধিক, ধিকরে দুরু কুলাঙ্গার, শতধিক তোরে,
চৌর্য্য বৃত্তিকরি নিষ্কলঙ্ক কুরুকুলে কলঙ্ক রটালি

চিরতরে কিন্তু আর না পাইবি পরিত্রাণ,
পাপের উচিত ফল হাতে হাতে ফলে
কি বলিব, অতর্কিতে ছিনু আমি স্বয়ম্বর সভাস্থলে বসি
দূরে ছিল অস্ত্র শস্ত্র তাই জীবন লইয়ে পলায়ন করি
এসেছিস্ এতদূরে আর যাবি কোথা ,
দনুজ বংশীয় মোরা , দনুজ বংশের ভয়ে থর্ থর্ করি
কাঁপে সদা পুরন্দর বৈজয়ন্তধামে
(অসি নিষ্কাসন)

ভীষ্ম (হাস্য করিয়া) হা, হা, হা . রে মূঢ় .
বাক্যাড়ম্বরে নাহি হয় বীরত্ব প্রকাশ,
বিশেষতঃ মোর কাছে বৃথা
যে না জানে কবে তার কাছে,
কোথা ছিল এ শকতি স্বয়ম্বর
সভাস্থল মাঝে ।
জানা গেছে পরাক্রম তোমা সবাকার
এত শীঘ্র ভুলিলে কিরূপে,
শত শত নৃপ একত্র হইয়া প্রাণপণে যুঝে ছিলে নয়
বিপক্ষে আমার, মুহূর্ত্তেক কেন নারিলে
সহিতে বাসবের শরে যবে কাটা গেল পক্ষ,
পুঞ্জে পুঞ্জে পড়িল ভূধরবৃন্দ, তেমতি পড়িয়া
ছিলে কেন মৃতবৎ হয়ে ধরাতলে, মুহূর্ত্তেক
না হ'তে সংগ্রাম মম সনে । সেই কালে আমি
এই বাম পদাঘাত করি বিপক্ষ বীরবৃন্দ শিরে
কাড়িয়া ল'য়ছি এই কন্যারত্নগণে সভার ভিতরে ।
যাক্ । বৃথা বাক্য ব্যয়ে কিবা প্রয়োজন,

দেহ যুদ্ধ বিলম্ব না সহে।

শাম্ব আয় মূঢ়মতি।

[উভয়েব অসিযুদ্ধ করিতে কবিতে প্রস্থান

(বয়স্যের প্রবেশ)

বয়স্য (হাটু ধরিয়া প্রবেশ করিতে করিতে) গেলাম বাবা. মলাম, আর ছুট্‌তে পাবা যায় না এই নিবীড় বনে নিযন্তর ছুটে ছুটে ক্লান্ত হ'য়ে গেলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক ■ প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে এল আর ছুট্‌তে পাবা যায না। তবে এ সকল কিন্তু যাত্রার দোষ। যাত্রাকালে সময় অসময় নির্ণয় না ক'রে লুচি মণ্ডার লোভে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম, মনে কর্‌লাম রাজার সঙ্গে রাজবাড়ী স্বয়ম্বর সভায় যাচ্ছি, এতে আর অশুভের সম্ভাবনা কি, নিশ্চয় কিছু দিনের জন্য পেটের চিন্তা দূর হবে, লুচি মণ্ডায় উদর পূরণ ক'রবো, কিন্তু তা আর হলো না, বাবা তা আর হলো না, দিনেকের তরেও পেটের চিন্তা গেল ন লোকে বলে পেটের চিন্তা চিন্তাই নয়, কেবল পেটুকগণই পেটের চিন্তা করে, কিন্তু আমি দেখ্‌ছি তা নয় সংসার পেটুক সংসার পেটের জন্য ব্যস্ত পেটের জন্য অনেকের কুলমান এবং প্রাণ পর্য্যন্ত যাচ্ছে যাক্, এখন আমাদের মহারাজটা কেমন বোকা স্বয়ম্বর সভাস্থলে শত শত বীরেন্দ্র রাজগণ একত্রে যুদ্ধ করেও যাকে পরাস্ত কর্‌তে পারেন নাই, বনপথে এসে একলা তাঁর সঙ্গে এঁড়ে গরুর মত যুদ্ধ দিচ্ছেন। সেও কিসের জন্য! তুচ্ছ রমণীর জন্য। (কিয়ৎকাল নীরবে) থাকিয়া) না, না, রমণীকেও তুচ্ছ বলা যায় না লুচি মণ্ডার দ্বারা যেমন উদরের তৃপ্তিসাধন হয়, রমণীর দ্বারাও সেইরূপ

মন জুড়ায় রমণীই একমাত্র পুরুষের মন জুড়ান ধন, এবং সর্ব্বদাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। রমণীর জন্যও অনেকে ধন মান এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে থাকেন নিজের মনে না বুঝে অন্যের কর্ম্মে নিন্দা করা দোষ। রমণী রত্নও সহজে লাভ হয় না বাবা, বাবা; আমিই কি সামান্য চেষ্টায় আমার ব্রাহ্মণীকে লাভ করেছি? শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমের কথা দূরে থাক, অর্থাভাবে শেষে ভিটেমাটী পর্য্যন্ত বিক্রী করেছি, তবে গিয়ে প্রাণ জুড়ান-ধন প্রিয়তমাকে পেয়েছি। যা হোক, সে সব বিচার পরে হবে, এখন আমি উপস্থিত মহারাজের পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াই, কেন না যদি তিনি এই নিবীড় বনের মধ্যে কোন খানে পটল তুলেন, লাস খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে।

[দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রস্থান।

(ধনু যুদ্ধ করিতে করিতে শাল্ব এবং ভীষ্মের প্রবেশ
শাল্বের হস্ত হইতে শরধনু পতন, এবং কম্পিত
কলেবরে ধরাসনে উপবেশন ও শয়ন)

ভীষ্ম। ওকি। ওকি। ওকি সৌভপতি?
বাতাহত কদলি পত্রের ন্যায় থর্ থর্ হস্ত পদ
কাঁপিতেছে কেন? কি হইল তব? ত্যজি
শরাসন কেন হাঁটু পাতি বসিলে ধরায়?
মিটিল কি সমর আকাঙ্ক্ষা?
গর্ব্বিত বচনে মোরে কহিলে এখনি,
দনুজ বংশীয় নাকি তোমরা সকলে,
দনুজ বংশের রীতি এইরূপ কি?

যাও, যাও প্রাণ লয়ে কর পলায়ন।
অস্ত্র হীন জনে আমি নাহি মারি কভু

[ভীষ্মের প্রস্থান

(বয়স্তের প্রবেশ)

বয়স্ত। (প্রবেশ করিতে করিতে) কৈ বাবা! কোন্‌দিকে গেলে বাবা! সাড়া শব্দ যে আর কিছুই পাওয় যাচ্ছে না বাবা (সচকিতে দূরে দৃষ্টি করিয়া ভঙ্গী সহকারে) ওকে? ওকে! বাব, পটল তুলেছ? আমাদের শর্ম্মারাম কি? (নিকটে গিয়া) হাঁ তাই ত বটে। এই যে আমাদের শর্ম্মারামই সটান লম্বা হয়ে জমি মাপছেন। ওহো এ যে সর্ব্বনাশ হলো দেখছি। আমরা যে একবারেই অনাথিনী হলাম। মহারাজ! মহারাজ! (উত্তর না পাইয়া) কথা কচ্ছেন না যে? (বুকে হাত দিয়া) গতিক বড় মন্দ বলেই বোধ হচ্ছে। যা হোক নাকে তুলো দিয়ে আমি একবার পরীক্ষা করে দেখি। (তথাকরণ) না—না এখনও প্রাণবায়ু বেরোয় নাই। আমি একটু শুশ্রূষা করি (তথাকরণ) (শান্তের উপবেশন) রাজন্‌ রাজন্‌! দুঃখ করবেন না, দুঃখ করবেন না। সাধ্য কি? পুরুষের দশদশা বিশেষ কেহ দেখে নাই। কেবল আমি আর আপনি উপস্থিত এখান থেকে সরে পড়া যাক, চলুন

[শান্তের হস্ত ধরিয়া উত্তোলন ও উভয়ে প্রস্থান।

(গান গাহিতে গাহিতে ভাগ্যের প্রবেশ)

আমি মহামায়ার তনয়
তাঁর প্রসাদে আমি করি না কাহারে ভয়॥

(আমি) থাকি সর্ব্ব জীব শিবে,
(মোরে) জিজ্ঞাসা কেহ না করে, আমি কিন্তু
সকলের (ফলে) দিয়ে থাকি পরিচয়।
সুখ দুঃখ মান অপমান (মোর) কাছে থাকে বিদ্যমান,
জয় পরাজয়ে, লাভ লোকসান, আমারি দ্বারাতে হয়।
হর্ষ বিষাদ যেনা করে,—জ্ঞানী বলে বলি তারে,
মূর্খরা ত বুঝতে নারে, যায় না তাদের সংশয়।
প্রাপ্তি বোধিবারে, লোকে কত চেষ্টা করে,
পাবে না কোন প্রকারে (বৃথা) পরিশ্রম সার হয়।

[প্রস্থান।

(ঐক্যতান বাদন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনা অন্তঃপুর।

(সত্যবতী ও পরিচারিকা মালতীর প্রবেশ)

পরিচারিকা। রাণী মা! আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়, সেইজন্য কোন কথা বিশেষ করে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি না কিন্তু মা! আজ তিন দিন থেকে বৎস হারা গাভীর ন্যায় আপনার চঞ্চল স্বভাব দেখে আমাদের হৃদয়ে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। কেন মা, আপনার আজ তিন দিন হাসি নাই, চোখে ঘুম নাই, সেরূপ আহার নাই এবং আমাদের প্রতি কোন আদেশ করেন নাই বা উপদেশ দেন নাই নিরন্তর দুঃখ মনে যেখানে সেখানে বসে দাঁড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, অতর্কিতভাবে ইতস্ততঃ তাকাচ্ছেন কেন মা, কি হয়েছে মা? আপনি কি দুঃখে এত দুঃখিতা হয়েছেন মা।

সত্যবতী বাছা! একরূপ বৎস হারা গাভীর মতই বটে হস্তিনা-চাঁদ সত্যব্রত আমার কাশীক্ষেত্রে স্বয়ম্বর সভাস্থলে গমন করেছে, বলে গেছে কন্যাগণ যদি মনোনীতা না হয় তাহ'লে বিপক্ষ রাজগণকে পরাভব করে কন্যাগণকে হরণ করে নিয়ে

হস্তিনায় প্রত্যাগমন করবো। কিন্তু বাছা, আজ তিন দিন হলো এখনও আসছে না কেন, তাই ভাবছি। ছেলে আমার অত্যন্ত দুর্ব্বল আছে। দ্বাদশ বৎসর অনাহারে, অনিদ্রায় তীর্থে তীর্থে ঘুরে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে এই দুর্ব্বল অবস্থায় অসংখ্য রাজেন্দ্রগণের সঙ্গে বিবাদ বাধিবে সেই ভয়ই আমার দুঃখের কারণ হয়েছে।

পরি মা তবে সেজন্য আর ভয় নাই. মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় সে ভয় দূর হয়েছে জমাদারের মুখে শুনলাম জ্যেষ্ঠ মহারাজ স্বয়ম্বর সভাস্থ বিপক্ষ রাজেন্দ্রগণকে পরাভব করে তিনটী কন্যারত্নকেই লাভ করেছেন সৈন্যগণ নিরাপদে এসে হস্তি-নায় প্রবেশ করেছে। কন্যাগণ সহ জ্যেষ্ঠ মহারাজও এলেন বলে। যমুনা তটে স্নান আহ্নিক করছেন।

সত্য বলিস কি পরিচারিকা। তোর মুখে ফুল চন্দন লেগে থাক। যা দেখি তোর একবার জমাদারকে ভাল করে জিজ্ঞাসা কোরে আস্‌বি

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম (নেপথ্যে) মা।

সত্য এস বাবা। এস

ভীষ্ম (কন্যাগণকে দেখাইয়া) এই দেখুন আপনার চরণ প্রসাদে শূলপাণি শঙ্করের কৃপায় কাশীক্ষেত্রে আমি তিনটী কন্যারত্ন লাভ করেছি গ্রহণ করুন এরপর গুরুদেবের অনুমতিক্রমে শুভদিন নির্ণয় করে ভ্রাতঃ বীচিত্রবীর্য্যে করে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

সত্য। এস এস মাতৃগণ। (ভীষ্মের প্রতি) বাপ সত্যব্রত। আমি কত

তপস্যার ফলে যে তোমা হেন পুত্ররত্ন লাভ করেছ তা বলা যায় না। সংসারে এরূপ পুত্র লাভ করা অতি দুর্লভ বাপরে এইজন্যই তোমার পিতা তোমার ভীষ্ম নাম থুয়ে গেছেন।

পরি বালিকাগণ! ইনি তোমাদের শশ্রূদেবী হলেন, ভক্তিভরে এঁর চরণে প্রণাম কর।

(অম্বিকা ও অম্বালিকার তৎকরণ অম্বার অধোবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন)

সত্য কেন মা, তুমি যে অধোবদনে রোদন করতে থাকলে মা! কি হয়েছে মা!

অম্বা। (রোদন করিতে করিতে) জননী আপনি রমণিগণের শিরোমণি আপনার নিকট রমণী ধর্ম্ম অবিদিত নাই। আশা করি আপনাকে বিশেষ ক'রে কোন কথা বলতে হবে না। অবশ্যই দুঃখিনীর মনোগত ভাব বুঝতে পারবেন কিন্তু জননী! যদি আপনিও এই দুঃখিনীর কথায় কর্ণপাত না করেন, তা হলে আপনাকেও রমণী হত্যার পাতকিনী হতে হবে আমি নিশ্চয় গরল ভক্ষণে নয় উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জ্জন করবো। আমি অন্য পতিকে ভজন করবো না। মাগো! আমি পূর্ব্বেই যে গৌড়দেশপতি মহারাজ শাল্বকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি। (রোদন)

গীত।

জীবনে আমি, আর অন্য স্বামী, ভজিবে না মাগো —কহি সত্যবাণী
গৌড়দেশেশ্বরে, পুষ্পোদ্যানে হেরে, মনে মনে তারে,—বরেছি জননী॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি [illegible] আছ সব,
আশা করি তাই অব্যাহতি পাব,
বালিকা হইয়া কি আর জানাব
রমণী ধরম রাখ মহারাণী॥

তোমার ভরসা এখন আমার,
ম কর মা তুমি কহিলাম সার,
সঙ্কট সাগরে করম উদ্ধার,
দিয়ে পা, তে ম র চরণ তরণী ।
দুঃখিনীর কথা না শুনিয়ে কাণে,
সমর্প' কর যদি অন্য জনে,
পশিব জীবনে কিম্বা হুতাশনে
(নয়) গরল ভ গে ত্যজিবে পর ণী

সত্য (ভীষ্মের প্রতি) বাপ্ ?

ভীষ্ম । বালিকে ? তুমি উপস্থিত যে কথ উল্লেখ করছো, কেন পূর্ব্বে এই কথা স্বয়ম্বর সভাস্থলে উল্লেখ কর নাই ? তাহলে আমি তোমাকে সেইখানেই ত্যাগ ক'রতাম ! এই হস্তিনাপুরে ল'য়ে আসতাম্ কেন ?

অম্বা । বীরবর ! আমি ■ আপনাকে শত বার এই কথা স্বয়ম্বর সভাস্থলে নিবেদন করেছি । তবে বোধ হয় তুমুল কোলাহল ধ্বনিতে এই দুঃখিনীর কথা আপনার কর্ণগোচর হয় নাই ।

ভীষ্ম । ওঃ আচ্ছা যাই হো'ক এর পর আমি তোমার এবং নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করে আর তোমাকে রক্ষা করতে চাই না চল বহির্দ্বারে গমন কর আমি সারথিকে অনুমতি করে দিচ্ছি তুমি সত্বর রথারোহণে পিত্রালয়ে গমন কর

অম্বা । না দেব আমি রথাদি কোন যানেই আরোহন ক'রবো না । এবং পিত্রালয়েও যাব না । আমাকে অনুমতি করুণ আমি সৌভদেশে গমন ক'রবো ।

ভীষ্ম শোন ভদ্রে ; আমার কথা শোন তুমি রথাদি কোন যানে আরোহণ কর আর নাই কর চল আমি দুজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত

করে দিচ্ছি, তাদের সঙ্গে বিশ্রামালয়েই গমন কর (সত্যবতীর প্রতি) মা। আমি উপস্থিত বিশ্রামাগারে গমন করছি। আপনিও এই কন্যাদ্বয়কে ল'য়ে কক্ষ মধ্যে গমন করুন

সত্য। বাপ, বিশ্রামান্তে আর একবার অন্তঃপুরে এস।

ভীষ্ম যে আজ্ঞা জননী।

[ভীষ্মের প্রস্থান

সত্য। এস মাতৃগণ, আমার সঙ্গে এস। আর পারিচারিকে কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে ল'য়ে আয়।

[সত্যবতীর প্রস্থান।

(অম্বিকা ও অম্বালিকা অধোবদনে দণ্ডায়মান)

অম্বা। যাও ভগ্নিগণ, ওঁর সঙ্গেই গমন কর আমরা গর্ভধারিণীকে হারিয়েছি আর আমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। এখন ইনিই তোমাদের গর্ভধারিণী স্বরূপা দাঁড়িয়েছেন আজ থেকে ওঁর উপদেশ গ্রহণ করো। আদেশমত কার্য্য করো। শ্রদ্ধার সহিত ওঁর সেবা করো, কখনও ওঁর মনে যন্ত্রণা দিও না এইটাই আমার শেষ উপদেশ (উভয় হস্তে উভয়ের কর ধারণ করতঃ রোদন) প্রাণাধিকাগণ! পিত্রালয়ে এতদিন আমরা তিনভগ্নিই নিরন্তর একসঙ্গে ছিলাম একসঙ্গে শয়ন করেছি এক সঙ্গে ভোজন করেছি, এক সঙ্গে বেড়িয়েছি, একসঙ্গে খেলা করেছি এবং মা মঙ্গল চণ্ডীর জন্য একসঙ্গে পুষ্প চয়ন করে তাঁর পূজো করেছি ভগ্নিগণ! মা মঙ্গল চণ্ডীর কৃপায় তোমরা দুই ভগ্নি একসঙ্গেই থাকলে এ হতভাগিনী অম্বাই কেবল তোমাদিগকে ত্যাগ করে স্থানান্তরে চল্লে, আর আমি তোমাদের দেখা পাব না (। হস্তত্যাগ ও রোদন

সম্বরাস্তে) ভগিনীগণ রোদন সম্বরণ কর, কক্ষ মধ্যে প্রবেশ কর। যাও আর দাঁড়িয়ে থেকো না

[পরিচারিকাসহ অম্বিকা ও অম্বালিকার প্রস্থান

অম্বা যাই আমিও কোনরূপে শৌভদেশে আমার মনচোরের নিকট যাই তিনি যে আমাকে মন বাঁধা দিয়ে আমার মন চুরি করে নিয়ে গেছেন আমি যে মনে মনে তাঁর চরণে জীবন যৌবন সমর্পণ করে দিয়েছি তাঁর জন্যে আমার প্রাণ যেরূপ কাঁদছে, বোধ হয় তিনিও সেইরূপ কাঁদছেন আর নূতন ক'রে কিছু পরিচয় দিতে হবে না একবার চোখে চোখে দেখা হলেই হবে। যাই, সেই মনচোরের নিকট সৌভদেশে গমন করি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শৌভদেশ উপবন

(শাল্বের প্রবেশ)

শাল্ব ধিক্ এ কাপুরুষের হেয়-ঘৃণ্য জীবনে ধিক এ অসার মাংস পিণ্ডধারীর জীবনে ধিক মানবকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে অর্থ সামর্থ না থাকলে তার জীবন ধারণ বৃথা। একি সামান্য পরিতাপ। সর্ব্ব সুলক্ষণা, ইন্দুবিভাননা, পূর্ণ যৌবনা শ্রেষ্ঠা কুলোদ্ভব রমণী অভিযাচিতা হয়ে আমাকে আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু আমি এমনি কাপুরুষ যে তাকে গ্রহণ করতে পারলাম না ধিক্ আমাকে, শতধিক্ আমাকে। আহা! পুষ্পোদ্যানে

পুষ্প চয়ন করতে করতে সে আমাকে অবলোকন করে। কুলমান লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে দেব দিনমণিকে সাক্ষী কোরে আমায় আত্মসমর্পণ করেছিল, এবং সেই অনুরাগও তার বিদ্যমান ছিল স্বয়ম্বর কেবল ভাণ মাত্র পিতার গৌরব লাঘব ভয়ে স্বয়ম্বর উপলক্ষ্য ক'রে ছিল, যদি তা না হ'তো তা'হলে স্বয়ম্বর সভাস্থলে গমন কোরেই আমার প্রতি আড়নয়নে চাইত কেন? এবং নিষ্ঠুরাধম ভীষ্ম যখন তার করে ধরে রথে তুলতে যায়, তখন উচ্চৈস্বরে মহারাজ সৌভদেশাধিপতি রক্ষা করুন, রক্ষ করুন ব'লে আর্ত্তনাদ কর্ল্লো কেন? অহো এখনও যে আমার নয়ন সেই পূর্ণচন্দ্রনিভাননীর রূপমাধুরী দর্শন করছে কর্ণ এখনও যেন সেই মধুরভাষিণীর সুমধুর বাণী শ্রবণ করছে না, আর না, আর আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই আমি যখন সেই পূর্ণেন্দুনিভাননী অভিযাচিতা রমণীকে রক্ষ করতে পারলেম না, এবং তার সহবাসে বঞ্চিত হলাম তখন এ পাপ জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী (স্বগতঃ) আহা, মহারাজ বাহাদুর স্বয়ম্বর সভাস্থলে গমন কোরে ভীষ্মের নিকট পরাস্ত হয়ে অতি লজ্জিত হয়েছেন বোধ হয় সেই জন্যে রাজসভায় গমন করেন না। নিরন্তর পুষ্পোদ্যানেই অবস্থান করছেন। যাই কোনরূপে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে সান্ত্বনা করি (নিকটে গিয়া প্রকাশ্যে) রাজন! আমি আপনার হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পথ প্রদর্শক। আপনিই আমাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই বলে,

সেই সাহসে, আপনাকে কয়েকটী কথা নিবেদন করতে এসেছি, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। নরেন্দ্র আপনি যে আজ এক সপ্তাহ রাজসভায় গমন করেন না এবং রাজ্যের কোন তত্ত্ব রাখেন না সে কিরূপ? এ ত নরপালের কর্ত্তব্য নয় নরপালের কর্ত্তব্য শত সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করেও প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় রাজ সভায় গমন করা প্রজা সাধারণের আবেদন গ্রহণ করা এবং ন্যায়ানুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা কারণ রাজা স্বয়ং ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ, রাজদণ্ড ভয়ে সকলেই বাধ্য থাকে ধর্ম্ম ভয় অপেক্ষাও রাজদণ্ড ভয় অতি প্রবল ধর্ম্মভয় অনেকের নাই কিন্তু রাজদণ্ড ভয় সকলেরই আছে অথচ প্রজাগণকে সৎপথে পরিচালন করবার জন্যেই রাজা—সুতরাং প্রজাসাধারণের হিতের জন্যে রাজাকে প্রাণপণ করা উচিত, এবং প্রজাসাধারণের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত যদি রাজাকে কষ্ট স্বীকার ক'র্ত্তে হয়, ন্যায়বান রাজা সজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন না। পুরাবৃত্ত রামায়ণে ত অবগত আছেন, শ্রীরামচন্দ্র প্রজারঞ্জন জন্যে কিরূপ ব্যবহার ক'রেছিলেন? এমন কি লোকাপবাদ ভয়ে তিনি স্বীয় লক্ষ্মীরূপিণী সহধর্ম্মিণীকেও পরিত্যাগ করেছিলেন ভুলেও কখনও তাঁর নাম উল্লেখ করেন নাই। নরনাথ! আপনিও সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত! আপনারই বা অভাব কি? তবে যে আপনি সামান্যা রমণীর জন্য প্রাণ পরিত্যাগের কামনা করছেন, এ কথা প্রজাসাধারণে শুনে কি বলবে? রাজা যদি গোপনেও হিংসা দ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অকর্ত্তব্য কর্ম্মব্যবহার করেন তবে ঐরূপ অকর্ত্তব্য ব্যবহারী সাধারণ প্রজাকেও আর তাঁর ন্যায়ানুসারে

দণ্ডবিধান কর্‌বার অধিকার থাকে না এবং সেই রাজ্যের প্রজাসাধারণেরও, সে রাজার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা হ্রাস হ'য়ে যায়। অতএব মহারাজ! এ সমস্ত জেনে শুনেও প্রজা-সাধারণের অপ্রিয়ভাজন হ'তে চাচ্ছেন কেন? স্থির হন্ ধৈর্য্য ধরুণ। আর সে তুচ্ছ রমণীর নাম উল্লেখ কর্‌বেন না

শাম্ব। মন্ত্রী! আমি ত তুচ্ছ রমণীর জন্য দুঃখ কর্‌ছি না। আমার দুঃখ এই যে অসংখ্য ভূপালগণের সাক্ষাতে ক্রূরমতি ভীষ্ম অন্যায়রূপে কন্যাগণকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল, কিন্তু আমরা এমনি কাপুরুষ যে তাকে আর কোনরূপে শাস্তি দিতে পার্‌লেম না।

মন্ত্রী। নরনাথ! এ সব দৈবায়ত্ব কাজ। পূর্ব্ব কর্ম্মফল দৈবরূপে পরিণত হয়ে জীবের পরজন্মের কর্ম্মবরে অবস্থান করে ও যথা সময়ে প্রকটীত হয়। সে জীবনে তার কিছুই খণ্ডন হয় না। সেই জন্যে সংসারে দৈবই একমাত্র বলবান

শাম্ব সেই জন্যেই ত আমরা সকল কাজে বিফল মনোরথ হ'য়ে থাকি মন্ত্রী। আমাদের স্থির বিশ্বাস কৈ? আমরা কখনও দৈবকে বলবান ধরি, আবার কখন পুরুষকারকে বলবান ধরি

মন্ত্রী। রাজন্। স্থিরচিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে দৈব এবং পুরুষকার এ দুই তুল্য বলে বিবেচিত হয়। কেন না, আমরা সমুদয় মনুষ্য ও পুরুষকার সাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ হ'য়ে আছি একমাত্র দৈব বা একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কি উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ। পর্জ্জন্য পর্ব্বতের উপর সলিল সিঞ্চনে কি ফল পাওয়া যায়? কিন্তু উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে সলিল সিঞ্চনে প্রচুর ফল জন্মে। সুতরাং দৈবহীন পুরুষকার এবং পুরুষকার শূন্য দৈব উভয়েই নিতান্ত

নিষ্ফল। দৈব এবং পুরুষকার উভয়ে অনুকূল থাকলে মনুষ্যের অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হ'য়ে থাকে একথাই নিশ্চয়। যাক আপনি আর স্বয়ম্বরের কোন কথাই আন্দোলন কর্‌বেন না। আজ থেকে পূর্ব্বের ন্যায় রাজসভায় গমন কর্‌বেন, এইটী আমার শেষ নিবেদন। তবে এখন আমি আসি

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

(বয়স্যের প্রবেশ)

বয়স্য। (নেপথ্যে) বলিহারী যাই, বলিহারী যাই।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্

মহারাজ, শ্রীমতির আগমন, চক্ষুর কর্ণের বিবাদভঞ্জন, ক'রে ফলারের আয়োজন ফলার, ফলার, ফলার যে সে ফলার [illegible] বাবা। পাকা ফলার, চর্ব্যচুষ্য লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ ফলার। গলায় গলায় ভোজন করে গন্ডিতে গন্ডিতে বন্ধন, শ্রীমতীর আগমন চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন। কর ফলারের আয়োজন (নৃত্য)

পার্থ সখা যে আজ কবিকণ্ঠ হয়ে পড়েছেন দেখ্‌ছি এত আনন্দ কিসের সখা ?

বয়স্য। আনন্দ, আনন্দই বটে। আনন্দ বৈকি নিরানন্দ। যাদের স্ফুটিক স্বভাব, তাঁরাই শুভকার্য্যে নিরানন্দ প্রকাশ করে। এর চেয়ে আনন্দ আর কি আছে শ্রীমতীর আগমন চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন, কর ফলারের আয়োজন আর কুঞ্জবনে বাস করা বৃথা হবে না। আজ থেকে বাসর ঘর মানাবে বলিহারী যাই, বলিহারী যাই। এতদিন আমার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ছিল,

আজ আমার সে বিবাদ মিটলো। নৈমিষ্যারণ্যে দ্বাদশবার্ষিক [redacted] দর্শন করতে গিয়ে মুনিদের মুখে শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান শুনেছিলাম,—পোড়া মাছ নাকি জলে পালিয়েছিলো কিন্তু সে কথায় আমার বিশ্বাস ছিল না, আজ বিশ্বাস জন্মাল। সব হ'তে পারে বাবা সব হ'তে পারে। একমাত্র কপালের দ্বারা সব হ'তে পারে বাব। যার জন্তে হাজার হাজার লোক লস্কর হাতী ঘোড়া মারা পড়লো স্বয়ং মহারাজ প্রাণপণে চেষ্টা করলেন এবং আমরা ব্রহ্মণমণ্ডলী লক্ষ লক্ষ বিল্বদলে রক্ত চন্দন মাখিয়ে নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় বলে সাতদিন ধ'রে শিবের মাথায় অর্পণ করলাম কিন্তু তখন কিছু হলো না কেউ কিছু করতে পারলেম না। আজ আবার বিনা ফিকিরে ঘরে বসে সেই নিধিকে পাওয়া গেল, বলিহারী যাই, বলিহারী যাই, চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন, চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন। যাই মহারাজেরও চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করি। শ্রীমতীকে কুঞ্জবনে পাঠিয়ে দিই আগে বাসর শয্যা হোক, পরে এসে ফলার পাকাব।

[বয়স্তের প্রস্থান

শাখ সখা আমার নিরন্তর আনন্দিত মনেই আছেন ভয় ভাবনা কাকে বলে জানেন না এটাও একটা সুখের বিষয় বটে।

(অন্তরায় নেপথ্যে গীত)

কোথায় হে পরাণ বঁধু দুঃখিনীর জীবনধন
দেখা দিয়ে এ দাসীরে কর দুঃখ নিবারণ॥
অনেক যতন করি, বহু দুঃখ সহ্য করি,
এসেছি তব নগরী, সেবিতে রাতুল চরণ॥

যে দুঃখ সয়েছি আমি, জানেন সব অন্তর্য্যামী
সাক্ষাতে পাইলে আমি করিব হে নিবেদন॥

শাল্ব ওকি! কোন বিরহিনী রমণী সঙ্গীত ছলে স্বীয় বিরহ প্রকাশ ক'চ্ছে নয়? হাঁ তাইত বটে তবে কি কাশীরাজবালা অম্বা এসেছে নাকি? এই জন্যেই কি সখা আমার, শ্রীমতীর আগমন, শ্রীমতীর আগমন বলে বল্‌ছিলেন? না—না তাকি হ'তে পাবে! ওযে অসম্ভব তাদের যে ভীষ্ম রথে তুলে নিয়ে হস্তিনায় গমন ক'রেছে সে নিষ্ঠুর বাঘের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে কিরূপে? তবে যদি সে ইচ্ছায় ত্যাগ ক'রে থাকে কিন্তু তাই বা কিরূপে সম্ভব। রমণী রত্ন লাভ ক'রে ইচ্ছায় কে কোথায় ত্যাগ ক'রেছে। এবং যদিও করে তারা নিতান্ত নরাধম। যাহা হোক একটু পরেই বিদিত হব কিন্তু যদি কাশীরাজবালা অম্বাই হয়, তাহ'লেও তাকে গ্রহণ করা হবে না। কেননা গ্রহণ কর্‌লে পৃথিবীস্থ রাজন্যগণ আমাকে উপহাস কর্‌বে এবং প্রজাসাধারণেও আমাকে হেয় জ্ঞান কর্‌বে।

(অম্বার প্রবেশ)

কে?

অম্বা। গীত।

আমি শ্রীচরণ সেবাদাসী
তুমি হে আমার, জীবন আধার, রোহিণীর যেন শশী।
পড়ে নাকি মনে কুসুম কাননে, মৃগয়া ছলে পশি,
করে ধরিবারে চেয়েছিলে যারে আমি সেই তব প্রেয়সী।
ছিছি শস রাজ, এ কেমন কাজ, দাসীরে করে উদাসী,
(তোমার) কেমন পরাণ না রাখ সন্ধান নিশ্চিন্তে রয়েছ বসি

(আমি) অবলা পরাণে বিজন বিপিনে (কত) সহিলাম দুঃখ রাশি,
এই মনচোরা ধনে, পাইব কেমনে, ভাবিতাম দিবানিশি॥
যা হবার সব গত হয়ে গেল (তাহে) নয় হে দুঃখিতা দাসী,
এস হৃদয়েস বামে লয়ে বঁস, আনন্দ সাগরে ভাসি॥

শাহ কৈ না আমি তোমায় চিন্‌তে পারছি না।

অম্বা নাথ! মনে কি নাই? দাসী বলে মনে কি নাই? কুসুম কাননের কথা মনে কি নাই? যেদিন আপনি মৃগয়া ছলে কুসুম কাননে গিয়ে এ দাসীর করে ধর্‌তে চেয়েছিলেন, সেদিনের কথা মনে কি নাই? আমি ■ ভুলি নাই নাথ! আমার সে সব মনে আছে। আমি যে আপনাকে আত্মসমর্পণ করেছি। আমি সেইদিনই আপনার এই রসরাজমূর্ত্তি হৃদয় পটে এঁকে নিয়ে জীবন যৌবন সঁপেছি। আর ত ভুলি নাই, শয়নে স্বপনেও ভুলি নাই আর অপেক্ষা কেন? পূর্ব্বে কুসুমকাননে দাসীকে যেরূপ আগ্রহে আলিঙ্গন কোত্তে চেয়েছিলেন, আজ একবার সেইরূপ আগ্রহে আলিঙ্গন প্রদান করুন। এ দাসীর চির পিপাসার শান্তি করুন আর কি ভয়ে অধোবদনে রয়েছেন সকল দুঃখ দূরে থাক ভয় ভাবনা সব মিটেছে (করে ধরিতে উদ্যত)

শাহ দূর ■ কুহকিনী, কুহকজাল বিস্তার কর্‌তে এখানে এসেছিস্? সরে য, তুই যে কুলটা কুলটাকে স্পর্শ কর্‌লে পাপ হয়

অম্বা প্রাণেশ্বর! পাপ হয়। একি রহস্য কর্‌ছেন, না,সত্য বল্‌ছেন? যদি রহস্য করে থাকেন তাহ'লে উপস্থিত ক্ষমা করুন, কেন না আমার জীবন কণ্ঠাগত হয়ে আছে। আজ সাতদিন আমি

অনাহারেই আছি নরব্যাঘ্র ভীষ্ম যখন আমাকে স্বয়ম্বর সভাস্থল থেকে রথে তুলে নিয়ে যায়, সেই সময় আমি এই বলে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম যে, যদি আমি পুনরায় সৌভদেশাধিপতি মহারাজের চরণ দর্শন করতে পাই তবেই আহার ক'রবো, নয় অনাহারেই জীবন বিসর্জ্জন করবো। জীবিতেশ্বর সপ্তাহ অতীত হ'য়েছে, অষ্টাহে পড়েছে। উপস্থিত দাসীর প্রতি কৃপাকটাক্ষপাতে আশ্বাসিত করুন পরে যা বলতে হয় বলবেন বা যা ক'রতে হয় করবেন (রোদন) কান্ত নীরবে রইলেন যে, তবে কি সত্যসত্যই এ দাসীর প্রতি দ্বিধ জন্মেছে। জীবিতেশ্বর! যদি তাই হয়ে থাকে, এ দাসীর প্রতি যদি দ্বিধাই হ'য়ে থাকে পরীক্ষা করুন। আমি আপনার নিকট পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি অগ্নি পরীক্ষাদি আপনি আমার যে পরীক্ষা গ্রহণ ক'রতে চান, আমি তাতে কুণ্ঠিত নই। নয় দেবদিনমণিকে জিজ্ঞাসা করুন তাঁর তো কিছুই অগোচর নাই তিনি ত ত্রিলোকের লোকের পাপ পুণ্য দর্শন করছেন তাঁর নিকট পাপ পুণ্য গোপন থাকে না। আমি তাঁরই সাক্ষাতে বলছি যদি আমি স্বপ্নেও অন্য পুরুষ সংসর্গ দোষে দোষী হয়ে থাকি, তবে এখনি যেন আমার দেহ শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে যায়

শাল্ব — শোন প্রেয়সী! তুমি আমার সম্মুখ থেকে সরে যাও নতুবা হতমান হবে।

অম্বা — নাথ! আমি আপনার নিকট মান চাই না আমার হতমানই ভাল! স্বামীর নিকট আবার রমণীর মান কি? শুধু মান কেন, রমণীগণের কুল, মান, লজ্জা, জীবন, যৌবন

ইত্যাদি স্বামীর নিকট অর্পণ করা থাকে। স্বামীই রমণীর কুল মান, লজ্জা এবং জীবন যৌবনের কর্ত্তা। কান্ত! যদি কেহ নিজের দেহ নিজেই কেটে ফেল্‌তে চায়, তা হ'লে অন্যের সাধ্য কি যে তা রক্ষা করে আমি আপনাকে কুসুম-কাননে যেদিন হেরেছি, সেই দিনই কুল, মান, লজ্জা জীবন যৌবন সব সঁপেছি এদেহের কুল, মান, লজ্জা জীবন যৌবন সব আপনারই আপনি যা ইচ্ছা করুন সেজন্য দাসী অণুমাত্র দুঃখিতা নয়।

শাম্ব কুলটে তুই দুঃখিতা হবি কেন। তুই যে নটী, নটীর কি লজ্জা ভয় থাকে?

অম্বা নাথ আপনি যা বল্‌বেন সকলি সহ্য কর্‌বো, কিন্তু বারবার নটী এবং কুলটা বলে যে সম্বোধন কর্‌ছেন সে কথা আমার সহ্য হচ্ছে না

শাম্ব তুই নটী নস্‌ত কি?

অম্বা হা অদৃষ্ট! (পতন ও মূর্চ্ছা)

শাম্ব আহা। রমণী যে সাধ্বী সে বিষয়ে সংশয় নাই কিন্তু একে আমার গ্রহণ কর্‌বার উপায় নাই কারণ সংসারের ব্যবহার যে মন্দ সামান্য দোষ থাক্‌লেই সকলে দোষের কীর্ত্তনই ক'রে থাকে সহস্র গুণ থাকলেও কেহ গুণের বর্ণন করে না শুনা যায় ত্রেতাযুগে রাম মহিষী জনকসুতা সীতাকে লঙ্কার দশাননও হরণ ক'রে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল। রাম অলৌকিক পরাক্রমে সেই প্রবল প্রতাপশালী লঙ্কেশ্বরকে সমূলে নির্ম্মূল করতঃ সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা ক'রে গ্রহণ ক'রেছিলেন। সীতা স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী ছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রও সসাগরা বসুন্ধরার

একছত্র রাজা ছিলেন তথাপি লোকে যখন সেই সীতার কলঙ্ক রটনা ক'রেছিল, তখন এ সকল সাধারণ রমণীর কলঙ্ক রটনা ক'রবে তার আর বিচিত্র কি পণ্ডিতগণ বলেন দুর্নাম রটনা অপেক্ষা জীবন যাওয়াই ভাল। রমণী বেশ মূর্চ্ছিতা হ'য়েছে। আমি স্থানান্তরে গমন করি

[শাবের প্রস্থান।

অম্বা। (গাত্রোত্থান করিতে করিতে) নাথ পদে ধরি, মিনতি করি, দুর্ব্বাক্য বলে দাসীকে আর যন্ত্রণা দেবেন না আমি যে আপনা ব্যতীত কিছুই জানি না (উন্মাদিনীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করতঃ) কৈ? আমার হৃদয় বল্লভ কৈ? লুকালে? জীবিতেশ্বর। লুকালে? দাসীকে গ্রহণ কর্‌বার ভয়ে লুকালে। নয়নের অন্তরাল হ'লে কান্ত! নয়ন অন্তরাল হ'লে হও কিন্তু দাসীর হৃদয় অন্তরাল হ'তে পার্‌বে না। দাসী যে ঐ রসময় মূর্ত্তি হৃদয়-পিঞ্জরে পুরে রেখেছে জীবন থাক্‌তে সে মূর্ত্তি কে কেড়ে নেবে? (ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া করযোড়ে) মা জগৎমাতা শৈলসুতা! পদাশ্রিতা দাসীর প্রতি একবার কৃপানেত্রে চাও। আমার কান্তর মতি ফিরিয়ে দাও। ওহো! মা গো! বোধ হয় আমি চঞ্চল স্বভাবে আপনার অর্চনা কর্‌তাম, সেই জন্য আমার মনোভিলাষে বিঘ্ন ঘটছে। যাই তাঁর অনুসন্ধান করি, যদি তিনি নিতান্তই দাসীকে গ্রহণ না করেন, এ নগরের এক প্রান্তে তো থাক্‌তে দেবেন

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বন

শ্রৌত মুনির আশ্রম।

(শিষ্যসহ শ্রৌতমুনির প্রবেশ)

শ্রৌত হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন রে। বহু যত্নে সংসারের বিষয় ভোগ বাসনা পরিত্যাগ ক'রে অবশ্যকর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হয়েছিস্, দেখিস্ আর ভুলেও সেই সংসারের বিষয় ভোগ বাসনার মায়ায় মুগ্ধ হস্‌নে সে মায়ার অনুচর হিংসা দ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনা তার অধীনে থাকলে নিশ্চয় তারা আক্রমণ করে অক্ষয় পাপপঙ্কে লিপ্ত করবে, জন্ম-জন্মান্তরেও পরিত্রাণ পাবিনে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, হিংসা দ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই তাই বলি মন, আর সংসারের বিষয় ভোগ বাসনার মায়ায় মুগ্ধ হস্‌নে। কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্রতী হ, নিরন্তর রাধা-রমনকে চিন্তা কর্ হরিবোল হরিবোল হরিবোল

জ্ঞান গুরুদেব! অগাধ জলনিজলের নিকটে বাস করেও আমি যে পিপাসিত থাকলেম! এ কৃত পুণ্য এবং অক্ষয় পাপ যে কাকে বলে তাতো জানলেমই না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সংসারের কর্ত্তব্য বুঝে উঠতে পারলেম না এ কি সামান্য দুঃখ গুরু-দেব! কল্পতরুর আশ্রয়ে বাস করে ক্ষুধা পিপাসার যন্ত্রণা, এ কি সামান্য দুঃখ, বলুন, বলুন গুরুদেব কৃপাকরে আজ সেই সব বিষয় বলুন, সংসারের কর্ত্তব্য বিষয় এবং করি ভব

সংসারের কর্ত্তব্য বিষয় শ্রবণ ক'রে এই অজ্ঞানান্ধ জ্ঞানের চিত্ত স্থির হোক সংশয়, পিপাসা মিটে যাক।

শ্রৌত। বৎস জ্ঞান! তুমি যে জ্ঞান মার্গের অধিকারী হয়েছ। বাপ! তোমার মুখে আজ আমি জ্ঞান মার্গের কথা শুনে অত্যন্ত সুখী হলাম যদিও জ্ঞান মার্গের কথা অন্যকে বাক্যদ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া সহজ সাধ্য নয় কিন্তু সে অজ্ঞানের পক্ষে, তোমার ন্যায় জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে নয়। তবে—বৎস্য সময়ের প্রয়োজন সংসারের কর্ত্তব্য বিষয় শ্রবণ কোত্তে অধিক সময় লাগবে কেন না পৃথক পৃথক বর্ণশ্রেণীর দেশ-কাল-পাত্র এবং কারণ নির্ব্বিশেষে পৃথক পৃথক বহুবিধ কর্ত্তব্য এবং কতিপয় অবশ্য কর্ত্তব্য আছে উপস্থিত সন্ধ্যা বন্দনাদির কাল প্রায় সমাগত হ'য়ে এল। চল আগে সন্ধ্যা বন্দনাদির কার্য্য সম্পন্ন কোরে আসি পরে সবিস্তারে বর্ণন করবো।

জ্ঞান। গুরো! এই যে কতিপয় অবশ্য কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করলেন কৃপাকরে ততক্ষণ তাই কীর্ত্তন করুন। পৃথক পৃথক বর্ণাশ্রমীর অবশ্য কর্ত্তব্য কি? এবং অকৃত পুণ্য আর অক্ষয় পাপ কাকে বলে উপস্থিত আমি তাই শ্রবণ করি, পরে সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য সুসম্পন্ন ক'রে যাবতীয় কর্ত্তব্য বিষয় যথাযথ শ্রবণ করবো

শ্রৌত বৎস জ্ঞান! কারণ নির্ব্বিশেষে মানব জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অত্যধিক, তবে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের সংখ্যা প্রায় কম। সর্ব্ব বর্ণের গৃহাশ্রমীরই ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন দ্বারা অতিথি সৎকার অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সন্ন্যাস এবং বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে অর্থ সংগ্রহ এবং বিষয় ভোগ বাসনা একবারে পরিত্যাগ করা

অবশ্য কর্ত্তব্য। তা ছাড়া যাবতীয় বর্ণাশ্রমীর পক্ষেই, কায়-মনোবাক্যে ক্ষমা সরলতা, দয়া, সত্য সন্তোষ এবং শ্রদ্ধার সহিত নিয়ম ও সময় মত পঞ্চ ভাব রক্ষা করা, দেব ঋষি ■ পিতৃযজ্ঞ করা এবং সন্ধ্যা বন্দনাদি ব ভগবানের নাম কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য এই ত মানব জীবনের সাধারণতঃ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মকেই প্রকৃত পুণ্য কর্ত্তব্য বলা হয়। আর হিংসা দ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনাই অক্ষয় পাপ-স্বরূপ এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। একমাত্র হরিনামে কোটী ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষয় হয় কিন্তু হিংসা দ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই বা ক্ষয় হয় না।

জ্ঞান হে ভববন্ধন মোচনকারী। এ যে জ্ঞানের মনের আবার ধাঁ ধাঁ লেগে গেল যে হরিনামে কোটী কোটী ব্রহ্মহত্যা-পাপও ক্ষয় হয়, সেই হরিনামে হিংসা দ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনা এই সামান্য পাপ ক্ষয় হয় না এর কারণ কি?

শ্রৌত তার কারণ আছে বৎস তবে শোন যার হৃদয়ে হিংসা দ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনা বিদ্যমান থাকে তার হৃদয় কলুষিত হয়, সে কলুষিত হৃদয়ে যে কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন সমস্তই পণ্ড হ'য়ে যায় এমন কি যে ব্যক্তির হৃদয় কলুষিত তার কর্ণে প্রবেশ মাত্র হরিনাম মাহাত্ম্যও নষ্ট হয়। দুগ্ধেই তার প্রমাণ র'য়েছে, দুগ্ধ ত সকল আহার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সকল খাদ্যের গুণ একমাত্র দুগ্ধেই বিদ্যমান, দুগ্ধ পান দ্বারা আয়ুবৃদ্ধি স্মৃতি ও বুদ্ধি বাড়ে, এমন কি দুগ্ধ পানে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু সেই দুগ্ধও ■ অপরিষ্কার পাত্রে দোহন কল্লে তার গুণ থাকে না, সেই অপরিষ্কার পাত্রের

যোষে শরীর পোষণোপযোগী তার যাবতীয় গুণ নষ্ট হয় অতএব বৎস দুগ্ধ যেমন অপরিষ্কার পাত্রে প্রবিষ্ট হবামাত্রই নষ্ট হয় সেইরূপ হিংসা দ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারীর কলুষিত হৃদয়ে হরিনামের ফল নষ্ট হয় সুতরাং চিত্ত অশুদ্ধির জন্য তাদের পাপ ক্ষয় হয় না

জ্ঞান। গুরুদেব! তবে যে অনেকানেক মহাত্মার মুখেই শুনা যায় হরিনামই একমাত্র ভবরোগের মহৌষধি, হরিনামে সকল পাপ দূরে যায় একমাত্র হরিনামামৃত পান কর্‌লে আর তাকে ভব সংসারে কষ্ট পেতে হয় না, অনায়াসে সে ভবার্ণবে তরে যায়, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

শ্রোত সত্য বৎস্য, হরিনামামৃত ভবরোগের মহৌষধি সত্য কিন্তু বৎস কুপথ্য ব্যবহার করে শুধু কি ঔষধ সেবনে ফল লাভ হয়? বরং শুধু সুপথ্য ব্যবহারেও অনেক সময় রোগের উপশম হয়ে থাকে কুপথ্য ব্যবহারে কিছুতেই রোগের উপশম হয় না এ কথা কে না জানে তবে ঔষধ ও সুপথ্য দুইটীরই প্রয়োজন, তা হলে আর কোন সংশয় থাকে না। হরিনাম মহৌষধি সেবনের সুপথ্যই হচ্ছে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা সরলতা দয়া সত্য সন্তোষ এবং শ্রদ্ধা। যাঁরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত কায়মনোবাক্যে ক্ষমা সরলতা দয়া সত্য এবং শ্রদ্ধারূপ সুপথ্যের ব্যবহারও হরিনাম মহৌষধ সেবন করেন তাঁদের ভবরোগের নিবৃত্তি [redacted] আর সেইরূপ ব্যক্তিকে [redacted] বলে। ভক্তের অসাধ্য কিছুই থাকে না, এবং তাঁদেরই আর বার বার ভবরোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এই জন্যই মহাত্মাগণ সংক্ষেপে বলেছেন যে হরিনামই ভবরোগের মহৌষধি।

হরিনাম করা একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, হরিনামাবধি যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে যার যতদূর ভক্তি থাকে এবং যিনি যতদূর ক্ষমা সরলতা, দয়া, সত্য ও সন্তোষের সহিত ব্যবহার করেন, পরিণামে তিনি ততদূর সুফল লাভ করে থাকেন। (সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) বৎস্য মধ্যাহ্নকাল হয়ে এলো। ভগবান আদিত্যদেব গগনের মাঝখানে উপস্থিত প্রায়। চল এর পর সরযূতীরে চল, আগে সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য সুসম্পন্ন ক'রে আসি পরে তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় বর্ণনা করবো।

জ্ঞান। যে আজ্ঞা, গমন করুন

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

বনপথ।

(অম্বার প্রবেশ)

অম্বা। অন্ধকার, অন্ধকার। দিবানিশি অন্ধকার। হতভাগিনী অম্বার চক্ষে দশ দিক অন্ধকার কেউ নাই, কেউ নাই। স্বজনবান্ধব কেউ নাই। হায় রে, ভাগ্য দোষে স্বজনবান্ধব সব হারিয়েছি কোথা যাই! কোথা যাই! কি আশায় কোথা যাই। লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে সাত দিন ধ'রে কি আশায় বনে বনে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, যতই

যাচ্ছি ক্রমে ততই কণ্টকাকীর্ণ নিবিড় কানন দৃষ্ট হ'চ্ছে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ঙ্কর রব শুনা যাচ্ছে কিন্তু তারা আমাকে গ্রাস ক'চ্ছে না যে আর যে চল্‌তে পারি না। কুশাঙ্কুরে পদতল বিদ্ধ হ'য়ে গেল, নিবিড় বনের কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হলো তথাচ পাপ প্রাণ যেতে চাচ্ছে না প্রাণ যাও প্রাণ যাও এ পাপ অধার দেহ ছেড়ে প্রস্থান কর, আর এ দেহে থেকো ন আর কি আশায় ■ দেহে বাস কর্‌বে ?

আর যে সুখ হবে না। রাজকুমারী হয়ে যখন অনাথিনী, কাঙ্গালিনী, পথের ভিখারিণী হলাম, তখন আর সুখের সম্ভাবনা কোথায় ? তুমি আর থেকো না। অধার পাপ হৃদয় ছেড়ে যাও। স্বয়ম্বরের দিনাবধি আজ এক পক্ষ ক্ষুধা, নিদ্রা, আমাকে ত্যাগ ক'রেছে, তুমিও ত্যাগ কর। (পতন)

(ছদ্মবেশে কর্ম্মের প্রবেশ)

কর্ম্ম। না আব না, আর অ মার অলক্ষে থাকা চলে না যাই রাজকুমারীর নিকটে যাই গিয়ে আশাপ্রদানে সুস্থ করি। আশাই মানবগণের জীবন ধারণের একমাত্র সহায়। আশা-তেই সকলে জীবন ধারণ কোরে থাকে এবং আশার আশেই নানারূপ ক্লেশ সহ্য ক'রে। এই রাজকুমারী অদ্য একপক্ষ অনাহারে থেকেও কেবল আশার আশ্বাসে আজ সাতদিন এই কণ্টকাকীর্ণ নিবীড় বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অদৃষ্ট ফল অখণ্ডনীয় স্থির কোরে আশার শেষ ভেবে মূর্চ্ছিতা হয়েছে। যাই এই সময় কর্ম্মশ্রেষ্ঠ বলে আশ্বাস দিয়ে তাকে

সাহায্য দান করি। বিপদে সাহায্য করাই বন্ধুর কাজ। বিশেষ অম্বার কর্ম্মে যোগদিতে কালের অনুমতিও আছে কিন্তু অম্বার নিকটে গিয়ে প্রথমে আমাকেই আত্মপরিচয় দিতে হবে কি বলে পরিচয় দিব? শুনেছি ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তগণকে ছলবার জন্যে সময়ে সময়ে গরীব ব্রাহ্মণরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, আমিও কি সেই ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিব? না, না, ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়া হবে না। কেন না আধুনিক অধিকাংশেই ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ ক'র্ত্তে চায় না বিশেষে তো গরীব ব্রাহ্মণের উপদেশ সকলেই অগ্রাহ্য করে। তবে কি বলে পরিচয় দিব (একটু চিন্তা করতঃ) হঁ তাই ভাল এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেই—পরিচয় দিব (নিকটে গিয়া) অম্বা কাশীরাজ দুহিতে। স্থির হও, ধৈর্য্যধর বুক বাঁধ, বুকবেঁধে উঠ, উঠে কথা কও নিরাশাকে অন্তর থেকে তাড়িয়ে দাও এই নবীনা বয়সে হতাশ্বাস হও কেন? চেষ্টার অসাধ্য কি আছে। উঠ উঠে কথা কও।

অম্বা। (পতিতাবস্থায়) কে? গৌড়দেশাধিপতি মহারাজ (রোদন স্বরে) নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, নির্দ্দয়, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না

কর্ম্ম। আহা! রমণীগণের অন্তকরণ কি সরল। এতদূর যন্ত্রণা সহ্য করেও শাল্ব রাজার প্রতি অম্বার অনুরাগ যায় নাই। অজ্ঞান অবস্থায় বেবভাবেও তার নাম কীর্ত্তন করছে যাক্, উপস্থিত আমি শীঘ্র এর চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করি। (অম্বার নিকটে গিয়া বাতাস করতঃ) অম্বা! অম্বা! কাশীরাজবালা অম্বা, উঠ দুঃখ ত্যাগ কর। দুঃখ পরিত্যাগ করে কথা কও।

অম্বা। আপনি কে? এবং কিরূপেই বা এ দুঃখিনীর দুঃখ বৃত্তান্ত অবগত হয়েছেন (বলিতে বলিতে গাত্রোত্থান)

কর্ম্ম। বৎসে! আমি এই বনের অধিষ্ঠাত্র দেবতা। দৈবশক্তি প্রভাবে আমি তোমার সমস্ত দুঃখ বৃত্তান্ত অবগত আছি। তুমি যে অজ্ঞানতা বশতঃ জীবন বিসর্জ্জনই শ্রেয় ভেবেছ, এটা তোমার ভুল ধারণা। দুর্লভ মানব জীবন ধারণ ক'রে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ভোগের আশা পরিত্যাগ ক'রে ইচ্ছায় কে কোথায় জীবন বিসর্জ্জন করেছে? সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, ধৈর্য্য ধর, মন স্থির কর, নিশ্চয় পরিণামে শুভ হ'বে।

অম্বা। দেব! সে সৎকর্ম্ম কিরূপ এবং কিরূপেই বা অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে

কর্ম্ম। বালিকে! বাক্যদ্বারা কর্ম্ম কৌশল বুঝিয়ে দেওয়া অপেক্ষা আদর্শ কর্ম্ম দর্শন কোরে শিক্ষা করাই সুবিধা। কেন না কার্য্য কৌশল শ্রবণ করলে যতদূর জ্ঞান জন্মে আদর্শ কর্ম্ম দর্শন ক'রে তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান জন্মে। সুতরাং আদর্শ কর্ম্ম দর্শন করেই শিক্ষা লাভ করা শ্রেয়স্কর। এই বনের অনতিদূরে শৌত মুনির আশ্রম আছে। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, উপস্থিত তাঁর নিকটে গমন ক'রে কর্ম্মের আদর্শ দর্শন এবং শ্রবণ ক'রে নির্ভুল কর্ম্ম কৌশল শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

অম্বা। দেব! আশীর্ব্বাদ করুন! মুনি আশ্রমে গমন করেই যেন তাঁর অনুগ্রহ লাভ করি। প্রণগামী (তথাকরণ ও প্রস্থান)

কর্ম্ম। জয়হস্ত রাজবালা! মনোভিলাষ পূর্ণ হোক। (অন্তর্ধান)

পঞ্চম দৃশ্য।

—•:*:•—

শ্রৌত মুনির আশ্রম।

শ্রৌত মুনি ও জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান। গুরু দেব, আপনার বাক্যে আমার আরও একটী বিষয় সংশয় জন্মেছে। আপনি একদিন বলেছিলেন যে মানবগণ দেহান্তের পর এক বৎসরকাল প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। তাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশধরগণ পিতৃযজ্ঞ স্বরূপ শ্রদ্ধায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয় সমাপন ক'রলে পর, সেই প্রেত প্রেতত্বমুক্ত হ'য়ে বৎসরান্তে পিতৃগণের সহিত মিলিত হয় এবং অদ্য আবার আপনার মুখেই শুন্‌লাম যে জীবের পতন নাই মানবগণ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, প্রাণিগণও সেইরূপ জীর্ণ কালেবর ত্যাগ ক'রে কর্ম্মানুসারে নব কলেবর প্রাপ্ত হয় কৃপাময়! এই দ্বিধাবাক্যে আমার মনে সংশয় জন্মেছে কৃপা ক'রে আমার এই সংশয় মোচন করুন। যদি মানবগণ দেহান্তের পরই কর্ম্মানুসারে নব কলেবর প্রাপ্ত হয় তা'হ'লে স্বর্গ [redacted] নরক ভোগ করে কে? প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় কে? আর বৎসরান্তে প্রেতত্ব মুক্ত হ'য়ে পিতৃগণের সহিত মিলিতই বা হয় কে? এবং কিরূপেই বা জলপিণ্ড তাঁদের নিকট পৌঁছে

শ্রৌত। বৎস! বেদবাক্যে দ্বিধা করা দোষ। নাস্তিকেরাই বেদবাক্যে দ্বিধা করে, সুতরাং তাদের পরকাল নাই বিশেষে [redacted]

দ্বিধার কোন কারণ নাই। জীবের পতন [redacted] না এ কথাই সত্য জীর্ণ দেহ ত্যাগ ক'রেই নবদেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বৎস যেই সে নবদেহ প্রাপ্ত হয় সেই নবদেহেই পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মের জন্য স্বর্গ ব নরক ভোগ করে থাকে। সুখ মানেও স্বর্গ, আর দুঃখ মানেই নরক অতুল ধনধান্য পুত্র পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হ'য়ে উপযুক্ত বাসভবনে দীর্ঘকাল নিরন্তর সুস্থ শরীরে প্রফুল্ল মনে বিবিধ বিষয় ভোগ ও উপভোগাদি দ্বারা পূর্ণ মনোরথের নাম স্বর্গ, আর নিরন্তর জরা ব্যাধির যন্ত্রণা অন্ন কষ্ট- অকাল মৃত্যু শোক অখাদ্য খাদ্য ভক্ষণ, অনুপযুক্ত বাস ভবনে বাস এবং আত্মবিচ্ছেদাদি কলহ [redacted] মনের গ্লানি ইত্যাদি অপূর্ণ মনোরথের নাম দুঃখ বা নরক এইরূপেই প্রাণিগণ স্বর্গ ব নরক ভোগ করে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে ভোগ হয়। এবং পরজন্মকেই পরকাল বলে আর এই যে পিতৃলোক এবং প্রেত বা প্রেতত্ব মুক্তির বিষয় তোমার মনে সংশয় জন্মেছে, সে বিষয়েরও শাস্ত্রের বিধানানুসারে বর্ণন করছি শ্রবণ কর। করুণাময় ঈশ্বর যে কোন না কোন এক একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই ব্রহ্মাবধি কীটানুকীট পর্য্যন্ত সৃষ্টি ক'রছেন। এবং সকলেরই জীবিকার সংস্থান ক'রে দিয়েছেন, তিনিই তাদের ও জীবিকার সংস্থান ক'রে দিয়েছেন মানবগণের প্রদত্ত হব্য কব্যই তাঁদের জীবিকার সংস্থান। মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদাতা, যে প্রেত প্রীত্যর্থে মানুষ মানে [redacted] বৎসর পিণ্ড প্রদান করে, তদ্বারাই প্রেতের জীবিকার সংস্থান হয় বৎসরান্তে পিণ্ডদাতা সেই প্রেতের দায়ে মুক্ত হয় সুতরাং এই প্রেতত্ব মুক্ত তদন্তর ঐ যে পিতৃগণ উদ্দেশ্যে [redacted] অন্ন প্রদান করা হয় তদ্বারাই পিতৃগণের

জীবিকা নির্ব্বাহ [illegible] ঈশ্বরের বাক্য মাহাত্ম্যে এবং শ্রদ্ধার সাহায্যে ঐ প্রদত্ত [illegible] পিণ্ড হব্যকব্যরূপে তাঁদের নিকট পৌছে

জ্ঞান। প্রভো তা'হলে পুত্রের দ্বারা পরলোকগত জনকজননীর কোন উপকার হয় না কারণ তাঁরা যখন দেহত্যাগের পরই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কলেবর ধারণ করেন তখন পূর্ব্বজ পুত্রের প্রদত্ত জলপিণ্ড তাদের নিকট পৌছিবার সম্ভাবনা কি এবং প্রয়োজনই বা কি?

শ্রৌত আছে বৎস। সম্ভাবনাও আছে, প্রয়োজনও আছে বরং বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেন না জনকজননী পরলোকগত হ'য়েও কোন না কোন কুলেই জন্ম গ্রহণ করেন তাঁরা যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, অবশ্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়, পূর্ব্বজ পুত্রের সাহায্যে প্রচুর খাদ্য মিলে অর্থাৎ পূর্ব্বজ বংশধরগণ যদি জলপিণ্ড দান করে, ঈশ্বরের বাক্য মাহাত্ম্যে পরলোকগত জনকজননীর প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত খাদ্য ভোগ হয়।

সৎকর্ম্মের গুণে যদি তাঁহারা দেবতা হ'য়ে থাকেন তবে প্রচুর পরিমাণে সুধাপান ক'রে সুখী হন, আর কর্ম্মের দোষে যদি তৃণভোজী পশু হ'য়ে থাকেন, প্রচুর পরিমাণ ঘাস ভোজন ক'রে সুখী হন পুত্রাদি হীন থাক্‌লে বা বংশধরগণ জল পিণ্ড প্রদান না কর্‌লে তাঁরা প্রচুর ভোজন সুখে বঞ্চিত হন এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলেছেন যে পুত্রহীন ব্যক্তির স্বর্গ নাই। (অন্যমনস্ক হইয়া কুটীরের বহির্দ্দেশে দৃষ্টিকরতঃ) দেখ দেখি বৎস! কুটীরের বহির্দ্দেশে শুষ্কপত্রের উপর কার পদশব্দ শ্রুত হ'চ্ছে।

জ্ঞান (কুটীরের বহির্দ্দেশে গমন করিয়া অম্বার প্রতি) কেমা ! তুমি বিপদগ্রস্থার ন্যায় একাকিনী বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ ? কোথায় যাচ্ছ ?

অম্বা কে আপনি ? পরিচয় দিন

জ্ঞান। আমি মুনি শিষ্য, নাম জ্ঞান।

অম্বা হে মুনিশিষ্য জ্ঞানানন্দ ! আমি একজন অনাথিনী দুঃখিনী ভাগ্য দোষে স্বজন বান্ধব সব হারা হ'য়েছি। উপস্থিত মুনি আশ্রম খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি কৃপা ক'রে মুনিবরের নিকটে ল'য়ে চলুন।

জ্ঞান। এইত মুনিবরের আশ্রম, এই দিকে এস

অম্ব (মুনির নিকট গমন করতঃ প্রণাম করিতে করিতে) মুনিবর প্রণমামি

শ্রোত কেমা, কেমা তুমি ? তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন ক'রে রাজ কুমারী বলে অনুমান হয়। আহা বালিকা বয়সে এত দুঃখের কারণ কিমা ? কি হয়েছে মা ! কি কারণে শ্রাবণের বারি ধারার ন্যায় নয়নযুগল থেকে জল ঝরছে। বলমা, কেঁদে কেঁদে যে নয়নযুগল জবাফুলের কুঁড়ির মত করেছ। দর্শন ক'রে বুক ফেটে যাচ্ছে।

অম্বা। মুনিবর ! আমি কাশীরাজের জ্যেষ্ঠ কন্যা, নাম অম্বা। নিজ কর্ম্মদোষে পিতামাতা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব হারা হ'য়েছি। এই ধরামাঝে আমাকে আমার বলতে কেউ নাই।

এই দীনাহীনা নিরাশ্রয়া হ'য়ে আপনার রাতুল চরণে আশ্রয় গ্রহণ [illegible] এসেছি উপস্থিত আপনি কৃপা ক'রে এ হতভাগিনীকে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করুণ। (পদতলে পতন)

গীত।

ধরি পদে, এ বিপদে, রাখ মুনিবর
আমি অনাথিনী রাজনন্দিনী কেউ নাই [redacted] মার॥
চিরদিন অম্বিকার সেবেছি চরণ নাহি করি কিছু॥ত্রে
পাপ আচরণ (কিছু জানিনা গো)
(পাপ পুণ্য কারে বলে)
তথাপি যে কেন হলো এ দশা আমার॥
পিতা মোর কাশীশ্বর সর্ব্ব গুণাকর,
মাতামহ হন মোর প্রশ্রয় ঈশ্বর
(আর কত বন্ধু আছে গো) (আত্মীয় স্বজন আদি)
(তবে) হারায়েছি সে সবারে, হয়ে স্বয়ম্বর॥

শ্রোত। উঠ মা উঠ, উঠে কথা কও। (তপাকরণ) কেন মা, এমন কি কুকর্ম্ম ক'রেছ যে তার [redacted] পিতা মাতা পর্য্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন।

অম্বা। মুনিবর! এই দুঃখিনীর দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুণ। মাতা শৈল সুতার অর্চ্চনার জন্য আমরা তিনভগ্নিই প্রতিদিন পিতার পুষ্প-স্থানে পুষ্প চয়ন করতাম একদিন দৈবযোগে সেই পুষ্পোদ্যানে সৌভদেশাধিপতি মহারাজ শাম্বের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় (অবনত মস্তকে) তার রূপলাবণ্য দর্শন ক'রে ছন্নমতি হ'য়ে আমি মনে মনে তাঁকে পতিত্বে বরণ করি এবং তিনিও আমাকে গ্রহণ করিব ব'লে অঙ্গীকার করেন কিয়দ্দিন পর পিতা আমাদের স্বয়ম্বর করেন। পৃথিবীর রাজেন্দ্রগণ স্বয়ম্বর সভায় সমুপস্থিত হয়েছেন এবং পিতার আদেশানুসারে আমরাও স্ব স্ব পতি নির্ব্বাচন হেতু সভায় গমন করি. ইত্যবসরে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম ঐ সভায়

উপস্থিত হয়ে রাজেন্দ্রগণকে পরাজয় করতঃ, গাঙ্গেয় আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী অম্বিকা অম্বালিকাসহ আমাকে স্বরথে উত্তোলন করেন। গঙ্গাপুত্রকে আমি তখন কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ শাম্বের প্রতি আমার অনুরাগের কথা নিবেদন করি, কিন্তু তখন তিনি এই দুঃখিনীর কোন কথাতেই কর্ণপাত করেন নাই হস্তিনাপুরে লয়ে যান পরে যখন তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত আমাদের বিবাহের প্রস্তাব করেন তখন আমি আবার শাম্বরাজের প্রতি আমার অনুরাগের কথা নিবেদন করি সেই সময় তিনি প্রসন্ন হ'য়ে আমাকে শাম্বরাজের নিকট গমনের অনুমতি দেন। মুনিবর! আমি বহু কষ্টে জঙ্গল সমাকীর্ণ কণ্টক পূর্ণ পর্ব্বত কন্দর নদ নদী অতিক্রম ক'রে নিষ্ঠুর শাম্বের নিকট উপস্থিত হই। স্ত্রীলোকের যা বলবার তাই বলেছি, পদে ধ'রে কত কেঁদেছি, তত্রাচ তিনি আমাকে গ্রহণ কল্লেন না। তদন্তর আমি নিরুপায় হ'য়ে সাতদিন ধ'রে এই নিবিড় বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরে ঘুরে এক দেবতার কৃপায় আপনার এই আশ্রমে এ'সে উপস্থিত হ'য়েছি এখানে আপনি নিজগুণে এই ভাগ্যহীনা অম্বাকে দীক্ষা প্রদান করুন আমি আপনার নিকট দীক্ষিতা হ'য়ে তপানুষ্ঠান ক'রে হয় ভীষ্মের নিধন সাধন কর্‌বো নয় এই পাপ জীবন বিসর্জ্জন করবো কেন না আমার বিশ্বাস ভীষ্মই আমার এ দুঃখের মূল কারণ সে যদি আমাকে বলপূর্ব্বক হস্তিনায় লয়ে না যেত তা'হলে আমাকে এত যন্ত্রণা ভোগ ক'ত্তে হতোনা (রোদন)

হোত্র বালিকে স্থির হও, ধৈর্য্য ধর রোদন সম্বরণ কর। আমার কথা শোন। ভীষ্ম তোমাকে স্বয়ম্বর সভাস্থল থেকে হরণ ক'রে

নিয়ে হস্তিনার গমন করেছিলেন, তুমি সেই হস্তিনা থেকেই সৌভদেশে শাল্বর নিকট গিয়েছিলে। বোধ হয় সেই জন্য শাল্বরাজ তোমাকে গ্রহণ কর্‌লেন না। উপস্থিত তুমি পিত্রালয়ে পিতার নিকট গমন কর। এ অবস্থায় তোমার পিতাই তোমাকে ভরণপোষণ ও রক্ষনাবেক্ষণ কর্‌বেন। স্বামী অনেক সময় বিপদগ্রস্থ হ'য়ে পত্নীকে ত্যাগ ক'রে কিন্তু পিতা কখনও কন্যাকে ত্যাগ করে না।

একটী উদাহরণ শোন, পুরাকালে নল নামে এক নরপতি ছিলেন। এক সময়ে তিনি আপদগ্রস্থ হ'য়ে ঘোর অরণ্য মাঝে স্বীয় সহধর্ম্মিণী দময়ন্তীকে ত্যাগ ক'রে পলায়ন করেন। দময়ন্তি পতিহারা হ'য়ে পিত্রালয়ে গমন ক'রে দ্বাদশ বৎসরকাল পিত্রালয়ে অতিবাহিত করেন, পরে আবার নল তাঁকে গ্রহণ ক'রে স্বীয় রাজ্যে গমন করেছিলেন। এইরূপ অনেকানেক দৃষ্টান্ত আছে। অতএব বৎসে! তুমি উপস্থিত পিত্রালয়ে পিতার নিকট গমন কর। নিশ্চয় তোমার পরিণাম শুভ হবে।

অম্বা। মুনিবর! আমাকে আর পিত্রালয়ে গমন ক'রতে অনুমতি কর্‌বেন না। আমি আর পিত্রালয়ে গমন কর্‌বো না। আমি আর কোন মুখে পিত্রালয়ে যাব। পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজন্যগণের সাক্ষাতে গঙ্গেয় আমাদের তিন ভগ্নিকেই হরণ ক'রে নিয়ে হস্তিনায় গমন করেছিলেন। আমার কনিয়াণি ভগ্নিগণ সেইখানেই থাক্‌লো, কেবল একলা আমি পিত্রালয়ে যাব কি বলে। নিশ্চয় জনক-জননী আমাকে তাচ্ছিল্য করবেন। এবং পুরজন, পরিজন সকলেই পরিহাস করবে। তার চেয়ে আমার তপানুষ্ঠান ক'রে জীবন বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়।

শৌত। রাজনন্দিনী! তুমি নিতান্ত সুকুমার মতি বালিকা। এ পর্য্যন্ত তোমার হিতাহিত জ্ঞান জন্মায় নাই তাই তুমি বুঝতে পারছনা চিত্তকে একটু স্থির ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ, কি কারণে তুমি তপস্যালব্ধ দুর্ল্লভ জীবন সুখে জলাঞ্জলি দিতে চাচ্ছ বহু তপস্যার ফলে লোকে রাজমাতা হয় তুমি এখন রাজবালা, একদিন রাজমাতা হবে বিশেষে তপস্যাদ্বারা যে তোমার সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। বৃথা দুদিব নষ্ট করবে কেন। মোহ বশতঃ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হয় না অকারণ শক্তিবিহীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত নয়, এরূপ কর্ম্মকে তামস কর্ম্ম বলে। তামস কর্ম্মের পরিণাম ফল বিপরীত হয় এ অবস্থায় তোমার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'রে তপানুষ্ঠানের অধিকার নাই ব্রহ্মচর্য্য যপ মৌন ও উপবাস অতি দুষ্কর কর্ম্মই তপস্যা নামে অভিহিত হয় তপস্যা কেবল শ্রোত্রিয়দিগেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তবে আপদগ্রস্থ জরাগ্রস্থ শত্রু হস্তে পরাজিত বা যাদের স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণ ও দেবতা ঋষি অতিথি এবং গুরুজনের সেবা করবার ক্ষমতা না থাকে এরূপ অবস্থায় সকলেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'রে ভাবি মঙ্গলের জন্য তপানুষ্ঠান দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রতে পারে তোমার ন্যায় রাজবালার তপানুষ্ঠান অকর্ত্তব্য

অম্বা তাপসেন্দ্র! তবে আমার পক্ষে তপানুষ্ঠান অকর্ত্তব্য হবে কেন, যদি শ্রোত্রিয় ভিন্ন আপদগ্রস্থ জরাগ্রস্থ এবং শত্রু হস্তে পরাজিত বা যারা পুত্রাদির ভরণপোষণ ও দেবতা ঋষি অতিথি এবং গুরুজনের সেবায় অক্ষম এরূপ অবস্থায় সকল বর্ণেরই তপানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য হয়, তাহলে আমার পক্ষে তপানুষ্ঠান অকর্ত্তব্য হবে

কিরূপে? আমাতেও ত ঐ সমস্ত কারণই সংঘটিত হয়েছে। আমিও ত আপদগ্রস্থ, জরাগ্রস্থ এবং শত্রু হস্তে পরাজিত হ'য়েছি। মুনিবর আমার মত আপদগ্রস্থ কে হয়েছে? আমি তিন কুল হারিয়েছি ভূমণ্ডলে আমাকে আমার বল্‌তে কেউ নাই, এর-চেয়ে অধিক আর কি আপদ হ'তে পারে যদি জরাগ্রস্থের কথা বলেন, চিন্তানাম্নী সর্ব্ব প্রধানা জরা আমাকে আক্রমণ করেছে, জীবনের সুখ গেছে এবং শত্রুহস্তেও ত পরাজিত হ'য়েছি আমার স্বামী পরাজিত হয়েছেন ব লইত আমার এই দুর্দ্দশা ঘটেছে। নতুবা তিনি নিশ্চয় আমাকে গ্রহণ করতেন আরও দেখুন এ অবস্থায় আমি যখন পুত্র স্বরূপ সামান্য জীবনিচয়কেও প্রতি-পালন করতে এবং দেবতা ঋষি অতিথি ও গুরুজনের সেবা করতে সক্ষম হব না তখন আপনার মতে আমারও তপানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। আপনি প্রসন্ন হ'য়ে দীক্ষা প্রদান করুন

শ্রৌত না বালিকে তথাপি আমার মতে তোমার তপানুষ্ঠান যুক্তি-সঙ্গত ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। কেন না সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'রে তপানুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে বড়ই কঠিন। বিশেষে তুমি অনূঢ়া বালিকা অনূঢ়াবস্থায় তপানুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ হয় না। অনূঢ়ার কোন লোকেই গতি নাই সেইজন্য বার বার বল্‌ছি; বৃথা তুমি তপানুষ্ঠানে যন্ত্রণ ভোগ কর্‌বে কেন? পিত্রালয়েই গমন কর চল আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি চল।

অম্বা। হে যোগবিদ বরাগ্রগণ্য। আর কেন আমাকে পিত্রালয়ে গমন জন্য অনুমতি কর্‌ছেন? এবং কি জন্যই বা অনূঢ়া বল্‌ছেন, আমি অনূঢ়া কিসে? অনূঢ়া থাক্‌লে এত দুরবস্থা হবে কেন? আমি যে ধর্ম্মতঃ সৌভদেশাধিপতিকে পতিত্বে বরণ করেছি।

এবং ভীষ্ম প্রভৃতি অনেকানেক ক্ষত্রিয় বীর পুরুষগণের সাক্ষাতে লোকত প্রকাশ ক'রেছি, উপস্থিত এ জীবনে ধর্ম্মতঃ এবং লোকতঃ তিনিই আমার স্বামী। এ জীবনে আমি আর অন্য পতির ভজনা ক'রে রমণী জীবনের সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারবো না আর এই যে তপানুষ্ঠান আমার পক্ষে অতি কঠিন বলে নির্দ্দেশ করবেন, কিন্তু হাঁ প্রভো। জীবনপণ করলে কি কোন কার্য্য কঠিন হ'তে পারে। কার্য্যের সাধন নয় শরীর পতন, দুয়ের এক হবেই আপনি উপস্থিত আমাকে দীক্ষিত ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন

(রাজর্ষি সৃঞ্জয় রাজ হোত্রবাহনের প্রবেশ।)

হোত্র জ্ঞানানন্দ। মহর্ষি আশ্রমে রয়েছেন।

শ্রোত। কে? রাজর্ষি সৃঞ্জয়-রাজ। আসুন, আসুন, (নিকটে গমন করিলে) সব মঙ্গল ত?

হোত্র। আপনাদিগের চরণপ্রসাদে উপস্থিত মঙ্গল স্বীয় কুশল জ্ঞাত করুন।

শ্রোত। করুণাময়ের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে তপানুষ্ঠান হ'চ্ছে, উপস্থিত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই।

হোত্র (অম্বার প্রতি দৃষ্টি করতঃ) তাপসেন্দ্র। এই সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা কে? এবং কি জন্যই বা এখানে আগমন করেছেন। একে বিপদগ্রস্থা রাজকুমারীর ন্যায় অনুমান হ'চ্ছে নয়?

শ্রোত এই কন্যা বিপদগ্রস্থা রাজকুমারীই বটে ইনি মহারাজ কাশীশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা এঁর নাম অম্বা অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী এর আরও দুটী কনিষ্ঠা ভগ্নী আছে। এঁদের স্বয়ম্বরকাল

উপস্থিত হয়েছিল, সেইজন্য কাশী নগরীতে অনেকানেক ভূপাল সমবেত হয়েছিলেন তথায় কন্যাগণের নিমিত্ত বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই স্বয়ম্বর সভাস্থলে স্ব স্ব পতি নির্ব্বাচন হেতু কন্যাগণ উপস্থিত হয়েছিলেন, ইত্যবসরে মহাবীর ভীষ্ম নাকি নৃপতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক তিন ভগ্নীকেই হরণ ক'রে হস্তিনাপুরে ল'য়ে গিয়েছিলেন এবং ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিবার মন্ত্রণা কর্‌ছিলেন কিন্তু এই অম্বা নাকি পূর্ব্বেই শাল্বরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছিলেন এবং সেই অনুরাগও বর্ত্তমান ছিল সুতরাং ইনি বিচিত্র-বীর্য্যের সহিত বিবাহের মন্ত্রণা শ্রবণ করে সত্যবতী ও ভীষ্মের নিকট শাল্বরাজের প্রতি স্বীয় অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেন ভীষ্মও অমনি এঁকে অন্যানুরাগিনী জেনে পরিত্যাগ কল্লেন। তদনন্তর ইনি নাকি সৌভদেশে শাল্বের নিকট গমন করেছিলেন কিন্তু শাল্বরাজও এঁকে গ্রহণ কর্‌লেন না। এখন ইনি নিরাশ্রয় হ'য়ে আমাদের আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। তপানুষ্ঠানের অভিমত প্রার্থনা কর্‌ছেন

হোত্র (স্বগত) তবে সে আমার দৌহিত্রী অম্বা ইতিমধ্যে তাদেরই ত স্বয়ম্বর হবে শুনেছি। (প্রকাশ্যে অম্বার প্রতি) বৎসে! আমার নাম হোত্রবাহন আমি সৃঞ্জয় দেশের রাজা ছিলাম তুমি কি আমার গৌরী পুত্রী অম্বা ?

অম্বা ঋষিবর! যদি আপনি সৃঞ্জয় দেশাধিপতি হন তা হ'লে এ হত-ভাগিনী অম্বা আপনার দৌহিত্রীই বটে (রোদন)

হোত্র (মস্তকে হস্ত স্থাপন করতঃ) দিদি! স্থির হও, ধৈর্য্য ধর। রোদন সংবরণ কর আর তোমার চিন্তা কি। এখন বল

তোমার পিতামাতার কুশল বল এবং তোমার এই দুরবস্থার অন্য আরও কিছু কারণ আছে কিনা বল।

অম্বা। দাদা গো! অদ্য প্রায় এক পক্ষ আমি পিত্রালয় ছাড়া হয়েছি এই এক পক্ষ তাঁদের শুভাশুভ কিছুই জানি না পূর্ব্বে সকলে নিরাপদে ছিলেন আর আমার এই দুরবস্থার কথা মুনিবর যা ব্যক্ত কল্লেন অবিকল তাই আর অন্য কোন কারণ সংঘটিত হয় নাই। (রোদনস্বরে) এখন বল দাদা বল এই ভগিনীর গতি কি হবে বল? (রোদন)

হোত্র ভদ্রে! স্থির হও রোদন কর্‌লে আর কি ফল হবে রোদন কর্‌লে আপদের হ্রাস হয় না বরং বৃদ্ধি হয়ে থাকে এখন আমার কথা শোন। যদি তুমি আমার মতানুবর্ত্তিনী হও, তা' হলে আমি তোমার এই আপদের প্রতিবিধান কর্‌বার চেষ্টা করি

অম্বা আর্য্য! আমি, আমি কি আপনার মতের প্রতিকূলাচরণ কর্‌তে পারি আপনি আমার কুলমান এবং লজ্জা নিবারণের কর্ত্তা মাতামহ আপনার চরণ দর্শন করেই আমি ধন্যা হয়েছি এখন আপনি আমাকে যে মত অবলম্বন কর্‌তে অনুমতি কর্‌বেন, আমি সেই মতই অবলম্বনই করবো কিছুতেই তার অন্যথা কর্‌বো না

হোত্র (মুনির প্রতি) তাপসেন্দ্র! এই আপদগ্রস্থা বালিকা কি উপায় অবলম্বন কর্‌লে এ আসন্ন বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। আমার ধারণায় ভীষ্মই বালিকার এই বিপদের কারণ। কেন না সে যদি স্বয়ম্বর সভাস্থল থেকে বলপূর্ব্বক হরণ ক'রে হস্তিনায় লয়ে না যেতো, তা হ'লে এ বালিকাকে

এতদূর আপদগ্রস্থা হতে হতো না। সে মূঢ় নাকি চতুর্ব্বেদ ষড়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু অন্য মতাবলম্বী রমণী হরণ করা যে দোষ পর্য্যন্ত সে বিষয় বুঝে উঠতে পারে না। কি বল্‌বো, আমার মতে দুরাত্মাকে যে কোন উপায়ে সমুচিত দণ্ড বিধান করাই কর্ত্তব্য। আপনি কি বলেন?

শ্রৌত। ঋষিবর! আপনি ভীষ্মের প্রতি সম্পূর্ণ দোষারোপ কর্‌ছেন বৃথা। তবে ভীষ্মকে আংশিক ভাবে অপরাধী সত্য, কিন্তু সেটাও জান্‌বেন উপলক্ষ মাত্র। এ বালিকার প্রতি দৈব প্রতিকূল আছেন। ভীষ্ম কেবল হেতুভূত তার জন্য মহামতি ভীষ্মের প্রতি দোষারোপ না ক'রে, বালিকা যখন আপনার দৌহিত্রী, তখন এঁকে লয়ে কাশীনগরীতে গিয়ে এঁর পিতার নিকট দিয়ে আসুন। অবশ্যই শুভ হবে। কারণ দৈব প্রতিকূল থাক্‌লে সানুকূল লাভের জন্য সকলকেই শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বালিকা পিত্রালয়ে গেলে কাশীরাজ অবশ্যই তৎসমুদায়ের সুব্যবস্থা কর্‌বেন, ক্রমে বালিকার প্রতি দৈব সানুকূল হবেন। তা না ক'রে আপনি যে ভীষ্মের প্রতি দোষারোপ ক'রে তাঁকে দণ্ড বিধানের বাসনা কর্‌ছেন, সেটা আমার মতে যুক্তিসঙ্গত ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। কেন না দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ভিন্ন দণ্ড বিধান কর্‌তে আমি বা আপনি কে? যদি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তার বিচারে ভীষ্ম দোষী হ'য়ে থাকেন অবশ্য তিনিই দণ্ড বিধান কর্‌বেন।

হোত্র। মুনিবর! আপনি যে ভাবের কথা বল্‌ছেন এ সমস্ত সত্ত্বগুণান্বিত বা সাত্ত্বিক ভাবের কথা। কিন্তু সকল কার্য্যেই সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন ক'রে ব্যবহার করা চলে না। সম্মান হ্রাস হ'য়ে

যায়, এবং প্রতিপত্তিও থাকে না। শক্তি থাকা [illegible] অকর্ত্তব্য ব্যবহারীকে দণ্ডিত না করাও অকর্ত্তব্য কারণ দণ্ড ভয়েই সকলে সুনিয়ম ব্যবহার ক'রে থাকে আপনিত বিদিত আছেন, পুরাকালে ভূপালগণ প্রায় অধিকাংশেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার না ক'রে যদৃচ্ছামতে ব্যবহার করতেন, পরস্পরেরই অনিষ্ট হতো নিরন্তর অশান্তি বিরাজ করতো। করুণাময় ঈশ্বর তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হ'য়ে জামদগ্ন্যরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং সেই অকর্ত্তব্য ব্যবহারী দুর্মতি মহিপালগণকে ধ্বংস ক'রে সুনিয়ম সংস্থাপন করতঃ ভূমণ্ডলকে শান্তির নিকেতন করেছেন। আবার অশান্তির আবির্ভাব সেই ক্ষত্রিয়ান্তকারী জামদগ্ন্য ধরাধামেই এখন মহেন্দ্র পর্ব্বতে অবস্থান করছেন আপনি যদি প্রসন্ন মনে অনুমোদন করেন তা'হলে আমি এই বালিকাকে ল'য়ে গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হই

স্রোত। উত্তম পরামর্শ আপনি মহামুনি জামদগ্ন্যের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে দৌহিত্রীর সুব্যবস্থা করতে পারেন তাতে আমার কোন অমত নাই

হোত্র। তবে এখন আসি (অম্বার প্রতি) এস দিদি, আমার সঙ্গে এস।

(হোত্র বাহন ও অম্বার প্রস্থান।)

স্রোত বৎস জ্ঞানানন্দ। চল, আমরাও অগ্নিহোত্র গৃহে গমন করি

[উভয়ের প্রস্থান।

(ঐক্যতান বাদন)

পঞ্চম অঙ্ক ।

—০:*:০

প্রথম দৃশ্য ।

—:০:—

অমরাবতী, নন্দনকানন ।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ । হরেমুরারে, মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে । যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো, নিরাশ্রয়ং মাংজগদীশ রক্ষো আহা ধন্য হরি, তুমি ধন্য, তোমার নামও [redacted] আবার পর্য্যা-লোচনা ক'রে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায় যে তোমার নাম অপেক্ষাও নিয়ম ধন্য কেন না তোমার নিয়মই কল্পতরু স্বরূপ । একমাত্র তোমার নিয়ম কল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে পারলেই তার কোন অভাব থাকে না সে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম [redacted] মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলই লাভ ক'রে থাকে । কিন্তু তোমার শ্রীচরণ সেবকসেবিকাও যদি নিয়ম বিস্মৃত হ'য়ে অকর্ত্তব্য ব্যবহার দ্বারা সেই নিয়ম কল্পতরুর যত্নে ত্রুটী করে, অমনি তা'কে নিরয়গামী হ'য়ে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয়, কিছুতেই তার অন্যথা হয় না ওতেই জান্‌তে পারা যায় যে তোমার একমাত্র নিয়মই শ্রেষ্ঠ । নিয়মের সাহায্যে সামান্য কীটানুকীট দেহধারী জীবাত্মাও ক্রমে ইন্দ্রদেহ ধারণ কর্‌তে পারে । আবার নিয়ম বিস্মৃত হ'য়ে

অকর্ত্তব্য ব্যবহার করলে ইন্দ্রকেও কীটাণু দেহ প্রাপ্ত হতে হয়। অন্যের কথা কি, এই নন্দনকানন বিহারী বসুশ্রেষ্ঠ দ্যুৎবসু দ্বারাও প্রতীয়মান হয়, তিনিও শ্রীচরণ সেবক, এবং এক সময়ে শচীপতি ইন্দ্রের প্রধান মন্ত্রীত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কেবল নিয়ম বিস্মৃত হয়ে রমণীর বাক্যে বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করেই স্বর্গচ্যুত হয়েছেন মর্ত্তে মানবদেহ পরিগ্রহ ক'রে সত্যব্রত নামে অভিহিত হচ্ছেন দেবরাজের অষ্ট বসুর কার্য্য উপস্থিত সপ্তবসু দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। তথাপি নিয়ম অতিক্রম করে তাঁকে স্বর্গে আনতে পারছেন কৈ? তিনি এবপর মানব জীবনের কর্ত্তব্য রক্ষা না করে ত আর স্বর্গে আসতে পারছেন না শাপবিমুক্তি এবং কর্ত্তব্য রক্ষা এই দুইটী কারণের [redacted] তাঁকে এখন কিছুদিন মর্ত্তভূমেই থাকতে হবে যাই আমিও একবার মর্ত্তভূমেই বেড়িয়ে আসি।

গীত

অনিত্য সংসারে গিয়ে ভুলে থেকো না রে মন
ডেকো সদা রাধানাথে করি অতি যতন
ব্রহ্মাণ্ডের মূল হ'রি, কাণ্ড হন ত্রিপুরারি
শাখা প্রশাখা আদি করি ব্রহ্ম বধি ভূতগণ।
ভক্তি সার মূলে থুবে যথা সত্যের বেড়া দিবে
ক্ষম সরলতা বারি করিবে তাহে সিঞ্চন।
হিংসা দ্বেষ পরিহরি ত্যজিবে মিথ্যা চাতুরী,
সর্ব্বংশ গোলক বিহারী রাখিবে সদা স্মরণ।
ভিন্ন ভাব না ভাবিবে নিয়মে সদা চলিবে,
চতুর্ব্বর্গ ফল পাবে ভাবে না [redacted] সংশয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:•:—

হস্তিনাপুর উপবন।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। অনেকে বলেন, স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কিন্তু তা নয়, সকল স্বপ্নই অমূলক নয়। অষ্টমী চতুর্দ্দশী তিথি ও নক্ষত্র বিশেষে রজনীর শেষভাগে স্বাভাবিক সুস্থ শরীরে স্বপ্ন দর্শন [redacted] সেটা নিশ্চয়ই সাংঘটিত হয় আমি যেরূপ সময়ে ও যেরূপ অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করেছি, তাতে বোধ হয় অবশ্যই তাহা সংঘটিত হবে, তবে আমার এই স্বপ্নটি সুস্বপ্ন কি কুস্বপ্ন তাই বা কেমন কোরে বুঝবো স্বপ্নের আদ্যোপান্ত সমুদয় ত স্মরণ হচ্ছে না। শেষভাগ কতকটা স্মরণ হচ্ছে। আমি যেন এক বিরাট পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত আছি, এমন সময় আর একজন পুরুষ বেশধারী রমণী এসে তাঁর রথের সারথির কার্য্যে নিযুক্ত হল। সেই পুরুষ বেশধারী রমণী যেমন ঐ মহাপুরুষের সারথির কার্য্যে নিযুক্ত হলো, অমনি তাকে নিরীক্ষণ করে আমার বলবীর্য্য সব যেন হ্রাস হয়ে গেল। একবারে শর পরিচালনে অক্ষম হলাম। ক্রমে সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ বাণ বিদ্ধ করে আমার সর্ব্ব শরীর শরাচ্ছন্ন করলে। অমনি আমার নিদ্রা ভঙ্গ হলো নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখ্‌ছি, পরিধেয় বসন ও কেশপাশ প্রকৃতস্থই ছিল, রজনীও প্রায় শেষ হয়েছিল। যাই হোক বিপদ বা সম্পদ সকল অবস্থাতেই

সাধুগণানুমোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বুধগণ বলেন ঔষধ সেবন কালে বিষ্ণো, ভোজন কালে জনার্দ্দন, শয়নকালে পদ্মনাভ, বিবাহে প্রজাপতি, যুদ্ধকালে চক্রধর প্রবাস সময়ে ত্রিবিক্রম, জীবনান্ত কালে নারায়ণ, প্রিয় সঙ্গম কালে শ্রীধর, দুঃস্বপ্নে গোবিন্দ, সঙ্কটে মধুসূদন, কাননে নরসিংহ, পাবকে জলশায়িন, জল মধ্যে বরাহ, পর্ব্বতে রঘুনন্দন, গমন কালে বামন, এবং কার্য্য কালে মাধব নামে ভগবানকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য তবে আর বৃথা চিন্তা কেন? আমিও একবার বদন ভোরে শ্রীগোবিন্দজীর নাম কীর্ত্তন করি। জয় গোবিন্দ জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ। আহা কি মধুমাখা সুমধুর নাম। এই মধুমাখা নাম শ্রদ্ধায় কীর্ত্তন করলেই যে মনে শান্তি জন্মায় অশান্তি দূরে যায়। যাই প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করি। রজনীও ত অবসান হ'য়েছে ভগবান আদিত্যদেব উদয় চুড়াবলম্বী হ'য়েছেন (কিয়দ্দুর গমন করতঃ) ওকি! বীণা যন্ত্রের তান শুনা যাচ্ছে নয়? হাঁ তাই ত বটে। তবে কি এত প্রত্যুষে ভগবান দেবর্ষি নারদ আগমন করছেন। আচ্ছা একটু অপেক্ষা করে দেখি।

(নারদের প্রবেশ)

দেবর্ষে। আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক, আহা আজ আমার কি সুপ্রভাত। শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করেই ত্রিলোকবাসী সুরাসুর ও নরগণের আরাধ্য ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান দেবর্ষির চরণ দর্শন করলাম। জনম জীবন সার্থক হলো। দেবর্ষি প্রণমামি। (তথাকরণ)।

নারদ। দীর্ঘায়ুরস্তু। বৎস! মনোভিলাষ পূর্ণ হ'ক। সব মঙ্গলত?

ভীষ্ম দেব ভবদীয় চরণ প্রসাদে উপস্থিত মঙ্গল। প্রভো আপনি উপস্থিত কোথা থেকে আগমন করছেন ?

নারদ বীরবর উপস্থিত আমি শ্রোত মুনির আশ্রম থেকে আসছি। গত রজনীতে সেই খানেই ছিলাম।

দেখলাম ভৃগুকুলতিলক জামদগ্ন্য ও সেই খানে অবস্থিতি করছেন

ভীষ্ম ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাবাহু জামদগ্ন্য মহেন্দ্র পর্ব্বত ছেড়ে কিজন্য মহামুনি শ্রোতের আশ্রমে অবস্থান করছেন ?

নারদ কৌরব শ্রেষ্ঠ শুনলাম তুমি যে কাশীরাজ: কন্যা অম্বাকে স্বয়ম্বর সভাস্থল থেকে হরণ করে এনে ত্যাগ করেছ, শাম্বরাজও তাকে গ্রহণ করে নাই, সুতরাং সেই অম্বা নাম্নী কন্যা পরে মহামুনি শ্রোতের আশ্রমে গিয়ে তপানুষ্ঠানের জন্য দীক্ষা গ্রহণের প্রার্থনা করছিল, ইত্যবসরে সৃঞ্জয় দেশাধিপতি রাজ ঋষি হোত্রবাহন আশ্রম দর্শন মানসে তথায় গিয়ে উপস্থিত হন এবং কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে সে তাঁর দৌহিত্রী ঋষিবর হোত্রবাহন স্বীয় দৌহিত্রির মুখে আদ্যোপান্ত তার দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করে তিনি তোমাকেই তার দুঃখের কারণ স্থির করেছেন এবং ভৃগু কুলতিলক পরশুরামের দ্বারা তার প্রতিশোধ নেবার মানসে দৌহিত্রী অম্বাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর আশ্রম মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দৈবের কেমন অদ্ভুত শক্তি দেখ, সেই মুহূর্ত্তেই ভৃগু কুলতিলক ভার্গব মহেন্দ্র পর্ব্বত পরিত্যাগ করে শ্রোত মুনির আশ্রমেই এসে উপস্থিত সৃঞ্জয় রাজ হোত্রবাহন পরশুরামের প্রিয় সুহৃদ সুতরাং তিনি তাঁর সেই সুহৃদ দৌহিত্রী অম্বার অবস্থা দর্শন করে ও দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবন করে নিতান্ত দুঃখিত হয়েছেন তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন

এবং রোষকষায়িত লোচনে অতি গম্ভীর স্বরে বলে'ছেন যে, যদি তোমাকে ভীষ্ম পুনরায় গ্রহণ না করে ত' হ'লে আমি তার সমুচিত দণ্ড বিধান করবো তবে তিনি যে এখনও শ্রৌত মুনির আশ্রমে অবস্থান করছেন, তার কারণ, পূর্ব্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি ব্যতীত আর অস্ত্র ধারণ করবো না, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি অপেক্ষা করছেন। যদি ব্রাহ্মণগণ অনুমতি করেন, তা হ'লে অবিলম্বে কাশীরাজবালা অম্বাকে সঙ্গে লয়ে তোমার নিকটে আসবেন। সম্প্রতি আমি লক্ষ্মী নারায়ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন মানসে বৈকুণ্ঠ নগরে যাচ্ছি এই সংবাদ দিতে তোমার নিকটে এসেছিলাম, উপস্থিত আমি আসি বৎস।

ভীষ্ম। ভগবান। আপনার কিছুই অগোচর নাই বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ যেমন শীতকে ভয় করেন না, পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীগণ যেমন অগ্নিকে ভয় করেন না, ক্ষত্রিয়গণও সেইরূপ যুদ্ধকে ভয় করে না। তবে আমার কেবল আপনাদিগেরই শ্রীচরণ রেণুর ভরসা মাত্র। প্রণমামি (তথাকরণ)

নারদ। দীর্ঘায়ুরস্তু।

[নারদের প্রস্থান।

ভীষ্ম। যাই আমিও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি পরে যা হয় হবে, গোবিন্দজীর ইচ্ছা।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

—০:*:০—

হস্তিনাপুর প্রান্তভাগ।

যমুনা পুলিন।

(পরশুরাম, অকৃতব্রণ ও অম্বার প্রবেশ)

পরশু। বৎস অকৃতব্রণ! এরই নাম কি হস্তিনাপুর? অদূরে ঐ রাজপ্রাসাদ দৃষ্ট হচ্ছে নয়?

অকৃত আজ্ঞা হাঁ এরই নাম হস্তিনাপুর, ঐ রাজবাটীই দৃশ্য হচ্ছে।

পরশু তা হ'লে তুমি এক কাজ কর বৎস আমি এই যমুনাতটের বৃক্ষতলে অবস্থান করছি তুমি রাজ ভবনে যাও, রাজ ভবনে গিয়ে কৌরব প্রধান ভীষ্মকে বল্‌বে যে ভৃগুকুলোদ্ভব ভার্গব, তোমাকে আহ্বান করেছেন যমুনা তটের বৃক্ষতলে অবস্থান ক'রে আছেন।

অকৃত যে আজ্ঞে আমি যাচ্ছি তবে একটা কথা নিবেদন করে যাই সেই কথাটী যেন আপনার স্মরণ থাকে দেখ্‌বেন ক্ষত্রিয়-দিগের মুখে মধু, অন্তরে হলাহল, কার্য্য সাধন জন্য মুখে মিষ্টি কথা বলে কিন্তু সুযোগ পেলে আর ছাড়ে না বাবা

পরশু। সে কথা আমাকে বলে জানাতে হবে না। আমি ওসব অনেক দিন থেকে জেনে বসে আছি তুমি শীঘ্র সংবাদ দিয়ে এস

[illegible] যে আজ্ঞা।

[অকৃতব্রণের প্রস্থান।

অম্বা। ভগবন আপনি আমার দুঃখ নিবারণ করবো ব'লেছেন, ভীষ্মই আমার এ দুঃখের মূল কারণ, পাপমতি ভীষ্ম জীবিত থাক্‌তে কিছুতেই আমার এ দুঃখ মোচন হবে না। কেন না সে যখন আমাকে স্বয়ম্বর সভাস্থল থেকে হরণ করে, তখনি আমি তাকে নিধন করবো ব'লে মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি। কামনা সিদ্ধিই ত সুখ, আপনার কি তা অবিদিত আছে যদি আপনি আমার হিতানুষ্ঠানের অভিপ্রায় করে থাকেন, তা হ'লে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'য়ে গর্জ্জনশীল অসুরের ন্যায় ভীষ্মকে বিনাশ করুন। তা হ'লেই আমার হিতানুষ্ঠান করা হবে এবং আমিও সুখী হতে পারবো। প্রভো আপনি সানুগ্রহে এ হতভাগিনীর দুঃখমোচন করবো বলে অঙ্গীকার করেছেন, তখন প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য

পরশু ভদ্রে। তোমাকে আর বার বার বলে জানাতে হবে না। তুমি স্বচক্ষে দর্শন কর। ভীষ্ম যদি সাদরে তোমাকে গ্রহণ না করে, তা হলে আমার প্রতাপ দর্শন করবে, 'ফলেন পরীচিয়তে' অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। (ঐক্যতান বাদন)

(অকৃতব্রণ ও ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। বহু দিনের পর গুরুদেবের চরণ দর্শন হলো। গুরুদেব। কৃপাপূর্ব্বক কুশল দানে বাধিত করুন প্রণমামী।

পরশু। এস এস বৎস চিরজীবি হও। মনোভিলাষ পূর্ণ হোক।

ভীষ্ম। দেব! আপনি কোথায় গমন ক'রেছেন?

পরশু বৎস! আমি উপস্থিত তোমার নিকটেই এসেছি এই কাশীরাজবালা অম্বা তোমার প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন না অথচ

তুমি সমবেত রাজগণকে পরাস্ত ক'রে কন্যাগণকে এনে পুনরায় অন্যকে বিসর্জ্জন কল্লে কাজেই কেবল তোমার জন্যই এ বালিকা ধর্ম্মভ্রষ্টা হয়েছেন, বিশেষতঃ তুমি বলপূর্ব্বক একে হরণ ক'রেছিলে, সুতরাং এক্ষণে কে আর এ বালিকার পাণিগ্রহণ কর্‌বে? তুমি হরণ করেছিলে বলে শাম্বরাজও এঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন অতএব তুমি আমার নিয়োগানুসারে ইঁহাকে গ্রহণ কর। তা হলে এই রাজবালা আপনার ধর্ম্ম লাভ কর্‌তে সমর্থা হবেন। এইজন্য আমি এই কন্যাকে লয়ে তোমার নিকটে এসেছি

ভীষ্ম। গুরুদেব! আমি কদাচ আর এ কন্যাকে গ্রহণ করে ভ্রাতঃ বিচিত্রবীর্য্যের করে সম্প্রদান করতে পারবো না। কেন না পূর্ব্বে এই কন্যা আমার নিকট বার বার বলেছেন যে আমি শাম্বরাজকে পতিত্বে বরণ করেছি এবং সেই অনুরাগ এখনও বিদ্যমান আছে। আমি তাঁর প্রতিই অনুরাগিনী আছি পরে আমার অনুমতি গ্রহণ করে শাম্বরাজের নিকট গমন করেছেন। অতএব প্রভো! আর এঁকে গ্রহণ করি কিরূপে? বিশেষ আমার একটী ব্রত আছে, আমি অনুকম্পা এবং অর্থ লোভ বা অন্য কোন অভি-লাষের বশীভূত হয়ে কখনই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্‌তে পারবো না অতএব আমাকে ক্ষমা করুন গুরুদেব এ কন্যা গ্রহণের জন্য আর আমাকে অনুরোধ করবেন না

পরশু। কি? কি বলিলি নরাধম!

কি বলিলি মুখে? অনুরোধ, অনুরোধ করিবারে
আসিয়াছি আমি পামর? কি বলিব মূঢ়মতি
জান নাকি পরিচয় মম? কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঘাতী
ভৃগুরাম আমি, যাঁনে ত্রিভুবনে

এক বিংশতিবার এ বিশাল ধরা নিক্ষত্রিয় করিয়াছি
পরশু প্রহারে তুই খর্ব্ব নর, কত শক্তি ধর হৃদে
পতঙ্গের ন্যায় কেন চাহ ঝম্প দিতে
প্রজ্জ্বলিত দাবানল মাঝে ইচ্ছায়
মঙ্গল প্রার্থনা যদি থাকেরে দুর্ম্মতি, চাহ যদি
রক্ষিবারে প্রাণ, সাদরে গ্রহণ কর রাজবালিকারে।
নতুবা হের এই পরশু, খণ্ড খণ্ড করি তোরে
স্বজন সহিতে, পাঠাইব ধর্ম্মরাজপুরে
রক্ষিতে নারিবে কেহ কহিলাম সার কথা
জানিহ নিশ্চয়।

ভীষ্ম গুরুদেব? ক্রোধান্বিত হবেন না। ক্রোধ সংবরণ করুন। আমি যে আপনার শিষ্য। শিষ্যের প্রতি আন্তরিক ক্রোধ করা কি গুরুর কর্ত্তব্য? আপনি চতুর্ব্বেদ ষড়শাস্ত্রাধ্যায়ী সদ্‌গুণালঙ্কৃত মহাত্মা, ত্রিলোকে যত প্রকার গুণ আছে আপনাতেই বিদ্যমান আপনাকে বুঝায় কার সাধ্য আমি আপনার মুখেই শুনেছি, শিষ্য হয় পুত্রাধিক, এবং আরও বলেছেন যে শিষ্য এবং পুত্র, গুরু বা পিতার অবধ্য। তবে হাঁ প্রভো। সেই পুত্রাধিক শিষ্যকে অকর্ত্তব্য ব্যবহারে অসম্মত দেখে বধ করতে চাচ্ছেন কেন? এতে যে আপনি পুত্রহন্তা পাপলিপ্ত হবেন ত্রিলোক মধ্যে শিষ্যঘাতী বলে কলঙ্ক রটনা ক'রবে স্থির হন ক্রোধ সম্বরণ করুন

পরশু শোন ভীষ্ম। আমি তোমার শুধু মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট হচ্ছি না। তুমি হয় এই কন্যাকে সাদরে গ্রহণ কর, নয় আমার সঙ্গে ক্ষত্রিয় বিক্রমে যুদ্ধ দাও। কারণ এ কন্যা আমার শরণাগত হয়েছেন,

শরণাগতকে আশ্রয় প্রদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনায় আমি আশ্রয় প্রদান করেছি এবং দুঃখ মোচন করবো বলে অঙ্গীকার করেছি, বিশেষে আমার প্রতিজ্ঞা আছে কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য কি শূদ্র যদি ব্রহ্মদ্বেষী হয়, তাদের আমি বিনাশ করি, আর শরণাগতকে জীবন থাকতে ত্যাগ করি না এবং যে ব্যক্তি সমাগত একত্রিত ক্ষত্রিয়দিগকে পরাজয় করে, তারও বিনাশের চেষ্টা করি, উপস্থিত তুমিই বিজয়ী, কেন না স্বয়ম্বর সভাস্থলের সমাগত ক্ষত্রিয় রাজন্যগণকে পরাজয় করেছ, এবং এই কন্যাও আমার শরণাগত হয়েছেন, সুতরাং আমার সঙ্গে বিনা যুদ্ধে আর তোমার নিষ্কৃতি নাই বৎস।

ভীষ্ম। দেব কি কারণে আপনি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার অভিলাষ করছেন? আমি যে বালক ও আপনার শিষ্য আপনি যে আমাকে চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে উপদেশ প্রদান করেছেন গুরু শিষ্যে কি যুদ্ধ সম্ভবে? ক্ষমা করুন গুরুদেব! আমার সঙ্গে যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করুন, আমি আপনার দাসানুদাস। (পদ ধারণ)

পরশু। একি একি মূঢ় কপটী জনের মত একি ব্যবহার?
উপেক্ষিয়া মম প্রিয় অনুষ্ঠানে, মুখে মাত্র বলিতেছ গুরু।
পদে ধরি চাহিতেছ ক্ষমা। ক্ষমা নাই আমার নিকটে
এ জীবনে আমি ক্ষমা নাহি জানি নিক্ষত্রিয় করিয়াছি
ধরা তিন সপ্তবার, নিষ্ঠুরের মত, কত বধেছি বালকে।
গর্ভ চিরি মারিয়াছি গর্ভস্থ শিশুরে ক্ষমা কি থাকিতে
পাবে আমার নিকটে? উপস্থিত সে প্রত্যাশা ত্যজ
মূঢ়মতি। হয় সাদরে গ্রহণ কর রাজ বালিকারে, নয়

ত্যজিতে বাসনা যদি প্রাণ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে।
ধর ধনু [redacted] অসি পরশু পট্টিশ, শেলশূল জাঠা
জাঠি, যা ধরিতে চাহ নাহি বাধা কিম্বা মল্লযুদ্ধে
যদি হয় মন করহ প্রকাশ
বিনা যুদ্ধে অব্যাহতি নাহিক তোমার
যুদ্ধস্থলে বিনাশি তোমায় পরে প্রবেশিব পুর
নাশিব সেথানে গিয়ে বিচিত্রবীর্য্যেরে
ক্ষত্রিয় নিহন্তা নাম রটেছে রটিবে

ভীষ্ম গুরুদেব! বার বার এক বাক্য শোভা নাহি হয়,
অমৃত গরল হয় অধিক মন্থনে। তুমি নিরন্তর
কহিতেছ লইতে কন্যারে, দেখাইয়া যুদ্ধ ভয়।
কিন্তু পূর্ব্বে কি বলেছি আমি, আছে কি স্মরণ?
যায় প্রাণ যাবে, তবু অনুকম্পা কিম্বা অর্থাদি
লোভেতে, নাহি করি কোন কার্য্য আমি।
বৃথা তব যত্ন, পরিশ্রম। পুরুষের এক বাক্য,
না হয় দ্বিতীয়। যে মূঢ়, অনুকম্পা হয়ে কিম্বা
অর্থাদির প্রলোভনে, এক মুখে দুই কথা কয়,
অনন্ত অনন্ত কাল থাকয়ে রৌরবে নাহি
পায় পরিত্রাণ সেই দ্বিতীয়তঃ যে কন্যা গ্রহিতে
বার বার বলিতেছ তুমি, ক্ষয়মূলক সে রমণী
যেনে শুনে ভুজঙ্গীর ন্যায় পরপ্রণয়িনী রমণীরে
কে রাখে স্ব গৃহে বাস করাইয়া। রাসবে না ডরি আমি
স্বধর্ম্ম রক্ষিতে। কি ভয় দেখাও তুমি? হয় হবে যুদ্ধ,
তাতে ভীত নহি, তবে এতক্ষণ গুরু বলে

অপেক্ষা করিনু
একে গুরু তাহে বৃদ্ধ তপস্বী ব্রাহ্মণ, এই হেতু পদে ধরি চেয়েছিনু
ক্ষমা, কিন্তু না পুরিল মনোরথ, দৈববিড়ম্বনে, প্রাক্তনের
গতি বল কার সাধ্য রোধে চল, চল কুরুক্ষেত্র
মাঝে, চল যথা তব পিতৃদেব ত্যজিছেন প্রাণ, চল সেই স্থলে।
দেখা যাবে বীরপণা, কত শক্তি ধর।
অবশ্য আহবে পাঠাইয়া দিব তোমা তাঁর সন্নিধানে।
একক আছেন তিনি ধর্ম্মরাজপুরে
যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া পরধর্ম্মে মজি, অস্ত্র ধরি চাহে সদা
জিনিতে সংগ্রাম, ব্রহ্মবধ পাপ নাহি তাহারে পরশিলে,
শাস্ত্রের বিধানে। চল কুরুক্ষেত্র মাঝে চল
সত্বরে যাইব আমি সেথা, অস্ত্র শস্ত্রে
সুসজ্জিত হয়ে, নাহিক সংশয়।

পরশু। (অকৃতব্রণের দিকে দৃষ্টি করিয়া) হা—হাহা। উন্মাদ বালক। বালক উন্মাদ হয়েছে, মৃত্যু লক্ষণ সব দৃষ্ট হচ্ছে (ভীষ্মের প্রতি) যাও বালক যাও, অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, এস ত্বরান্বিতে কুরুক্ষেত্র মাঝে। মৃত্যু তোমার করিছে আহ্বান। দেখা দিয়ে এসো কিন্তু আত্মীয় স্বজনে ক'রে দে'খ মনে আছে যাহা।
আর নাহি দেখা হবে তাহাদের সাথে
ক্ষত্রিয় নিহন্তা আমি এই পরিচয়।

ভীষ্ম। গুরো। আত্মশ্লাঘী চিরদিন তুমি, জানি তাহা ভালরূপে
নিরন্তর করে থাক নিজের প্রশংসা, এই হেতু হয়েছে তব
স্বর্গপথ রোধ। কালের মাহাত্ম্যে, কোন কালে জিনেছিলে
ক্ষত্রিয় নিচয়ে, সে কালেতে মম সম পরাক্রমশালী না ছিলেন

কেহ। তেজ সব প্রাদুর্ভূত না ছিল জগতে, এই হেতু অহঙ্কার তব।
আর বৃথা বাক্য ব্যয়ে কিবা প্রয়োজন, চল কুরুক্ষেত্র মাঝে,
করাই বসতি, সত্বরে যাইব আমি সেথা অস্ত্র শস্ত্র লয়ে
বাণে বাণে হবে পরিচয় সমর প্রাঙ্গণে
উপস্থিত যাই আমি অস্ত্র আনিবারে।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

অকৃত। গুরুদেব গ্রেপ্তার করা আসামীকে ছেড়ে দেওয়া ভাল হলো না, কি জানি জীবন ভয়ে সে যদি পলায়ন করে তা হলে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে

পরশু। না হে না, তা সম্ভব নয় চল আমরা কুরুক্ষেত্রে এগিয়ে থাকি চল। এস বালিকে।

[সকলের প্রস্থান।

(ঐক্যতান বাদন)

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

হস্তিনাপুর।

(সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্য। কৈ? প্রাঙ্গণে যে চাকর চাকরাণী কারেও দেখতে পাচ্ছি না। সব গেল কোথা?

(অন্য পথ দিয়া মালতীর প্রবেশ)

মালতি। কেন মা! কি অনুমতি ক'রছেন?

সত্য। কিছু বলি নাই বাছা, বলি সব কোথায় গেছ।

মালতি। অন্যত্র কোথাও যাই নাই মা, যুদ্ধের নিনাদ শুনে সদর রাজসভার সামনের বারান্দায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বাতায়ন পথে দেখলাম জ্যেষ্ঠ মহারাজ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হ'চ্ছেন। রজতময় রথে অতি উৎকৃষ্ট শ্বেত বর্ণের অশ্ব সকল সংযোজিত হ'চ্ছে [illegible] বসন শুক্ল উষ্ণিষ ও শুক্ল অলঙ্কারে পরিশোভিত হয়েছেন সুত মাগধেরা জয়াশীর্ব্বাদসূচক স্তুতিদান ক'রছে। ব্রাহ্মণগণ পুণ্যাহধ্বনি ক'রছেন এবং রণবাদ্য সমূহ বাদিত হচ্ছে

সত্য। সে কি বাছা! সত্যব্রত হঠাৎ যুদ্ধসজ্জা করিছে কেন? কোথায় কার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে যাবে

মালতি। শুনলাম কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে যাবেন।

সত্য। ওমা! বলিস কি গো, শুনে যে বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠলো, সেই ক্ষত্রিয়ান্তকারী মহামুনি পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ, বলিস্ কি? তিনি যে ব্যোমকেশ সদৃশ অতি প্রতাপান্বিত তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের কারণ কি?

মালতি। মা! জনশ্রুতিতে লোক পরম্পরা শুনেছি, সে কথা ব'লতেও ভয় হয় আপনিই বলেছেন, ভালরূপে কোন কথা না জেনে প্রকাশ করা দোষ। আমাদের নববধূমাতাগণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই যুদ্ধের কারণ। তাঁকে যখন জ্যেষ্ঠ মহারাজ হরণ ক রে এনে ছিলেন, তখন তিনি শাম্বরাজের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন কিন্তু শাম্বরাজ যখন তাঁকে গ্রহণ ক'রলেন না, তখন তিনি আবার নাকি আমাদের রাজমহিষি হ'তে চাচ্ছেন। কি ঘৃণার কথা! তাঁর মাতামহ নাকি রাজ-ঋষি, তিনি অরণ্যেই তপস্যা করেন, ঐ ঋষিবর আবার পরশুরামের প্রিয় সখা। সেই কন্যা ত আমাদের এখান থেকে শাম্বরাজের সন্নিধানে গমন করেছিলেন তাঁকে যখন শাম্বরাজ গ্রহণ ক'রলেন না, তখন তিনি তপোবনে মুনিগণের আশ্রমে যান। সেই মুনি আশ্রমেই মাতামহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় পরে সেই মাতামহের সাহায্যে মহামুনি পরশুরামের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পরশুরাম নাকি কন্যার দুরবস্থা দর্শন ক'রে দয়ার্দ্র হ'য়ে বলেছেন যে, পুনরায় যদি হস্তিনাপতি তোমাকে গ্রহণ না করেন তা হ'লে আমি যুদ্ধ ক'রে তাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান ক'রবো। তারপর অদ্য ভার্গব নাকি হস্তিনাপুরে এসে আমাদের জ্যেষ্ঠ মহারাজকে ডাকিয়ে ঐ কন্যাকে গ্রহণ ক'রতে

বলেছিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ মহারাজ তাতে সম্মত হ লেন না তাই, যুদ্ধ হ'লে

সত্য। বাছা যদি এ কথাই সত্য হয়, তা হ'লে মুনিবরের অন্যায় ব্যবহার করা হচ্চে কন্যা আমার নিকটে বার' বার ব লেছিলেন যে আমি শাম্বরাজকে পতিত্বে বরণ ক রেছি আর আমি এ জীবনে অন্য পতিকে ভজনা ক'রবে' না এবং আমিও ঐ কথা সঙ্গত বিবেচনায় তাকে শাম্বরাজের সন্নিধানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। শাম্বরাজ যদি গ্রহণ না করেন, তাতে আমাদের অপরাধ কি?

মালতি। তাই ত মা, ঐ সর্ব্বনাশী কন্যাই একদূর ষড়যন্ত্র ক'রে করেছেন উনি ছেড়ে দিয়ে, তেড়ে ধ'রতে যাচ্ছেন, তা কি হয়? ঐ যে লোকে কথায় ব'লে যা থাকে ক'পালে ফলে কালে কালে, সত্য কথা জ্যেষ্ঠ মহারাজ ত ওদের তিন ভগ্নিকেই এক সঙ্গে হরণ ক রে এনেছিলেন, তিন জনেই আমাদের রাজ-মহিষী হ'তেন, কিন্তু ওঁর কপাল মন্দ, হবে কেন তখন তিনি শাম্বরাজকে বড় দেখেছিলেন, তাঁর জন্য জীবন বিসর্জ্জন ক'রতে চেয়ে ছিলেন, এখন আবার আমাদের রাজমহিষী হতে চাচ্ছেন, তাঁকে লজ্জা পাচ্ছে না কেন, আমি তাই ভাবছি।

সত্য। সে যাই হোক মালতি, উপস্থিত আমারই কপাল মন্দ ধ'রতে হবে। কেন না, সামান্য কারণে যখন জামদগ্ন্য কোপান্বিত হ'য়ে যুদ্ধ পণ ক'রেছেন তখন আমার কপাল মন্দ বৈকি। তিনি যে অমিত বিক্রমশালী এবং অত্যন্ত কোপন স্বভাব সম্পন্ন। মহামুনি ভার্গবের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াতো ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। সাধ্য কি! যদি কর্ত্তব্য ব্যবহারেও বিঘ্ন উৎপাদন হয়, অনিষ্ট

সংঘটিত হয়, তাব ত আর উপায় নাই। তবে বেদাগমে শুনেছি নিরুপায়ের একমাত্র উপায় সেই হরপ্রিয়া হৈমবতীর চরণ চিন্তা মাত্র। তাঁব কৃপায় অসাধ্যও সুসাধ্য হ'য়ে থাকে, কিন্তু তাঁর কৃপালাভ কবা আবার সহজ সাধ্য নয়, কারণ তিনি পাষাণ-তনয়া পাষাণী তবে যাঁদেব সর্ব্বভূতে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা, সবলতা, দয়া, সত্য, সন্তোষ ও শ্রদ্ধা গুণ থাকে, তারাই বিপদ সম্পদ সকল অবস্থায় ডাকবামাত্র তাঁব সাক্ষাৎ লাভ ক'বে থাকেন। কিন্তু সে সকল গুণ ত আমাতে নাই। তবে যদি তিনি নিজের নাম রক্ষাব জন্য স্বগুণে সদয়া হ'য়ে কৃপাদৃষ্টিপাত করেন, এইমাত্র ভরসা যাই তাঁর মন্দিরে গিয়ে তাঁর উপাসনা করি (যোড়হস্তে ঊর্দ্ধ দৃষ্টে) মা নগেন্দ্রনন্দিনী, গণেশজননী! হররাণী দেখো মা, তুমি ত জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছ, আমাব জীবনধন সত্যব্রতকে দেখো ব্যোমকেশ সদৃশ প্রতাপান্বিত ভার্গবের করে বক্ষা কব।

গীত।

দেখো দেখো মা গিরিকুমারী।
বলি আমি কৃতাঞ্জলি করি॥
(ওমা) জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অনিলে অনলে শক্তিরূপে আছ
তুমি ইত্যাদি সকলে, (তাই বলি মা বলি মা)
(কৃতাঞ্জলি করি তাই বলি মা—বলি মা)
কৃপা দৃষ্টি কর শঙ্করী॥
(ওমা) অসীম বিক্রমশালী ভার্গব যে জন,
বিন্দুমাত্র দয়া তার নাহিক কখন
(আমি জানি মা) (অতীব নির্দয় তিনি)
(ক্ষত্রিয়নিহন্তা কারী) তাই তোমারে ডাকি শুভঙ্করী

আয় মালতি, জবা বিল্বদল সংগ্রহ করে দিবি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র

(পরশু হস্তে রাম ও অসি হস্তে ভীষ্ম যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান)

(অকৃতব্রণ ও অম্বার প্রবেশ)

অকৃত। বালিকে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হ'লো ত? আমাদের প্রভুর পরাক্রম স্বচক্ষে দর্শন ক'রলে, দেখ এক মুহূর্ত্ত যুদ্ধ হ'তে না হ'তে কুরমতি ভীষ্মের রথ গেল সারথি গেল, অশ্ব নিহত হ'লো এবং নিজেই ধরাশায়ী হ'য়ে রুধির বমন কর্‌ছেন জীবন থাকা সংশয় প্রভুর ঐ যে পরশুটী দেখছো, ওটী সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয়ের কৃতান্ত স্বরূপ ওটা যে কি উপাদানে গঠিত হ'য়েছে তা বলা যায় না আমি বহুকাল থেকে দেখে আসছি, প্রভু ঐ পরশু প্রহারেই এই ভূমণ্ডলকে এক বিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় ক'রেছেন ভীষ্ম কোথায় লাগেন, অমন যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যার পরাক্রমের তুলনা নাই, এক হাজার কর ছিল, সে সেই এক হাজার করেই সমভাবে অস্ত্র শস্ত্র পরিচালনা কর্‌তে পার্‌তো, তারও এই পরশু প্রহারেই জীবন বিসর্জ্জন হয়েছে অন্য পরে কা কথা। যাক, ভীষ্ম এর পর ঠেকে শিখে, এবং তোমাকে যদি সাদরে গ্রহণ ক'রে, তা হ'লে ত জীবন থাকবে, নতুবা তার জীবন থাকা সংশয়

অম্বা। মুনিবর পাপমতি ভীষ্মকে আমি গ্রহণ কর্‌তে বল্‌ছি না। ভীষ্মের আমি জীবনান্ত দেখতেই চাচ্ছি সে পাপমতির সর্ব্ব শরীর যেদিন শরাচ্ছন্ন হয়ে ভূতলশায়ী হবে এবং কাক কুক্কুর

শৃগাল প্রভৃতি মাংস লোলুপ প্রাণিগণ ঐ পাপাত্মার দেহের রুধির মাংস বসা পান আহার ক'রবে, সেই দিন—সেই দিন প্রভো, সেই দিন আমার দুঃখের অবসান হবে।

অকৃত। ভদ্রে! সেদিনকেও আর অধিক দিন নাই। যখন সূত্রপাত হয়েছে তখন অবশ্যই নিপাত হবে, তার আর সন্দেহ নাই। চল আর একবার রণস্থলেই দেখিগে, চল

[উভয়ের প্রস্থান।

(পরশুরাম ও ভীষ্মের ধনুর্যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও ভীষ্মের হস্ত হইতে ধনুপতন)

পরশু। ধিক্ ধিক্ ধিক্‌রে ক্ষত্রিয়কুমার, শত ধিক তোরে। কি বলিব আর নিলর্জ্জ, এখনও যুঝিতে ইচ্ছা আমার সহিতে।

পলকের তরে কবিয়ে সংগ্রাম মম সনে,
রথ অশ্ব সারথিরে হারায়েছ তুমি, হস্তের কার্ম্মুক
তব পড়িছে খসিয়া, তবে কি সাহসে যুঝিতে বাসনা
এখন রয়েছে প্রাণ, দেখ বিবেচনা করি,
কহিতেছি হিতবাণী শুন মন দিয়া,
শ্রদ্ধায় গ্রহণ করি রাজবালিকারে, জীবন লইয়া সুখে
করহ প্রস্থান স্বগৃহে। নহে বৃথা হারাবে জীবন, কহিলাম
সার কথা। মম রণে পরিত্রাণ না পাবে কখন!
নিশ্চয় বধিব তোরে কহিলাম আমি

ভীষ্ম। দেব! এতক্ষণ মম চেষ্টা যে হইল বিফল জান কিছু
মর্ম্ম তার? আচার্য্য বলিয়া, আচার্য্য বলিয়া উপেক্ষা করিনু।
আচার্য্য বলিয়া, উপযুক্ত অস্ত্র ত্যাগ নাহি করি আমি
এ হেতু কাটিলে মম রথ, এবং সারথি তুরঙ্গ।

কিন্তু আর নাহি পরিত্রাণ তব ব্রহ্মতেজ যত ছিল
শরীরে তোমার, যাগযজ্ঞ যপতপ ফল বিলুপ্ত হইল আজি
অস্ত্র গ্রহণেতে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হয় শস্ত্র ব্যবহারে
শাস্ত্রের বচনে, আর ভয় কিবা। অন্তকোপম বাণ এই
বসাইনু চাপে কর দরশন। নিবার ইহারে
তবে জানি বীরপনা।

(জানু পাতিয়া অস্ত্র ত্যাগ ও পরশুরামের মুষ্টি হইতে শরধনুপতন
ও অজ্ঞানাবস্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে পতনোন্মুখ)

ওহো! কি কর্‌লাম, কি কর্‌লাম, ব্রহ্মহত্যা।
রক্ষাকর মধুসূদন, রক্ষাকর মধুসূদন।
(পরশুরামকে ধারণ করতঃ ভূমিতলে শয়ন করাইয়া)
ধিক্ ক্ষত্রিয় জীবনে ধিক্, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য রক্ষায় ধিক্।
ওহো! এতদূর নৃশংস কর্ত্তব্য কি কারু আছে?
কর্ত্তব্য রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়গণকে কতদূর নিষ্ঠুর কার্য্যের
ব্যবহার ক'রতে হয়। জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয়স্বজনে এমন কি
গুরু ব্রাহ্মণের প্রতিও জিগীষা পরবশ হয়ে সুতীক্ষ্ণ
সুশানিত শর নিক্ষেপ ক'রতে হয় শুধু শর নিক্ষেপই বা কেন
জীবন নিক্ষেপও কর্‌তে হয় ওহো, কি নিষ্ঠুর,
কি নির্ম্মম কার্য্য।

[ভীষ্মের প্রস্থান

পরশু। একি! আমি মূর্চ্ছিত হ'য়েছিলাম? হাঁ তাইত বটে নতুবা
রণাঙ্গণে ধূলিশয্যায় শয়ন ক'রে থাক্‌বে কেন
(দণ্ডায়মান হইয়া শরীর নিরীক্ষণ করতঃ) সর্ব্বাঙ্গ যে ধূলায়
ধূসরিত হ'য়ে গিয়েছে ঐ যে করস্থিত শরধনু দূরে নিক্ষিপ্ত

হ'য়ে আছে ওহো। কি বিড়ম্বনা, কি বিড়ম্বনা বিশাল পয়োধি লঙ্ঘন করে গোষ্পদে হাবুডুবু, কি বিড়ম্বনা সাধ্য কি, সময়ের দোষ। সময়ে সকলি সম্ভবে। যাক সে গত কর্ম্মে অনুশোচন বৃথা উপস্থিত সে ক্ষত্রিয়াধম ভীষ্ম কোথায় গেল বোধ হয় আমাকে মূর্চ্ছিত দেখে আপনাকে বিজয়ী মনে ক'রে শিবিরে ফিরে গেছে। ভাল দেখা যাবে কালি। অদ্য আর এ বিভাবরীতে কেন সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়ায় গমন করে-ছেন প্রদোষ সময় হয়েছে। যাই অন্ধকার মত আমিও শিবিরে যাই

[প্রস্থান।

(নিয়তিরূপে ভাগ্যের প্রবেশ)

নিয়তি। যাহোক, মা মহামায়ার কৃপায় আমার ভয় ভাবনা সব মিটে যাবারই সম্ভাবনা। কেন না এ কতো ভার্গব ত্রয়োবিংশতি দিবস প্রাণপণে যুদ্ধ করেও মহাবীর ভীষ্মকে পরাস্ত করতে পারেন নাই। একরূপ নিজেই পরাস্ত হ'য়ে এসেছিলেন, কেবল লজ্জা ভয়ে সাহসের উপর নির্ভর ক'রে যুদ্ধ করছিলেন। তদন্তর অদ্য আবার দেখলাম, এবং শুনলাম অগ্নিষত্বাদি পিতৃ-গণ, নারদাদি ঋষিগণ এবং ইন্দ্রাদি দশদিকপালগণ একত্রিত হ'য়ে মহামুনি ভার্গবকে স্বমুখে ভীষ্মের নিকট পরাস্ত স্বীকার করাবার জন্য যুক্তি স্থির ক'রে সকলে ভার্গবের নিকট আগ-মন করেছেন। মুনিবর, কি পিতৃগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের রক্ষা করবেন না? নিশ্চয় করবেন না। কারণ তিনিও আমার প্রতিকূলতার জন্য ঠেকেছেন ভার্গব ভীষ্মের নিকট স্বমুখে

পর্য্যন্ত স্বীকার করলে ত আর অম্বাকে তিনি সাহায্য করতে পারবেন না। তখন অবশ্যই তিনি তাকে ত্যাগ ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান করবেন মুনিবর অম্বাকে পরিত্যাগ ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান করলে পর অম্বারও আশা ভরসা ফুরাবে এবং আমার লিপির মর্ম্মই হচ্ছে যে অম্বা রাজকুমারী হবে, রাজকুমার হয়ে রমণী জীবনের যে সুখ, একমাত্র পতি, সে সেই পতিধনে বঞ্চিতা হবে এবং জীবনের ষষ্ঠাংশের মধ্যে প্রথমাংশ ব্যতীত সর্ব্বকাল ক্ষুৎপিপাসাদি নানাদুঃখ ভোগ করবে, তা তাই ঘটে গেছে যা হোক কর্ম্ম বড় দর্প ক'রেছিল, বলেছিল, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই কিন্তু অম্বা চেষ্টা কোরে কি করতে পারলে? অম্বা চেষ্টা'র ত ত্রুটী করে নাই। কাশী-রাজবালা অম্বা একদিকে যেমন চেষ্টা করেছিল, অন্য দিকে সেইরূপ সাহায্যও পেয়েছিল তার মাতামহ রাজর্ষি সৃঞ্জয়-রাজ সাহায্য করেছেন, মুনিঋষিগণ সাহায্য করেছেন এবং ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভৃগুকুলধুরন্ধর ভার্গব সাহায্য করেছেন, কিন্তু কৈ কেহ কি আমার গতি রোধ করতে পারলে? তা ত পারলে না। বোধ হয় মহাকাল এই জন্যই কর্ম্মকে বলে-ছিলেন যে, কর্ম্ম তুমি অদ্যাবধি কাশীরাজবালা অম্বার দেহান্তকাল পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্যে মনোযোগের সহিত যোগ দাও। অম্বার পরিণামই তোমাদের যোগ্যতার ফলপ্রকাশ পাবে। সকলেই বুঝতে পারবে কৌশলে আমাকেই শ্রেষ্ঠ করেছিলেন, কিন্তু তখন আমি বুঝতে না পেরে ভয়ার্ত্ত হ'য়ে মনে করেছিলাম কি জানি কর্ম্ম আমার গতি রোধ ক'রে ফেলবে। যাক্ মা মহামায়ার কৃপায় আমার সে ভয় দূরে গেল ঘটনা

কি সকলে দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? অবশ্যই পাচ্ছেন। যাঁরা এই ঘটনা দেখ্‌বেন বা শুন্‌বেন তাঁরা নিশ্চয় বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কি আমি শ্রেষ্ঠ। উপস্থিত আমি আর একবার কর্ম্মের নিকটেই যাই। দেখি এবার সে কি বলে, বা কি করে

[প্রস্থান।

(অম্বার প্রবেশ।)

অম্বা। ফুরালো, ফুরালো, আশা ভরসা ফুরালো। পাপমতি ভীষ্মের বাহুবল-তরঙ্গে আমার সুখের আশা বিলীন হয়ে গেল। হায় হায় আর আশা নাই আর আশা নাই এজীবনে আর আশা নাই এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ। ওহো! ধন্যরে অদৃষ্ট। আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি কুকর্ম্ম করেছিলাম, যে তার জন্য আমাকে এত যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হলো এত চেষ্টা, এত সাহায্য, বিফল হলো রাজকুমারী হ'য়ে অনাথিনী ভিখারিণী হ'লাম এবং বোধ হয় এই হতভাগিনীর জন্যই ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ ভার্গবেরও পরাক্রম লোপ হলো। আমি কেবল তাঁর আশ্বাসেই যে এত দিন জীবন ধারণ ক'রেছিলাম। তিনিও যখন পরাস্ত হ'য়ে আমাকে ত্যাগ কল্লেন, তখন আর আমি কি আশায় জীবন ধারণ কর্‌বো। ধিক্! আমার জন্মে ধিক্। আমার জীবনে ধিক্। না, আর না—আর না, জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই, বৃথা আর জীবন ধারণ করে এ পাপ দেহভার বহন করার প্রয়োজন কি? হয় বিষ পানে নয় উদ্বন্ধনে কিম্বা সলিল বা অনলে প্রবেশ ক'রে এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন করি। তবে শুনেছি বিষ পানে,

উদ্বন্ধনে বা সামান্য সলিলে প্রবেশ করে জীবন বিসর্জ্জন কল্লে আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হ'তে হয় কিন্তু অনলে প্রবেশ ক'রে জীবন বিসর্জ্জন কর্‌লে, সে পাপে লিপ্ত হ'তে হয় না এবং পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ ক্ষয় হয় তাই করি, তাই করি চিতানল প্রজ্জ্বলিত করি চিতানল প্রজ্জ্বলিত ক'রে তাতেই প্রবেশ করি।

গীত।

আশা ফুরালো, আশা ফুরালো, সবসাধে বিষাদ ঘটিল।
বড় আশা ছিল মনে জন্মে রাজকুলে রাজরাণী হব
রাজমাতা হব বলে (তা তো হলো না হলো না)
(আমার কর্ম্মদোষে তা ত হলো না) (অভাগিনীর ভাগ্যদোষে)
মনের আশা মনে রহিল॥
কি কুক্ষণে গিয়েছিনু পুষ্প তুলিবারে, কি কুক্ষণে বরেছিনু —
গৌড়দেশেশ্বরে (ভাল করি নাই করি নাই) (তাঁরে)
(মনে মনে বরণ করে) (সঙ্গোপনে বরণ করে)
তাইতে আমার অনর্থ হলো॥
যদ্যপি না বরিতাম গৌড়দেশেশ্বরে, তবে কেন ত্যজিতাম
হস্তিনা ঈশ্বরে (সুখে থাকিতাম থাকিতাম) (হস্তিনা ঈশ্বরী হয়ে)
(ভগিনীগণ সঙ্গে করি) (তিনভগ্নি একসঙ্গে)
কর্ম্মদোষে সকলি গেল
মম সম অভাগিনী নাহিক জগতে, থাকিলে দেখিতাম
কিম্বা শুনিতাম কর্ণেতে, (কভু শুনি নাই শুনি নাই)
(মম সম অভাগিনীর কথা) (ধরাধামে আছে বলে)
অতএব আমার মরণ মঙ্গল॥

যাই, চিতানল প্রস্তুত হেতু কাষ্ঠ আহরণ জন্য অরণ্যে যাই—

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বন

ছদ্মবেশী কর্ম্ম

কর্ম্ম। আশ্চর্য্য হ'লাম, আশ্চর্য্য হ'লাম। জ্ঞানহীন মানবগণের ব্যবহার দেখে আশ্চর্য্য হ'লাম। অবাক হ'তে হ'ল। কেবল ভ্রম কেবল ভ্রম, নিরন্তর অধিকাংশেই কেবল ভ্রম সলিলে ভাস্‌ছে ওহো! কখনও সামান্য সুখে সুখী হয়ে, আপনাকে ধন্য মনে ক'রে, অমর তুল্য জ্ঞান ক'রে থাকে, অনিবার্য্য মৃত্যুকেও একেবারে ভুলে যায় আবার কখন দুঃখে কাতর হ'য়ে সেই দুঃখ দূর কর্‌বার মানসে মৃত্যু কামনা করে, মনে করে জীবনান্ত হ'লেই দুঃখ দূর হয় এর চেয়ে আর অধিক কি ভ্রমের বিষয় হ'তে পারে কাশীরাজবালা অম্বাও সেই ভ্রমে পতিতা হ'য়েছে। জীবন বিসর্জ্জন মানসে চিতা প্রস্তুত জন্য অরণ্যে কাষ্ঠ আহরণ ক'র্ত্তে যাচ্ছে মহামুনি স্রোতের উপদেশ মনে নাই। যাহোক, আর একবার তা'কে উপদেশ প্রদান করি, সে কেবল আমার উপদেশ গ্রহণ ক'রেই তো আশার আশ্বাসে এতদিন জীবন ধারণ ক'রে আছে। তবে অদ্য আমি তাকে কি ব'লে পরিচয় দিব তাই ভাবছি। একদিনতো বনদেবতা বলে পরিচয় দিয়েছিলাম, অদ্য মুনিশিষ্য ব'লেই পরিচয় দিব কারণ মুনিবর অম্বাকে বহুবিধ হিতোপদেশ প্রদান ক'রেছেন, বোধ হয় দুঃখে অভিভূত হ'য়ে সেই সব উপদেশ আর মনে নাই। দেখি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। কেন না অম্বার দেহান্ত কাল পর্য্যন্ত সাহায্য করতে কালের অনুমতি আছে, এবং অম্বাও

ঠেকে শিখেছে যদি কোন ক্রমে তাকে একবার আমার উপাসনার মর্ম্ম অবগত করায়ে সঙ্কুষ্ঠানে ব্রতী করাতে পারি নিশ্চয় পরিণাম শুভ হবে এবং তাহ'লেই ভাগ্যের সহিত আমার যে কি সম্বন্ধ তা সকলেই জান্‌তে পার্‌বে। আমার উদ্দেশ্য সফল হবে ঐ যে কাষ্ঠ বোঝা শিরে নিয়ে অম্বা এই দিকেই আসছে, আসুক, আমি একটু অপেক্ষা করি।

(কাষ্ঠ বোঝা শিরে অম্বার প্রবেশ)

ওকি বালিকে . কাষ্ঠ বোঝা শিরে নিয়ে কোথায় গমন কর্‌ছো ?

অম্বা আপনি কে ?

কর্ম্ম। আমি একজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ শ্রৌত মুনির শিষ্য

অম্বা কি, মুনিবরের শিষ্য। আহা, উপস্থিত আমার সৌভাগ্যই বটে, প্রভু। আপনি যখন দৈবযোগে আমার নয়নপথে পতিত হ'লেন, তখন কৃপা ক'রে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার সঙ্গে যমুনা-তটে গমন কর্‌বেন কি ? আমি এই কাষ্ঠ-দ্বারা সেইখানে চিতা প্রস্তুত ক'রে জীবন বিসর্জ্জন কর্‌বো আপনি আমাকে চিতা প্রস্তুত প্রণালী দেখিয়ে দেবেন

কর্ম্ম কেন মা জীবন বিসর্জ্জনের কারণ কি ?

অম্বা দেব দুঃখ নিবারণের জন্য। আমি মহাদুঃখিণী আপনি কি তা অবিদিত আছেন ত্রিভুবনে আমাকে আমার বল্‌তে কেহ নাই সুতরাং চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন ক'রে আমি সেই দুঃখ নিবারণ কর্‌বো।

কর্ম্ম সে কি বালিকে। জীবন বিসর্জ্জন কর্‌লেই কি দুঃখ নিবারণ হয় ? এটা যে তোমার ভুল ধারণা। তুমি কি এমন সুকর্ম্ম—

উদ্‌যাপন বা অনুষ্ঠান ক'রেছ যে জীবনান্তের পর পুনর্জন্মে সুখী হ'তে পারবে। সুখ দুঃখত পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের পুরস্কার বা দণ্ড-স্বরূপ। যাদের সেই দণ্ড বা পুরস্কার ভোগ শেষ না হয়, আর সেই দণ্ড বা পুরস্কার ভোগ করবার জন্যই এই ধরা ধামে বার বার জন্ম-গ্রহণ করে। সকলেই এখানে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ ক'রে থাকে সুতরাং এর নাম কর্ম্মভূমি তুমিও কেবল সেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দোষেই দণ্ডভোগ করছো কিন্তু আবার যদি তুমি কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না ক'রে অন্যায়রূপে জীবন বিসর্জ্জন কর, তা হ'লে তোমার এই অবশিষ্ট দণ্ড আরও সপ্ত-গুণ বর্দ্ধিত হবে, এবং ক্রমে সপ্তজন্ম ধ'রে ভোগ করতে হ'বে। করুণাময় ঈশ্বরের নিরূপিত নিয়মই হ'চ্ছে এই। সৎকর্ম্ম না ক'রে শুধু দেহত্যাগ করলেই ত দুঃখ শেষ হয় না। দেহান্তের পরই সকলকে নবদেহ ধারণ করিতে হয় এবং সেই নবদেহেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ কর্ত্তে হয় এ সংসারে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, একমাত্র কর্ম্মই সুখ দুঃখের কারণ কর্ম্মের গুণে দুঃখেরও অন্ত হয়, অতএব বালিকে এরপর তোমার যা বিবেচনা হয় কর।

(কাষ্ঠ বোঝা নামাইয়া করযোড়ে)

অম্বা। দেব! তবে আমি কি উপায় অবলম্বন করবো আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কৃপা ক'রে ব'লে দিন কি উপায় অবলম্বন করলে আমার এই কলঙ্কিত আত্মাকে নির্ম্মল করতে পারবো এবং আমার এই নবীনা বয়সে রমণী-ধর্ম্মই বা কিরূপে রক্ষা হ'বে আমি কেবল রমণীধর্ম্ম রক্ষার ভয়ে ভীতা হয়েই চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করতে চেয়ে ছিলাম।

কর্ম্ম কেন বৎসে তোমার কি মুনিবরের উপদেশ মনে নাই? তুমি

কি অভিপ্রায়ে মুনিবরের নিকট দীক্ষিতা হ'য়েছ স্থিরচিত্তে একবার স্মরণ ক'রে দেখ দেখি মুনিবর ব'লেছেন নয় যে, শ্রোত্রিয় ভিন্ন যারা আপদগ্রস্থ, জরাগ্রস্থ বা শত্রুহস্তে পরাজিত কিম্বা যাদের পুত্র, দেবতা ঋষি, অতিথি এবং গুরুজনের ভরণ পোষণ ক্ষমতা না থাকে, এরূপ অবস্থায় সকল বর্ণেরই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'রে তপানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য হয়, সুতরাং বৎসে! এ অবস্থায় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'রে তপস্নুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য হ'চ্ছে, কেন না, তা হ'লে তোমার সকল দিকই রক্ষা হবে।

অম্বা ভূদেব মুনিবরের বাক্য স্মরণ আছে কিন্তু প্রভো আমার যে ভীষ্ম নিধন ব্যতীত আর অন্য কামনা কিছুই নাই

কর্ম্ম। তা কর্ম্মের দ্বারা সকলি সম্ভবে, বালিকে। কর্ম্মের অসাধ্য কিছুই নাই তবে নিষ্কাম কর্ম্মে মোক্ষ লাভ হয়, এবং সকাম কর্ম্মে কামনা সিদ্ধি বিলম্বে ঘটে এই মাত্র প্রভেদ

গীত

শুন শুন রাজনন্দিনী শুন বলি তোমারে
কর্ম্মের অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
মর্ম্ম বুঝিয়া যারা সদা করে কর্ম্ম, যোক না হোক
সুখ তার থাকে সদা ধর্ম্ম, ধর্ম্ম বলে এবহেলে
জিনে সার কুতূহলে অগ্র পথ থাকে না তার এই চয় চাগ।

বালিকে আর আমি বিলম্ব করবো না আমাকে কুশ-সমিধ সংগ্রহ করতে হ'বে, এর পর তুমি যথাস্থানে গমন কর।

[কর্ম্মের প্রস্থান।

অম্বা। (যোড় হস্তে) মা, শ্মশান বাসিনী শঙ্করী। মা গো! আমাকে কি সন্ন্যাসিনী করাই তোর উদ্দেশ্য ছিল মা, তবে তাই হোক

হোক, তোর উদ্দেশ্যই সফল হোক, তোর উদ্দেশ্যই সফল করি। উপস্থিত তোর মত গেরুয়া বসন প'রে শ্মশানে মশানে বোম বোম বলে বেড়াইগে, যাই, পরে নয় তারা তারা ব'লে চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করবো।

গীত।

জানিলাম ঈশানী, ঈশ্বরী, তুমি মা পাষাণী পাষাণ নন্দিনী।
সবত্ন ভ্রমে এসে, বিবিধ ভোগ বিলাসে বঞ্চিতা হয়ে শেষে
হ'লাম মা সন্ন্যাসিনী।
তুমি পাষাণের মেয়ে নাই তোমার দয়ার লেশ—
যে তোমায় ডাকে সদা তার দুঃখের নয়ন শেষ,
কি কব আর বিশেষ, ভ্রমে সে দেশ বিদেশ,
পায়না সে সুখের লেশ, শুনেছি জননী

[প্রস্থান।

এক পথ দিয়া অম্বার প্রস্থান ও অন্যপথ দিয়া
ভাগ্যের প্রবেশ।

ভাগ্য। দেখে নাও, দেখে নাও বিশ্ববাসী দেখে নাও, আমি, আমি—প্রতিকূল থাকলে, তার যে রূপ দুর্দ্দশা ঘটে দেখে নাও আর কেউ কখন অন্যের প্রতি জিজ্ঞাসা করো না, দেখে নাও, অম্বাকে দিয়েই দেখে নাও আমি প্রতিকূল থাকলে কিছুতেই তার কামনা সিদ্ধ হয় না, সে যদি কোন এক বিষয়ের সুযোগ সন্ধান করে অমনি তার নানারূপ দুর্ঘটনা ঘটে, উপায়ান্তর হয় না, উপায়ান্তর হয় না, উপর্য্যুপরি সর্ব্বনাশ হয়, নিরন্তর মর্ম্মবেদনাই ভোগ হ'য়ে থাকে তাদের হৃদয়ে জ্ঞান এবং আনন্দ

ক্ষণকালের জন্যেও স্থান পায় না, নিরন্তর রোগ শোক, ভ্রম প্রমাদাদি দ্বারা তাদের শরীরের শোণিত শোষিত হয়, স্বয়ং বিধি বিষ্ণু ও ভব রক্ষা কর্‌তে পারেন না, দেখে নাও, দেখে নাও

গীত

আমি হই বিধির বিধান, কে বলবে না আমার পরে
প্রতিকূল থাক্‌লে আমি কে রাখিতে পারে তারে ॥
স্বয়ং বিধি বিষ্ণু ভব, মোর কাছে পরাভব (তবে)
সম্ভবে কি অসম্ভব, রাখতে পারে পূর্ব্বাকারে ॥
যদি কিছু গোপন ছিল, ক্রমেতে প্রকাশ পেল
যত গর্ব্ব খর্ব্ব হল জেনে গেল ত্রিসংসারে ॥

যাই একবার মা মহামায়ার নিকটে যাই—

[প্রস্থান

(ঐক্যতান বাদন)

ক্রোড়াঙ্ক

(গঙ্গাতীরে জটাবল্কলধারিণী অম্বার প্রবেশ)

অম্বা
শৈলসুতে নমস্তভ্যং
নমস্তে জহ্নু কণ্যকে
শঙ্কর-দইতে মাতঃ
ভাগীরথ্যৈ নমঃ নমঃ

(প্রণামান্তে করযোড়ে)

মা পতিত পাবনী সুরধনি মা গো পাপ-স্বরূপিনী অম্বা আজ তোমার আশ্রয় গ্রহণ জন্ত এসেছে সদয় হ'য়ে স্বগুণে এ হতভাগিনীর প্রতি কৃপানেত্র পাত কর ; চিরদুঃখিনী অনাথিনীকে পদপ্রান্তে আশ্রয় দাও মা আমি বেদাগমে শুনেছি, ত্রিলোক মধ্যে একমাত্র তুমিই ত্রিতাপনাশিনী , তোমার কৃপা ভিন্ন, জীবের ত্রিতাপ মুক্তির উপায় নাই

তোমার নীরে অবগাহন ক'রে, তোমার বারি বিন্দু স্পর্শ ক'রে বা মৃত্যুকালে একবার মাত্র তোমার নাম স্মরণ, এবং মৃত্তিকা লেপণ ক'রে কত শত মহাপাপী উদ্ধার হ'য়েছে ; আরও শুনেছি, মহাপাপী জীবদেহের অস্থিকণাও যদি তোমার নীরে পতিত হয়, অমনি সে চতুর্ভুজরূপে বিষ্ণুলোকে গমন করে। মা, বিষ্ণু ভক্তি-প্রদায়িনী বৈষ্ণবী ! কৃপা কর মা কৃপা করে এই চিরদুঃখিনী অম্বার দুঃখমোচন কর। আমার পাপদেহ যেন তোমার এই পবিত্র সলিল-তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাস্‌তে বিলীন হ'য়ে যায়।

স্তব (করযোড়ে)

বিষ্ণু পাদোদ্ভবা ভগবতী গঙ্গে—
তারিলে সগর-বংশে প্রেমতরঙ্গে।
ত্রিদিববাসিনী ত্রিতাপহারিণী
প্রসীদ মম প্রতি শঙ্কর-ঘরণী ॥

দেবী সুরেশ্বরী জহ্নুমুনি-কন্যে—
ধরাতে আসিলে ভগীরথ পুণ্যে।
বসুষ্টক মাতা কলুষ নাশিনী
প্রসীদ মম প্রতি শঙ্কর ঘরণী।

বিন্দুস্বরে প্রবাহিতা তুমি সপ্তধারা
সর্ব্বতীর্থ গরীয়সী তুমি সারাৎসারা
হ্লাদিনী পাবনা তুমি মানসিনী—
প্রসীদ মম প্রতি শঙ্কর-ঘরণী।

কুচক্ষু সীতা সিন্ধু তুমিই সুরধুনী—
তুমি ভাগীরথী এখানে ঈশাণী।
গোমুখ নির্গতা গিরিরাজ-নন্দিনী
প্রসীদ মম প্রতি শঙ্কর-ঘরণী

পতিতোদ্ধারিণী তুমি সুরবালা
ত্রাহি অভাগীরে ও পূত-সলিলা
মোক্ষদাত্রী মাত্র তুমি গো জননী—
প্রসীদ মম প্রতি শঙ্কর-ঘরণী।

গীত

(ওগো) শঙ্কর মৌলিনী শিব সিমন্তিনী পতিত পাবনী গতিদায়িনী।
তুমি সুরধনী ত্রিলোক তারিণী ত্রিগুণধারিণী ত্রিপাপনাশিনী॥
(শ্যামা গো) শুনেছি পুরাণে মুণিগণ স্থানে পতিতে তরাতে নাই মা [illegible] ম খিনে।
সগুণে আমারে নয়নেরি কোণে হের মা হেন মন হরমোহিনী
পাপীরে তরাতে ভূলোকেতে এলে সগরের বংশ উদ্ধার করিলে
ভক্তি ভয়ে যে জন ডাকে গঙ্গা বলে, তারে তরাও করুণা-প্রদায়িনি।
আত্ম পর ভেদ নাই মা তে মার নাহি কর পাপ পুণ্যের বিচার
সকলেরে তুমি কর মা নিস্তার দয়াময়ী মা গো নিস্তারকারিণী॥
তব বারিস্পর্শে পাপ তাপ যায় তবে গঙ্গা নামে মুক্তিপদ পায়
বঙ্গ মা তব য়, অভয় রাঙ্গা পায় নিস্তার কর মা দিয়ে পা দুখানি॥

(গঙ্গার আবির্ভাব)

গঙ্গা। সরে যাও পাপীয়সী সরে যাও আমার গর্ভ থেকে সরে যাও। তোমার হৃদয়ে এখনও হিংসার বৃত্তি বিদ্যমান রয়েছে হিংসা দ্বেষ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনাকারীকে আমি আশ্রয় দিই না, সরে যাও

(অন্তর্ধান)

অম্বা। হাঁ মা গতিদায়িনী ভাগিরথী! দাসীকে আর বঞ্চনা কেন মা, আমি জানি মা জানি, আপনাতে অবগাহন কল্লে বা আপনার পদরজ অঙ্গে লেপন কল্লে সকলেই মুক্তিলাভ ক'রে বিষ্ণুলোকে গমন করে। অন্তিমকালে আপনার মৃত্তিকা বক্ষে, ললাটে লেপন ক'রে গঙ্গানারায়ণ এই তারকব্রহ্ম নাম লিখে দিলে, তার সকল পাপ বিদূরিত হয় তবে এ হতভাগিনী অনাথিনী চির-দুঃখিনী অম্বাকে বঞ্চনা কেন মা যদি একান্তই এ হত-ভাগিনীকে আশ্রয় না দাও, আমারও অন্তিমকাল উপস্থিত,

হ'য়েছে, স্বীয়করে আমিও তোমার পদতলাস্থিত মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে তারকব্রহ্ম নাম লিখে নিয়ে সর্ব্বভক্ষ হুতাশনে প্রবেশ ক'রে, জীবন বিসর্জ্জন কর্‌বো, দেখি আমাকে বঞ্চনা কর কিরূপে

(তথাকরণ)

অন্তে গঙ্গানারায়ণ, অন্তে গঙ্গানারায়ণ। আহা, যুগল নাম কতই মধুর, এই নাম শ্রদ্ধায় কীর্ত্তন বা শ্রবণ কর্‌লেই সমস্ত দুঃখের অবসান হয় (কৃতাঞ্জলীপুটে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) হরিহে বিপদ-তারণ, মধুসূদন! দীনহীনা অম্বার হৃদয়ে একবার উদয় হও, আমি মুদিত নেত্রে আপনার যুগলরূপ দর্শন ক'রে জন্ম সার্থক করি অনাথ বান্ধব! অনাথিনী অম্বার কথায় কর্ণপাত কর, স্বগুণে সদয় হ'য়ে উদয় হও।

গীত

যুগলরূপ দাও হে দেখ শ্রীরাধারমণ
অন্তকালে নয়ন ভরে করি একবার দরশন
তুমি হে পতিত পাবন জগতের কাল [redacted] বারণ
অধম তারণ মধুসূদন বিপদ ভঞ্জন
অনাথিনীর নিদানকালে পুরাও আকিঞ্চন

তবে যাই মা যাই। যমুনা তটে গমন করি। যমুনা তটে গিয়ে গঙ্গানারায়ণ গঙ্গানারায়ণ বলে চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করি, দেখি তুমি আমাকে কেমন করে বঞ্চনা কর। জয় রাধামাধব, জয় রাধামাধব।

[প্রস্থান

(কর্ম্মের প্রবেশ)

কর্ম্ম। হ'য়েছে, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা হ'য়েছে। অম্বা ক্রমে কর্ত্তব্যপরায়ণা হ'য়েছে, আর সংশয় নাই প্রথমটাতে মনে ক'রেছিলাম, কি জানি অম্বার যদি অভাবে স্বভাব নষ্ট হ'য়ে যদি সে অকর্ত্তব্য পরায়ণা হয়, পুনঃ হতভাগিনী হ'য়ে পরজীবনেও যন্ত্রণা ভোগ করবে। কেন না সৌভাগ্য লাভ ক'রতে না পারলে সুখের সম্ভা'না কোথায় যারা নিয়ম ও সময় ঠিক রেখে শ্রদ্ধাসহকারে কর্ত্তব্য রক্ষা করে, ভুলে কখনও অকর্ত্তব্যে ব্রতী হয় না তারাই পরিণামে সৌভাগ্যলাভ করে, এবং সেই সৌভাগ্যের ফলে তাদের কামনা সিদ্ধ হয় নিরন্তর তাদের প্রতি দৈবও অনুকূল থাকে। আর যারা অনিয়মে অসময়ে ও অশ্রদ্ধায় কর্ত্তব্য রক্ষা করে বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য একই উদ্দেশ্যে সংসাধিত করে, পরিণামে তারা দুর্ভাগা হয়, দৈবও তাদের প্রতি প্রতিকূল থাকে, সুতরাং পরিশেষে কিছুতেই তাদের কামনা সিদ্ধি হয় না এই কাশীরাজ তনয়া পূর্ব্ব জীবনে অকর্ত্তব্য ব্যবহার করে, এ জীবনে এই যন্ত্রণা ভোগ করলে, কিন্তু আবার যদি সে এ জীবনেও অকর্ত্তব্য পরায়ণা হতো, পর জীবনেও পুনরায় সে অশেষ যাতনা ভোগ ক'রত, এবং আমার উদ্দেশ্যও সফল হতো না। ভাগ্যের সহিত আমার যে কি সম্বন্ধ তা সকলে সুচারুরূপে বুঝ্‌তে পারত না। (সচকিতে উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করতঃ) ওকে ভীষণ আ'নন, ঘোর দরশন রক্ত বসন পরিধান করে, তাণ্ডব নৃত্য ক'রতে ক'রতে এ দিকে আগমন ক'রছেন, মহাকাল বলে অনুমান হ'চ্ছে নয়, হাঁ তিনিইত বটেন কি মনন ক'রে এদিকে আসছেন, নিকটে এলেই জান্তে পারব।

(কালের আবির্ভাব)

কর্ম্ম (করযোড়ে) আসুন, আসুন দেব করি প্রণিপাত (তথাকরণ)
কাল। নিরাপদে থা'ক সদা হও চিরজীবি।
কর্ম্ম দেব। দেব কেন হেরি আজি সংহার মুরতি তব
কাল। গিয়েছিনু অম্বার নিকটে ধরি সংহার মুরতি।
ত্যজিল জীবন যথা যমুনার কূলে
চিতানলে করিয়া প্রবেশ
এ জীবনের লীলা তার সাঙ্গ হল আজি
পূর্ণ হলাম আমি তার প্রতি জুড়াইল
জ্বাল তার, দুরদৃষ্ট গেল চলি দূরে
লভিল সৌভাগ্য এবে তোমার কৃপায়,
সাধ তোমারে যতনে আবির্ভূতা
হ'ল গিয়ে পাঞ্চাল নগরে দ্রুপদ
রাজমহিষীর গর্ভে অবশ্য হইবে
তব পূর্ণ মনোরথ উপস্থিত অন্তবালে
কবগে বসতি। ডাকি আমি ভাগ্য
শক্তি ধরে, কতদূর অভিজ্ঞতা জন্মিল
তাহার, শুনি আগে করিয়া জিজ্ঞাসা।

[কর্ম্মের অন্তবালে গমন

কাল। এস—মায়াশক্তিশ্বরী, সঙ্গে লয়ে ভাগ্যশক্তি ধরে

(ভাগ্যসহ মায়ার আবির্ভাব)

ভাগ্য। প্রণিপাত করি দেব চরণ-কমলে,
কর আশীর্ব্বাদ দাসে (তথাকরণ)

'কাল। এস এস বৎস নিরাপদে থাক সদা,
চিরজীবি হয়ে, নিরন্তর হোক তব,
অভিষ্ট পূরণ

ভাগ্য দেব কি জন্য দাসকে আহ্বান করলেন; কি আদেশ পালন করতে হবে

কাল। কোন আদেশ পালন করতে হবে না বৎস। কে শ্রেষ্ঠ এই কথার জন্য তুমি একদিন কর্ম্মের সঙ্গে দ্বন্দে প্রবৃত্ত হ'য়ে উভয়ে আমার উপর বিচারের ভার অর্পণ ক'রেছিলে নয়? সেদিন আমি তোমাদিগকে কি আদেশ ক'রেছিলাম স্মরণ আছে কি?

ভাগ্য আঃ দেব সমস্তই স্মরণ আছে, একটী যুণাক্ষরও ভুলি নাই।

কাল। কহ শুনি, বারেক এক্ষণে

ভাগ্য। দেবাদিদেব সেদিন আমাকে তো বিশেষ ক'রে কোন কথাই বলেন নাই; কেবল কর্ম্মকেই বলেছিলেন যে কর্ম্ম, তুমি কাশী রাজতনয়া অম্বার প্রতি যোগ দাও, সে যেন কর্ত্তব্যপরায়ণা হয়। ক্রমে সেই কাশী রাজপুত্রীর জীবনান্ত হ'লে তোমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ কথা আর অন্যের প্রতি জিজ্ঞাসা করতে হবে না, তোমরা নিজে নিজেই বুঝতে পারবে

কাল। বৎস। অদ্য সেই দিবস সমুপস্থিত হ'য়েছে কাশীরাজবালা অম্বার জীবনান্ত হ'লো, এর মধ্যে তুমি অভিজ্ঞতা বলে কতদূর বুঝতে পেরেছ, একবার ব্যক্ত কর শ্রবণ করি।

ভাগ্য। প্রভো। আমাকে আর ব্যক্ত করে জানাতে হবে কেন? আপনি কি অবিদিত আছেন। সমস্ত জগৎবাসীই দেখেছে, স্বয়ম্বরের দিনাবধি জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কাশীরাজবালা অম্বা

এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ শান্তি লাভ করতে পারে নাই তার সমস্ত চেষ্টাই পণ্ড হ'য়েছে।

কাল কেন বল দেখি ?

ভাগ্য আমার প্রতিকূলতার জন্য

কাল কেন তুমি অমার প্রতি প্রতিকূলাচরণ করলে কেন ?

ভাগ্য। শুধু অমার প্রতিই প্রতিকূলাচরণ নয় প্রভু, আমি অনেকের প্রতিই প্রতিকূলাচরণ করে থাকি।

কাল। তবেকি প্রতিকূলাচরণই তোমার স্বভাব সিদ্ধ

ভাগ্য আজ্ঞা না, তা নয়। অনেকের প্রতি আমি অনুকূলও থাকি। যাদের প্রতি আমি অনুকূল থাকি তাদের কামনা সিদ্ধ হ'য়ে থাকে,

কাল কেন ? এরূপ ভিন্ন ব্যবহারের কারণ কি ?

ভাগ্য। প্রভু আজ্ঞা বা ইষ্টবাক্য রক্ষার জন্য

কাল কে তোমার প্রভু ?

ভাগ্য। পরমপিতা রমাকান্ত শ্রীনিবাস হরি

কাল তাই কি সম্ভবে ; তিনি যে গুণাতীত দয়াময়।

ভাগ্য (স্বগতঃ) তাইত পরমপিতা শ্রীনিবাস হরি প্রকৃত পক্ষেই গুণাতীত এবং দয়াময়। তিনি কখনও কাহারও প্রতি প্রতিকূলাচরণে অনুমতি করবেন না, এবং সে কথা ধারণা করলে বা প্রকাশ করলেও তার প্রতি দোষারোপ করা হয়। (কালের প্রতি করযোড়ে) দেব, ত্রিলোচন! সেটা আমার ভুল ধারণা হয়েছে। কেন যে আমি অনেকের প্রতি অনুকূল এবং অনেকের প্রতি প্রতিকূলাচরণ ক'রে থাকি সে কথা আমার বুদ্ধির অগম্য বা জ্ঞানের অতীত। আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং

সর্ব্বশক্তিমান, স্বগুণে সদয় হ'য়ে এ দাসেব চিব সংশয় মোচন করুন

কাল। বৎস. কর্ম্মরূপী শ্রীহবি তোমার প্রভু বা ইষ্টদেবতা। তাঁর আদেশেই তুমি অনেকেব প্রতি অনুকুল এবং অনেকেব প্রতি প্রতিকুলাচবণ ক'রে থাক। শুধু তুমি কেন, তাঁর আদেশে আমাকেও নিবন্তব রূপান্তব ধারণ ক'রে ঘুরে বেড়াতে হয়। কর্ম্মের নিকটে যারা তোমাকে অনুকুলরূপে লাভ করে তাদেব নিকটে আমাকে সুসময়রূপে বিদ্যমান থাক্‌তে হয়। আবার যাবা ব্যবহার দোষে তোমাকে প্রতিকুল রূপে পায়, তাদেব নিকটে আমি দুঃসময় রূপে বিবাজ করি এই কাশীবাজবালা অম্বা পূর্ব্ব জীবনে কেতকী নাম্নী রাজবালা ছিল; সেই কেতকীর বিবাহেব পূর্ব্বে তৎসহচবী সরলার বিবাহ উপস্থিত হওয়ায়, আত্মাভিমানিনী ঈর্ষান্বিতা হ'য়ে সবলার বিবাহে বিঘ্ন ঘটায়, এবং কিয়দ্দিন পব সেই সরল-প্রকৃতি সবলাকে দাসীপনা থেকেও বিতাড়িত করে রাজবালার চক্রান্তে ধর্ম্ম ও কর্ম্মভ্রষ্টা হ'য়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতঃ সরলাকে বহুকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কত্তে হয়েছিল, সেই অপবাধে অম্বাকে এত যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে এক্ষণে ঐ অম্বা কর্ত্তব্যপরায়ণা হ'য়ে দেহত্যাগের পর পাঞ্চালনগবে দ্রুপদ রাজতনয়া হ'য়ে শ্রীখণ্ডিনী নামে অবিহিতা হ'চ্ছে, এ জীবনে সে তোমাকে অনুকুলরূপে লাভ করেছে। সুতবাং কিছুদিন পর ঐ শ্রীখণ্ডিনী মহাত্মা পুরুষাকাবের সাহায্যে পুরুষত্ব লাভ কবে ভীষ্ম নিধনের কাবণ হবে

শু ৭ । [illegible]হো, কি সর্ব্বনাশ কবিয়াছি আমি
গর্ব্বমদে উন্মত্ত হইয়া, গুরুনিন্দা মহাপাপে

হয়েছি মগন। নাহি ত্রাণ নাহি ত্রাণ আর,
ভ্রমণ করিতে হবে চোরাশি নরকে,
যুগ যুগান্তর। শুনিয়াছি পুরাণ প্রসঙ্গে
গুরুনিন্দা মহাপাপ, না হয় মোচন, যাবৎচন্দ্র
দিবাকর থাকেন গগণে কি হবে, কি হবে আমার
পরিণামে গুরুদ্রোহী আমি, গুরুদ্রোহী জনে কে রাখিবে আর।
যে শুনিবে গুরুদ্রোহী আমি না দিবে আশ্রয়,
বিতাড়িত করিবে দূরেতে, হেয়জ্ঞান করি
আর না, আর না, আর না রাখিব প্রাণ। যাই, পাপদেহ
ভস্মরাশি করি তুষানলে

(অগ্রসর হইয়া)

ওকি ওকি চতুর্দ্দিকে হয় দরশন সারি সারি
নরকের কুণ্ড গুরুনিন্দুক, গুরুঘাতি, গুরুদ্রোহী
জন, বিষ্ঠাকুণ্ডে হাবুডুবু খায় গেল। গেল, গেল,
নাসারন্ধ্র, ফেটে গেল নরকের পূতি গন্ধে
ওকে! ওকে ধরিতে আসিছে মোরে, ধর্ম্মরাজদূত,
লয়ে যাবে নরক মাঝারে ছুঁয়না ছুঁয়না আমারে,
গুরুদ্রোহী আমি, গুরুদ্রোহী মহাপাপ
স্পর্শিয়াছে মোরে, ছুঁয়না আমায়। আঁ আঁ আঁ।
কি কহিলে, বন্ধন, বন্ধন করিবে মোরে লৌহের
শৃঙ্খলে দেব, দেব ত্রিলোচন! রক্ষাকর, রক্ষাকর
মোরে, বন্ধন করিতে আসে যমের কিঙ্কর

কাল। (ভাগ্যের মস্তকে হস্ত স্থাপন করতঃ) ভাগ্য, ভাগ্য
প্রকৃতিস্থ হও, প্রকৃতিস্থ হও, ভয় পরিহার কর।

অজ্ঞান কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কোন চিন্তা নাই। দোষ করে স্বীকার করলে তাকে অধিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। আমি কর্ম্মকে আহ্বান করছি, তুমি তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর

কাল। কোথায় কর্ম্ম—মতিমান, এস ত্বরান্বিতে মম সন্নিধানে

(কর্ম্মের প্রবেশ)

ভাগ্য (কর্ম্মের পদধারণ করতঃ) না বুঝে করেছি দোষ,
ক্ষম প্রভু আক্রোশ, চাও মোরে নয়নের কোণে,
তুমি মম ঈশ্বর, আমি তব কিঙ্কর,
দাও স্থান রাতুল চরণে

কর্ম্ম এস, এস কোলে এস হৃদয় রতন
তোমাসম আজ্ঞাবর্ত্তী কে আছে আমার

(বলিতে বলিতে করে ধরিয়া উত্তোলন)

কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এ জগতে ভাগ্য বলবান
কি আর কহিব আমার জীবনী প্রমাণ
পূর্ব্বজন্মে করি পাপ, ভুঞ্জিল সে মনস্তাপ,
রক্ষাকরে কার বাপ, বিনে কর্ম্ম মতিমান্

ভাগ্য দেব, শূলপাণি। আপনার কৃপায় আমার ভ্রমান্ধকার দূরে গেল কিন্তু প্রভু উপস্থিত আমার আর একটী কামনা হচ্ছে কৃপাকরে সেটীও পূর্ণ করতে হবে! মা মহামায়াকে বামে লয়ে একবার যুগলরূপে দাঁড়ান, আমি আপনাদের যুগলরূপ দর্শন করে জন্ম সার্থক করি

কাল। বৎস ভক্তের কামনা সিদ্ধি করাই আমার কাজ এস প্রিয়ে একবার আমার বামাঙ্গে হেলে দাঁড়াও

(তথাকরণ)

গীত।

নিল গৌরী হর অঙ্গেরে।
যেমন সুরধনী সিন্ধুতরঙ্গের।
অর্দ্ধ শিরে জটা, ফণাধর ফণি,
অর্দ্ধ শিরে বিবা মণিময় বেণী,
দক্ষিণে ত্রিশূল কঙ্কণ বাম পাণি,
কি শোভা অর্দ্ধ শ্বেত পীতাঙ্গেরে

সমাপ্ত।